চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 9 April 2019 ■ আগরতলা, ৯ এপ্রিল, ২০১৯ ইং ■ ২৫ চৈত্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নির্বাচন
Sister
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

ক্ষমতাশীল নারী
ক্ষমতাশীল ভারত
● রাজ্য পুলিশে মহিলাদের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণ
● রাজ্যে নারী নির্যাতন ৮ শতাংশ হ্রাস
● সারা রাজ্যে ৯ম শ্রেণীর পাঠরতা ছাত্রীদের বাইসাইকেল প্রদান
● উজ্জ্বলা যোজনায় ১২ মাসে ২ লক্ষ ১৫ হাজার মহিলাদের বিনামূল্যে গ্যাসের সংযোগ
● বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও, যোজনার অধীনে লিঙ্গানুপাত বৃদ্ধি পেয়েছে
ইচ্ছে সবার
মোদী আবার

ভারতীয় জনতা পার্টি, ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির পক্ষে সম্পাদক শ্রী স্বপন অধিকারী
কর্তৃক নির্বাচন কমিশনের অনুমোদনক্রমে প্রকাশিত

সোমবার আগরতলায় পোস্টাল ব্যালেটে ভোট গ্রহণ করা হয়েছে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের জন্য উমাকান্ত মাঠে। ছবি নিজস্ব।

পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে ২৩৯৬ জন পোষ্টাল ব্যালটে ভোট দিয়েছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল ।। ১-পশ্চিম ত্রিপুরা সংসদীয় আসনের জন্য আজ পোষ্টাল ব্যালটে ভোট নেওয়া হয়। আজ মোট ২৩৯৬ জন ভোট দিয়েছেন। এই সংসদীয় ক্ষেত্রে আগামীকাল দুপুর ১টা পর্যন্ত পোষ্টাল ব্যালটে ভোট গ্রহণ করা হবে। আজ সন্ধ্যায় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক শ্রীরাম তরুণীকান্তি এই সংবাদ জানিয়েছেন। ২-পূর্ব ত্রিপুরা (এস টি) সংসদীয় ক্ষেত্রের জন্য পোষ্টাল ব্যালটে ভোট গ্রহণের প্রস্তুতি চলছে। আগামীকাল এ'চে' পর্ব সমাপ্ত হবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কংগ্রেসের মিছিল থেকে সিপিএম ক্যাডাররা হামলা করল বিজেপি অফিসে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। সোনামুড়ার নদিয়া বাজারে রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনার চব্বিশ ঘন্টা পরও চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। এদিকে, ওই ঘটনার প্রেক্ষিতে বিজেপি রাজ্য কমিটির মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য্য সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, কংগ্রেসের মিছিল থেকে আক্রমণ করা হয়েছে বিজেপি পার্টি অফিসে এবং কর্মীদের উপর। তবে, যারা আক্রমণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপির সংকল্প পত্র প্রকাশ

রাম মন্দির সহ দারিদ্র দূরীকরণে গুরুত্ব, নতুন করে স্বপ্ন ফেরির প্রয়াস

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল : সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের নির্বাচনী ইস্তাহারে মোট ৭৫টি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বিজেপি। এর মধ্যে রয়েছে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এবারও ইস্তাহারে গুরুত্ব পেয়েছে রাম মন্দির ইস্যু।

সোমবার প্রকাশিত হল বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহার। সেই ইস্তেহারে বলা হয়েছে, যত দ্রুত সম্ভব তৈরি হবে রাম মন্দির। তবে সংবিধান মেনে ও সম্প্রীতি বজায় রেখে এই রাম মন্দির তৈরি করা হবে। বিষয়টাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। এদিকে কিছুদিন আগেই রাম মন্দির মামলায় মধ্যস্থতা করার কথা জানায় শীর্ষ আদালত। তিন সদস্যের মধ্যস্থতাকারীর প্যানেল তৈরি করা হয়। তিনজনের প্যানেলে থাকছেন শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর, শ্রীরাম পঞ্চু ও সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এফএম কালিফুল্লা। এই মধ্যস্থতার পুরো কাজটি হবে একেবারে গোপনে। সেখানে কোনও সংবাদমাধ্যমের প্রবেশের অনুমতি থাকবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ফৈজাবাদে হবে সেই মধ্যস্থতার কাজ। চার সপ্তাহের মধ্যে আলোচনা শুরু করতে হয়ে ও আট সপ্তাহের মধ্যে সিদ্ধান্ত জানাতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

অযোধ্যার ২.৭৭ একর জমি জুড়েই এই বিতর্ক। যেখানে মুঘল সম্রাট বাবরের আমলে একটি মসজিদ তৈরি করা হয়েছিল। সেটাই বাবরি মসজিদ নামে পরিচিত হয়। হিন্দুত্ববাদীদের দাবি, এই মন্দির আসলে রাম জন্মভূমির উপর তৈরি হওয়া প্রাচীন হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপরেই তৈরি হয়েছিল। ১৯৯২ -তে সেই মসজিদ ভেঙে দেওয়া হয়। সেখানে নতুন করে রাম মন্দির তৈরির দাবি ওঠে। হিন্দুত্ববাদীদের দাবি, অবিলম্বেই সেখানে মন্দির তৈরি করতে হবে। বারবার বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতারা অযোধ্যায় গিয়ে মন্দির তৈরির আশ্বাস দিয়ে এসেছে। এই মধ্যস্থতা থেকেই সেই সম্ভাবনার বিষয়টি উঠে আসবে। এদিকে, লোকসভা নির্বাচনের আগে এই সিদ্ধান্ত যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

দারিদ্রতা পুরোপুরি নির্মূল করে দেওয়ার জন্য আগামী পাঁচ বছর কাজ করে যাবে বিজপি। সোমবার দলীয় ইস্তাহার প্রকাশ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনই দাবি করলেন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি।

এদিন দলীয় ইস্তাহার প্রকাশ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অরুণ জেটলি বলেন, আগামী পাঁচ বছর দারিদ্রতা নির্মূল করাটাই এই ইস্তাহারের প্রধান লক্ষ্য। বিশ্বের দ্রুততম অর্থনীতি হিসেবে ভারতের স্থান বজায় রাখার জন্য আট শতাংশ বৃদ্ধি হার বজায় রাখতে হবে। এই ইস্তাহার এমন একটি সরকারের যারা ফের ক্ষমতায় আসতে চলেছে। বিভাজনের মানসিকতা থেকে এই ইস্তেহার তৈরি করা হয়নি। বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে ভারত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে উঠে এসেছে। বিগত পাঁচ বছরে ভারতে দ্রুত গতিতে আর্থিক বৃদ্ধি হয়েছে। আগের সরকারের তুলনায় বর্তমান সময়ে মুদ্রাস্ফীতি হার সর্বনিম্ন ছিল। দারিদ্রতা দ্রুত নির্মূলের জন্য এই সরকার কাজ করে চলেছে। ভারতের বাস্তব পরিস্থিতি এবং শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী দর্শন থেকে ইস্তাহার তৈরি করা হয়েছে। ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শক হচ্ছে মোদী সরকার। নাম না করে কংগ্রেসকে কটাক্ষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, যারা বিগত কয়েক দশক ধরে পুরোপুরি ব্যর্থ। নতুন ধারণার জন্ম দিতে যারা ব্যর্থ, তারা এখন বড়বড় কথা বলছে। আগের জমানায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দিনে অনন্ত, রাতে শুক্লাচরণের সমর্থন কংগ্রেসকে

আইপিএফটির পৃথক রাজ্য ইস্যুতে মুখে কুলুপ প্রদ্যোতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল ।। আইপিএফটির পৃথক রাজ্য ইস্যুতে মুখে কুলুপ এঁটেছেন পিসিসি সভাপতি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন। দিনে আইপিএফটির সহ সভাপতি অনন্ত দেববর্মা এবং রাতে আইপিএফটির যুব সংগঠনের সভাপতি শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া কংগ্রেসকে সমর্থন দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁরা আইপিএফটি থেকে পদত্যাগ দিয়েছেন। আইপিএফটির এই দুই পদত্যাগী নেতার পৃথক রাজ্যের ইস্যুতে বিরোধীতা করার বদলে পিসিসি সভাপতি মুখে কুলুপ এঁটেছেন। স্বাভাবিকভাবেই মনে করা হচ্ছে লোকসভা নির্বাচনকে ঘিরে কংগ্রেসও পৃথক রাজ্য ইস্যুতে নরম অবস্থান নিয়েছে। সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে পৃথক রাজ্যের ইস্যুতে কংগ্রেসের অবস্থান নিয়ে কোন উত্তর দেননি তিনি।

কংগ্রেস দলকে সমর্থন করার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছেন আইপিএফটি-র পদত্যাগী সহসভাপতি অনন্ত দেববর্মা। আজ তিনি ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের বাসভবন উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে কংগ্রেসকে সমর্থন করার কথা ঘোষনা করেছেন। তাঁর সঙ্গে আইপিএফটি-র চারটি বিভাগের চারজন সভাপতি, দলের সংখ্যালঘু সেলের এক নেতা-সহ বহু সাধারণ কর্মী ও সমর্থক উপস্থিত ছিলেন।

এদিন অনন্ত দেববর্মা দল ছাড়ার কারণগুলি সংবাদ মাধ্যমের কাছে তুলে ধরেন। অনন্ত বলেন, তিপ্রাল্যান্ড আন্দোলনের ভিত্তিতে আইপিএফটি গঠিত হয়েছিল। দলের এই মূল দাবিকে সামনে রেখে গত বছর ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনে লড়ে সাফল্য এসেছে। বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি-র সঙ্গে আসন ভাগ করে আইপিএফটি ৯-টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল দল। এর মধ্যে ৮-টি আসনে জয়ী হয়েছেন দলের প্রার্থীরা। এমন-কি নির্বাচনের আগে দিল্লিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আইপিএফটি দলের প্রতিনিধিরা দেখা করে তিপ্রাল্যান্ডের দাবির কথা তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু নির্বাচনের পর আইপিএফটি-র তরফে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোদীর জন্যই বাম সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পেরেছেন রাজ্যবাসী : বিপ্লব দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল ।। মোদী ত্রিপুরাবাসীর মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়েছিলেন। তাই ২৫ বছরের বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা সম্ভব হয়েছে। এই দাবি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপির প্রদেশ সভাপতি বিপ্লবকুমার দেবের। পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী প্রতিমা ভৌমিকের সমর্থনে আজ সোমবার দক্ষিণ জেলার বিলোনিয়ায় এক নির্বাচনি সমাবেশে প্রদান বক্তা হিসেবে ভাষণ দিচ্ছিলেন বিপ্লব।সভায় বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বিপ্লব দেব বলেন, গতকাল প্রধানমন্ত্রীর ত্রিপুরা সফরের পর আমি অত্যন্ত খুশি। কারণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ত্রিপুরাবাসীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, ত্রিপুরা রাজ্যকে হীরা বানাবেন। এই কাজ এগিয়ে চলছে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন আরও বলেন, ২৫ বছরে বামফ্রন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করতে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন ত্রিপুরাবাসী। কিন্তু গত বছর বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যে পর পর চারটি সভা করেন মোদী। এগুলি দক্ষিণ জেলা শান্তিরবাজার, সিপাহিজলার সোনামুড়া, ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরে এবং রাজধানী আগরতলায়। ওই সভাগুলির মাধ্যমে তিনি ত্রিপুরাবাসীর মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলেন এবং ত্রিপুরা থেকে ২৫ বছরের বামফ্রন্টকে উপড়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন রাজ্যের জনতা।

লোকসভা নির্বাচনের আগে আবার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জোলাইবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধানকে দল থেকে বহিষ্কারের প্রতিবাদে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল ।। উত্তর জোলাইবাড়ি গ্রামপঞ্চায়েতের উপপ্রধানকে দল থেকে বহিষ্কার ও সুনীল দেবনাথের উপর আক্রমণকারীর কঠোর শাস্তির দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছেন এলাকাবাসী।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত পশ্চিম কাকুলিয়ার বাসিন্দা সুনীল দেবনাথের উপর আক্রমণ করে ওই এলাকারই বাম সমর্থিত দুই যুবক। দুই যুবকের নাম সুমন নমশুদ্র এবং স্বপন নমশুদ্র। এলাকাবাসীর অভিযোগ, এই দুই যুবককে পিছন থেকে ইন্ধন দিয়েছেন উত্তর জোলাইবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তপন দত্ত। সুমন ও স্বপনের হামলায় গুরুতর আহত হয়েছে সুনীল দেবনাথ। সুনীল দেবনাথ বর্তমানে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন বলে জানা গেছে। গুরুতর আহত সুনীল দেবনাথের চিকিৎসা চলছে আগরতলার জিবি হাসপাতালে। তিনি বর্তমানে আইসিউতে রয়েছেন।

এদিকে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিম কাকুলিয়ার এলাকাবাসী দোষীদের প্রকৃত শাস্তির দাবিতে বাইখোড়া থানায় এক লিখিত অভিযোগ জানান। অবশেষে সোমবার সকাল আনুমানিক ১০টা ১০ মিনিট নাগাদ জোলাইবাড়ি ব্লক সংলগ্ন এলাকায় আগরতলা-সাব্রুম জাতীয় সড়ক অবরোধে বসেন এলাকাবাসী। এলাকাবাসীর মুখে একটাই স্লোগান, উপপ্রধানকে দল থেকে বহিষ্কার করতে হবে, দুই আসামিকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করতে হবে।

এলাকাবাসী সংবাদ মাধ্যমকে জানান, এই আক্রমণের কথা ৩৮ জোলাইবাড়ি মণ্ডল প্রেসিডেন্ট তাপস দত্তকে জানিয়ে কাজের কাজ কিছুই হয়নি। অবশেষে হতাশাগ্রস্ত হয়ে তাঁরা পথ অবরোধে বসেন। রবিবার আহত ব্যক্তিকে দেখার জন্য জিবি হাসপাতালে ছুটে যান জোলাইবাড়ি এগ্রিস্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান বিকাশ বৈদ্য ও বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদিকা তথা লোকসভা নির্বাচনে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পশ্চিম আসনে ১৮০টি অতি স্পর্শকাতর এবং ১১৯টি ভোটকেন্দ্র স্পর্শকাতর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল ।। লোকসভা নির্বাচনে ত্রিপুরা পশ্চিম আসনে অতি স্পর্শকাতর ভোট কেন্দ্র ১৮০টি এবং স্পর্শকাতর ভোট কেন্দ্র রয়েছে ১১৯টি। একথা জানিয়েছেন ত্রিপুরা পশ্চিম আসনে রিটার্নিং অফিসার। তাঁর কথায়, পশ্চিম আসনে ১৬৭৯টি ভোট কেন্দ্র রয়েছে। তার মধ্যে, অতি স্পর্শকাতর ও স্পর্শকাতর ভোট কেন্দ্রগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে। সেখানে অতিরিক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এদিকে, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অমিত শাহের জুমলা রাজনীতি মানুষ বুঝে গেছে ঃ মানিক সরকার

কদমতলায় নির্বাচনী প্রচার সভায় বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার।

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৮ এপ্রিল।। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে উত্তরের কদমতলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠে সিপিআইএম দলের এক নির্বাচনী জনসভা। পূর্ব ত্রিপুরার ২ নং আসনের সিপিআইএম প্রার্থী জিতেন্দ্র চৌধুরীর সমর্থনে অনুষ্ঠিত হয় এই নির্বাচনী জনসভা। বিকেল তিনটায় শুরু হয় এই নির্বাচনী জনসভা।নির্বাচনী জনসভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বর্তমান বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম দলের উত্তর জেলার জেলা সম্পাদক অমিতাভ দত্ত, বিধায়ক ইসলাম উদ্দিন, বিধায়িকা বিজিতা নাথ ও প্রাক্তন বিধায়ক ফয়জুর রহমান প্রমুখরা। আজকের নির্বাচনী জনসভায় উপস্থিত অতিথিরা রাজ্যের ও কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের সমালোচনা করেন। পাশাপাশি আজকের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ১৮০ ▫ ৯ এপ্রিল ২০১৯ ইং ▫ ২৫ চৈত্র ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

গণতন্ত্রের আকাশে শংকা

ত্রিপুরা লোকসভা নির্বাচনের সরব প্রচার শেষ হইতেছে মঙ্গলবার ৯ই এপ্রিল বিকালে। এগারই এপ্রিল লোকসভার পশ্চিম আসনে ভোট। ১৮ই এপ্রিল পূর্ব ত্রিপুরা সংরক্ষিত আসনে ভোট সম্পন্ন হইবে। গণতন্ত্রের উৎসব কতখানি প্রাণবন্ত হইবে এই প্রশ্ন থাকিয়াই যায়। ত্রিপুরায় প্রচারের দিক দিয়া আগাইয়া আছে বিজেপি। কংগ্রেস তো সারা বছর ঘুমাইয়া কাটাইয়া নির্বাচনের আগে জাগিয়া উঠিয়াছে। দলের সভাপতি পদে নিযুক্ত হইয়া প্রদ্যুৎ কিশোর উপজাতিদের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিজেপির রাজ্য সহসভাপতি দলত্যাগের পুরস্কার হিসাবে কংগ্রেসের টিকিট দেওয়া হইয়াছে। যাহারা কংগ্রেসের জন্য মোমবাতি জ্বালাইয়া এতদিন বসিয়াছিলেন তাহারা অপাংক্তেয়ই রহিয়া গেল। অন্যদিকে, প্রদ্যোৎ নিজে ভোটে না দাঁড়াইয়া বোনকে মনোনয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। রাজভক্তির ছোঁয়ায় বোন প্রজ্ঞা ভাল ভোট টানিতে পারিবেন বলিয়া কোনও কোনও মহল ধারণা করিতেছেন। প্রশ্ন আছে অভিজ্ঞতার। কংগ্রেসে সেই পোড় খাওয়া অভিজ্ঞ নেতা তেমন নাই। এবারের নির্বাচনে ত্রিপুরায় অবাধ ও শান্তিপূর্ণ হইবার নিশ্চয়তা কতখানি এই প্রশ্ন আছে। সিপিআই(এম) দল অভিযোগের পর অভিযোগ জানাইয়া যাইতেছে যে, তাহারা ভোট প্রচারে আক্রান্ত হইতেছেন। বিভিন্ন স্থানে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটিতেছে।

রাজ্যে কংগ্রেস ও সিপিএম এখন একে অপরের বন্ধু হিসাবেই যেন জনমনে ধারণা জন্ম নিয়াছে। সিপিএম এখন আর কংগ্রেসকে তেমন গালমন্দ করে না। কংগ্রেস নেতাদের মধ্যেও সিপিএমের বিরুদ্ধে বৈরী ভাব এখন আর দেখা যায় না। কেন্দ্রে কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএমের বন্ধুত্বের ছায়া মনে এরাজ্যে প্রসারিত হইতেছে। আসলে এই রাজ্যে বিজেপির জয়যাত্রা রুখিতে হইলে একা কোনও দলের পক্ষেই সম্ভব নয়। রাজ্যের সিপিএমের সংগঠন থাকিলেও কংগ্রেসের কিছুই নাই। সিপিএমের বেশ কিছু কর্মী সমর্থক রাতারাতি গেরুয়া দলে যোগ দিয়া বিভিন্ন পদে অভিষিক্ত হইয়া ছড়ি ঘুরাইতেছে। বিবিন্ন কমিশন বাণিজ্য ইত্যাদি জোর কদমে শুরু হইয়া গিয়াছে। পরিস্থিতি এমন দাঁড়াইয়াছে লোম বাছিতে কম্বলই উজার হইয়া যাইবার মতো অবস্থা। সুতরাং দিনে দিনেই জনমনে অনেক কঠিন প্রশ্ন জন্ম নিবে। যেগুলির উত্তর ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হইবে না।

ত্রিপুরা বিজেপি, কংগ্রেস ও সিপিএম এই তিন শক্তির অগ্নি পরীক্ষা এই লোকসভার দুটি আসন। যদি বামেরা এইবার দুইটি আসনেই পরাজিত হন তাহা হইলে ত্রিপুরায় বাম আন্দোলন বিরাট ধাক্কা খাইবে। মাথা তুলিয়া দাঁড়ানো সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। যদি কেন্দ্রে ক্ষমতার পালাবদল না হয় তাহা হইলে ত্রিপুরায় সিপিএম কি উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিবে? সুতরাং একথা একশ ভাগ সত্যি যে, এবারের লোকসভা নির্বাচন দেশের রাজনৈতিক দলগুলিকে বিরাট অগ্নিপরীক্ষার মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে। দেশের সামনে এমন রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুব কমই আসিয়াছে। ত্রিপুরায় কংগ্রেসের মরাগাঙে জোয়ার আনিতে পারেন নাই নতুন পিসিসি সভাপতি। তবে, দল ভাঙ্গানোর রাজনীতিতে তিনি খেলা দেখাইয়াছেন। আইপিএফটিও ভাঙ্গিয়াছে। পৃথক রাজ্যের দাবীদার অনন্ত দেববর্মা কংগ্রেসকে সমর্থন দিয়াছেন। কিন্তু, তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন নাই। কংগ্রেস ... সাংবাদিক সম্মেলনে ক্ষোভ উগরাইয়া দিয়াছেন। এই ভাবেই ত্রিপুরার রাজনীতি খুব বলিষ্ঠ পথে আগাইতে পারিতেছে না। দলত্যাগীদের দিয়া বিজেপিকে সাবুদ করিবার কৌশলে প্রদ্যুত কুমার কতখানি সাফল্য পাইবেন তাহা ভোট ফল প্রকাশেই বুঝা যাইবে। গণতন্ত্রের উৎসব শান্তিতে ও সুষ্ঠু ভাবেই সম্পন্ন না হইলে গণইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিবে না। এই বিষয়টি আজ অনেক বেশী গুরুত্বের।

ওয়াজ মেহফিল সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদে উস্কানিদাতা ১৫ মৌলানা চিহ্নিত

ঢাকা, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : ওয়াজ মেহফিলে অনেক বক্তার বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানো, জঙ্গিবাদে উস্কানি দান, নারীবিদ্বেষ ছড়ানো এবং গণতন্ত্র ও দেশী সংস্কৃতিবিরোধী কর্মকান্ডের প্রমাণ মিলেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিশেষ প্রতিবেদনে। ধর্মের অপব্যবহার করে ওয়াজ মাহফিলের নামে তারা হিন্দু বৌদ্ধ ও খৃস্টান ধর্ম সম্পর্কে এবং ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন মতাদর্শের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন, অভিনেতা অভিনেত্রীদের নিয়ে উস্কানিমূলক বক্তব্য দেন এবং নারীদের পর্দা না মানা নিয়ে উগ্রবাদী বক্তব্য ছড়ান। এসব অভিযোগ অন্তত ১৫ জন মওলানার বিরুদ্ধে। এদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দিয়ে বিশিষ্ট আলেম ওলামাসহ ইসলামী চিন্তাবিদরা বলেছেন, প্রমাণ পেলে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। তবে ঢালাও কোনও পদক্ষেপ যেন নেওয়া না হয়। জানা গেছে, বিভিন্ন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ইতোমধ্যেই ব্যবস্থা গ্রহণে ছয়টি সুপারিশ করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও সকল বিভাগীয় কমিশনারের কাছে সুপারিশ পাঠানো হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের মধ্যে মেহফিলে বক্তাদের মধ্যে কেউ চুক্তিভিত্তিক অর্থগ্রহণ করে আয়কর দিচ্ছেন কিনা তা দেখা ও দেশবিরোধী বক্তব্য পেশ করলে আইনের আওতায় আনার কথা বলা হয়েছে। একই সঙ্গে উচ্চশিক্ষিত বক্তাদের নিবন্ধনের আওতায় আনতে ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে ইতিমধ্যে সুপারিশ বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন, ঙ্র'ওয়াজ মেহফিলে কী ধরনের বক্তৃতা হয় তা সবসময় আমাদের কাছে প্রতিবেদন আকারে আসে। আমরা সেই অনুযায়ী কাজ করি। আর বক্তারা কীভাবে করের আওতায় আসবেন তা দেখবে আয়কর বিভাগ।

আলোচিত এই বক্তাদের মধ্যে আছেন আবদুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ (সালাফি), মৌলানা মুফতি মাহমুদুল হাসান (মোহাম্মদপুর জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়া মাদ্রাসার মুহতামিম), আল্লামা মামুনুল হক (বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের যুগ্ম মহাসচিব), মুফতি ইলিয়াছুর রহমান জিহাদী (ক্যান্টনমেন্টের বাইতুল রসুল ক্যাডেট মাদ্রাসা ও এতিমখানার প্রিন্সিপাল), মুফতি ফয়জুল করিম (ইসলামি আন্দোলনের সিনিয়র নায়েবে আমির), মুজাফফর বিন মুহসিন, মুফতি সাখাওয়াত হোসাইন (ইসলামি ঐক্যজোটের যুগ্ম মহাসচিব), মতিউর রহমান মাদানী, মাওলানা আমির হামজা, মাওলানা সিফাত হাসান, দেওয়ানবাগী পীর, মাওলানা আরিফ বিল্লাহ, হাফেজ মাওলানা ফয়সাল আহমদ হেলাল ও মোহাম্মদ রাক্বিব ইবনে সিরাজ। স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনে ওয়াজ মাহফিলের এই বক্তাদের নাম উল্লেখ করে জানানো হয়েছে, এসব বক্তার উগ্র ধর্মান্ধ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা রেডিক্যালাইজড হয়ে উগ্রবাদের দিকে ধাবিত হচ্ছে। প্রতিবেদনে বক্তাদের আলোচ্য বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এতে নারী সম্পর্কিত বয়ানে কী কী আলোচনা করা হয়, মঙ্গল শোভাযাত্রাসহ পয়লা বৈশাখে নববর্ষ পালন নিয়ে বক্তাদের মন্তব্যের সারাংশ ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানো নিয়ে বক্তাদের কিছু বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। এই বক্তব্যে আছে 'গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ধর্মনিরেপক্ষতাবাদ মুশরিকদের কাজ', 'শহীদ মিনারে ফুল দেওয়া, প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে নীরবতা পালন করা শিরক', 'গণতন্ত্র ইসলামে নাই, ইহা হারাম' এবং 'জাতীয় সঙ্গীত কওমি মাদ্রাসায় চাপিয়ে দেওয়া যাবে না' ইত্যাদি। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, 'ওয়াজে বক্তারা প্রযুক্তির নানাবিধ ব্যবহারের মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিশেষ করে ইউটিউবে বিভিন্ন নামে চ্যানেল খুলে তাদের বিদ্বেষপূর্ণ ও উগ্রবাদী ওয়াজ প্রচার চালিয়ে আসছে। এ ধরনের ওয়াজ লাখ লাখ **এর পর ছয়ের পাতায়**

কঠিন কাজে ভোটের মাঝে

তন্ময় চক্রবর্তী

'নির্বাচন যুদ্ধের মতোই ভয়াবহ। যুদ্ধে মানুষ রক্তস্নাত হয়, দ্বিতীয়টিতে কাদায় মাখামাখি হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়।
'জর্জ বার্নার্ডশ

মুখার্জিদার মনখারাপ। সুন্দর বউ শালিনী চা টেবিলে রাখতেই তেতো নিম খাওয়া মুখ করে মুখার্জিদা বললেন,'ভোটের চিঠি এসেছে। বেজায় গরম। কনকন করে এসি চলছে। তার মধ্যে নির্বাচনী ডিউটির চিঠি এসে গরম যেন আরও বাড়িয়ে দিন।'

ভোট মানে অনিশ্চয়তার খেলা। এত বড় কর্মযজ্ঞ, লোকজন তো লাগবেই। ভোট ডিউটিতে যাঁদের নেওয়া হয়, সাধারণ ভাষায় তাঁদেরনাম 'পোলিং পার্সনাল।' ভোটকেন্দ্রের মূল দায়িত্বে থাকেন। 'প্রিসাইডিং অফিসার'। তাঁকে সহযোগিতা করার জন্য থাকেন দু'তিনজন পোলিং পার্সনাল। প্রশাসনিক নির্দেশনামা অনুযায়ী সাধারণত রাজ্য সরকারি, কেন্দ্রীয় সরকারি রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারি অধীনস্থ সংস্থা, শিক্ষক-শিক্ষিকারাই এই ধরনের প্রশাসনিক কাজে নিয়োগপত্র পেয়ে থাকেন। এই নিয়োগপত্র একটি বা দু'টি র‍্যান্ডমাইজেশন পদ্ধিতিতে বন্টন করা হয়। এই তিন বা চারজনের ভোট প্রক্রিয়া চালানোর দলটিকে 'পোলিং পার্ট' বলে নামকরণ করা হয়ে থাকে। এই র‍্যান্ডমাইজেশন তিনটি পর্যায়ে হয়। সাধারণত দ্বিতীয় পর্যায়ে পরিদর্শকের (অবজার্ভার) উপস্থিতিতে কে কোথায় ভোট নিতে যাবেন, তা নির্ধারিত হয়।

রাতটা কোনওমতে কাটিয়ে মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছিলেন মুখার্জিদা। রাস্তায় দ্যাখা সদ্য সরকারি চাকরি থেকে রিটায়ার করা জ্ঞানবাবুর সঙ্গে। যদিও লোকটাকে একদম পছন্দ করেন না মুখার্জিগা, কিন্তু ভদ্রালোকের ভোট বিষয়ে প্রচুর অভিজ্ঞতা। তাই, ভোটের কথা উঠতেই জ্ঞানবাবু বলে উঠলেন—'শোনো ভাই, ভোটের স্ট্রাকচারটা ফলো করো। কতদিক সামলাতে হত জানো? পোলিং স্টেশন, ইলেকশন মেটিরিয়াল, নমিনেশন, স্ক্রুটিনি, ভোটপ্রার্থীর প্রতীক চিহ্ন, পোস্টাল ব্যালট, ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম)-এর কমিশনিং, নির্বাচনী বিধিনিষেধ---এইসব নিয়েই তো ভোট'। রোদ বাড়ছে, জ্ঞানবাবু ঢুকে পড়েছেন ভোটগণনা আর নির্বাচনী ফলাফল ঘোষমার দিকে। মুখার্জিদার মাথা ঝনঝন করছে। পাশের মিষ্টির দোকান গরম জিলিপির গন্ধ।

অফিসে ঢুকতেই মেজাজটা পাল্টে গেল মুখার্জিদার। চারদিকে ভোট আবহ। কে কতবার ইলেকশনের ডিউটি করেছে, কী কী ঝামেলায় পড়েছিল, ঝামেলা থেকে পরিত্রাণের উপায় কী—এইসব নিয়ে কানভাঙা চায়ের কাপে তুফান। সবার কথা একটাই---মাথার ওপর নির্বাচন কমিশন। চিফ ইলেকশন কমিশনার এবং তাঁর সহকারীরা নির্বাচনের আগে রাজ্যে রাজ্যে ঘোরেন। প্রশাসন, পুলিশ ও আরও বেশি কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা---যেমন, এয়ারপোর্ট রেল—এদেরসঙ্গে মিটিং করেন। আলোচনা করেন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও। তারপর সেই অনুযায়ী নির্বাচন প্রক্রিয়া চলে।

রাজ্যে নির্বাচন প্রক্রিয়া চালানোর জন্য রায়েছেন মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক (সিইও) ও তাঁর অফিসের পদস্থ কর্তারা এবং রাজ্য পুলিশ প্রশাসন। প্রতিটি জেলায় জেলা নির্বাচন আধিকারিক (ডিইও) এবং সহযোগী জেলা পুলিশ। জেলায় অবশ্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতিকরণ, ভোটপ্রক্রিয়া চালানোর জন্য রয়েছে 'ডিসিআরসি' (ডিস্ট্রিবিউশন কা মরিকুইজিশন সেন্টার), পোস্টাল ব্যালট, ভোটার লিস্ট তৈরি এবং ভোটগণনা পর্যন্ত জেলাশাসকের অধীনে যাবতীয় প্রশাসনিক কাজ করার জন্য থাকেন একজন প্রশাসনিক আধিকারিক, নাম 'ওসি ইলেকশন'।

বিকেল হয়ে এসেছে। গোটা অফিস মেতে আছে নির্বাচনী কাজে। মুখার্জিদারও ভয় অনেকটা কম। পোলিং স্টেশনে নাকি প্রিসাইডিং অফিসারের ক্ষমতা অসীম। ভোট প্রক্রিয়া চালানোর জন্য দু'তিন দফায় ট্রেনিং হবে। অসুবিধা হলে সাহায্য পাওয়া যাবে সেক্টর অফিসারের। আর পুলিশ প্রশাসন তো রয়েছেই। পোলিং বুথে বিদ্যুৎ,পানীয় জল, টয়লেট—সব ব্যবস্থাই তো থাকে। অতএব, ভয় কী? ট্রেনিং সেন্টারে দেওয়া ম্যানুয়াল বুকলেট হাতে নিয়ে ঢুকে পড়লেই হল। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত বারো-চোদ্দাশো ভোটারকে ভোট দেওয়াতে হবে। এই তো কাজ! তবে, ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনটা একটু ভাল করে পড়ে নেওয়া দরকার।

ভোটিং মেশিন প্রায় অনেকেরই দ্যাখা এবং জানা। ব্যালট পেপার অতীত। এখন শুধু সুইচ টিপলেই হয়। তবে ভোটিং মেশিনের সঙ্গী এক আশ্চর্য যন্ত্র। 'ভিভিপ্যাট'। সহজ কথায় যন্ত্রটি কাজ, ভোটারদের নিশ্চিন্ত করা। যাতে তিনি দেখতে পারেন, তাঁর ভোটটি সঠিক জায়গায় পড়ল কি না। কাজেই কারচুপির ভয় নেই বললেই চলে। শুধু পোলিং স্টেশনে আগের রাত্রে পৌঁছে থাকতে হবে বলে বাড়ি ফেরার পথে একটা ইনসেন্ট মশারি কেনার কথা ভাবতে শুরু করলেন মুখার্জিদা। তাহলে ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়াল, ইলেকশন মেটিরিয়াল মানে, ইভিএম, ফর্ম এইসব আর সেই কেন্দ্রে ভোটার লিস্ট নিয়ে মাভৈ বলে বেরিয়ে পড়লেই হল। শুধু সংবেদনশীল পোলিং স্টেশন হলেই একটু বুদ্ধি খাটিয়ে আইন মেনে সাবধানের কাজ করতে হবে।

এমনিতে খেলার খবর ছাড়া খবরের কাগজ খুব একটা পড়েন না মুখার্জিদা। কিন্তু ভোটে আগে থেকেই অভজার্ভর আসনে। কোনও কোনও জায়গায় বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষকও আসেন। তাঁরা কখন কোথায় কী বলছেন, সেসব কথা জানতেই আজকাল মন দিয়ে কাগজ পড়েন মুখার্জিদা। ডিউটিজ অ্যান্ড রেসপনসিবিলিটিজ, লিগাল প্রভিশনস, জেনারেল গাইডলাইন্স---এই সমস্ত শব্দ অফিসে এখন পুরনো ভোটকর্মীদের মুখে মুখে।

রবিবারের সকাল। আবার জ্ঞনবাবুর মুখোমুখি। 'আরে মুখার্জি! অত উতলাল হচ্ছে কেন? এখনও তো কেউ নমিনেশনই ফাইল করেনি! যদিও এই মনিনেশন ব্যাপারটা রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক যৌথ প্রক্রিয়া। ভোট মানে তো পরীক্ষাও। তাই এখানেও আছে মনিনেশন ফর্ম ফিলআপ। রাজনৈতিক দলগুলির প্রার্থী সেই পর্ম ফিলআপ করেন। প্রতিটি জেলায় প্রশাসনিক স্তরে এই প্রক্রিয়াকর্ম পরিচালনার জন্য আছেন রিটার্নিং অফিসার এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার। অফিসার। তারাই এই সমস্ত নিয়ে ভাবেন স্ক্রুটিনি করেন, কোনও প্রার্থী নমিনেশন প্রত্যাহার করবেন কিনা সেই নিয়ে হইচই পড়ে যায়। ধূমকেতুর মতো অচেনা নতুন রাজনৈতিক দল কোন চিহ্ন পেল ভোট দেওয়ার জন্য, এইসব খোঁজখবর রিটার্নিং অফিসারের দপ্তর থেকেই জানা যায়।

দিন বড়াচ্ছে। পাড়ায় পাড়ায় জনে উঠেছে রাজনৈতিক প্রচার। তার সঙ্গ পাল্লা দিচ্ছে টিভি। মুখার্জিদার বাড়ছে অভিজ্ঞতার বহর। এই তো সেদিন পাশের টেবিলের জগা চায়ে চুকুম দিয়ে বলল, 'জানেন, আমার ভোটিং মেশিন খারাপ হয়ে গিয়েছিল?' কথাটা শুনে কিঞ্চিৎ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন মুখার্জিদা। জগা হাসতে হাসতে বলল, 'দূর মশাই, কোনও ভয় নেই। ইলেকশন অফিস থেকে এসে ঠিক করে দিয়ে গিয়েছে।' জগা ছেলেটা একটু ফক্কড় টাইপের। খালি ভয় দ্যাখায়। মানে জ্ঞান দেয় ক'জন লোক একসঙ্গে ভোটকেন্দ্রে ঢুকবে, প্রেসের লোক, ফোটোগ্রাফার, রাজনীতির লোক, ক্যান্ডিডেট গেলেও কী করতে হবে, ভোট চ্যালেঞ্জ হলে, অন্ধ লোকে ভোট দিতে এলে কী করণীয়, ভোটার স্লিপ কী করে দিতে হয়, এমনকী পোলিং স্টাফের বিরুদ্ধেও অভিযোগ উঠলে কী আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে, এসব জগার কণ্ঠস্থ। এত বড় ভোট, একটু-আধটু গন্ডগোল হবে না, তা হয় না কি? বথ দখল আর নতুন করে ভোট—এই দু'টো কথা শুনলেই কেমন জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে মুখার্জিদার। তবে জগার একটা কথা ওর খুব মনে ধরেছে। সেটা হল—'যা ই ঘটুক না কেন, ইভিএমটাকে সামলে রেখো।'

মুখার্জিদা মনে মনে এখন বেশ শক্ত হয়ে গিয়েছেন। সামনেই ট্রেনিং। এরই মধ্যে হুট করে বড়বাবু খবর দিল—শুধু কি ভোটটা করলে হবে? ভোট গুনতে হবে না? সে এক কাল ছিল। পঁচিশটা করে ব্যালক, বান্ডিল করে বড় বাক্সে প্যালা। তারপর গভীর রাত পর্যন্ত গণনা চলত। এখন তো সব সহজ স্ট্রংরুম থেকে ইভিএম সোজা চলে যাবে কাউন্টিং সেন্টারে। বলে রাখা ভাল, ভোটের পরে সব ইভিএম সুরক্ষিত থাকে স্ট্রং রুমে।

সেখানে চব্বিশ ঘণ্টা অস্ত্রধারীর নজরদারি। গণনার দিন কাউন্টিং হলে হাজির হলেই হল। জাল দিয়ে ঘেরা টেবিলের ওপরে বিস্ফারিত চোখ করে দাঁড়িয়ে থাকবে রাজনৈতিক প্রার্থীরা কাউন্টিং এজেন্ট। আর ভোটগণনাকারীরা ইভিএম মেশিন খুলে গুনে গুনে করে যাবে যান্ত্রিক যোগ। দুপুরের মধ্যেই খেলা শেষ।

ভোটের বাজনা জোরে বাজছে। মুখার্জিবাবু পরিষ্কার বুঝতে পারছেন, এটি আসলে শুধুমাত্র ডিউটি নয়। আদতে একটি আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে জনসাধারণ প্রশাসনিক কাজের জন্য একজন রাজনৈতিক প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করে। আর এই প্রক্রিয়াটি চালায় প্রশাসন ও পুলিশ। মাথার ওপরে নির্বাচন কমিশন। তার আদেশ ও রূপরেখা ছাড়া একলাইনও নড়া যাবে না। চায়ের দোকান, রকের আড্ডা, হাটবাজার, গ্রাম-শহর, মাঠঘাট---যা-ই বলুক না কেন, আসলে এটি একটি কঠিন অঙ্কের পরীক্ষা, যার বহুবিধ সমীরকণ। অঙ্কের পদ্ধতি জানা, অজানা কেবল উত্তর।

শনিবারের সন্ধে। ঘরে ঢুকে মুখার্জিবাবুর স্ত্রী দেখলেন, চায়ের কাপ হাতে হ্যান্ডবুক খুলে গবীর মনোযোগে পড়াশোনা করছেন ওঁর স্বামী। পাশে রাখা সাদা কাগজে টুকে নিচ্ছে কী কী নিতে হবে সঙ্গে করে। স্ত্রীকে মৃদু হেসে বললেন, 'তুমি তো ভোটার। কীভাবে ভোট দিতে হয়, জানো তো?' স্ত্রী ঈষৎ রেগে বললেন, 'ওই তো, ভোটযন্ত্রে বোতাম টিপতে হয়'। মুখার্জিদা বললেন, 'আর ট্রেনিং-এ আমি শিখে এলাম, কী করে ভোটযন্ত্র চালাতে হয়। অনেক সতর্ক থাকতে হয় গো! জনাদেশের যন্ত্র। স্ত্রী দুম করে প্রশ্ন করে বসলেন—'আচ্ছা, ধরো, এমনটা তো হতে পারে, মানে না হওয়াই ভাল। যদি নির্বাচনী প্রার্থী ভোটের আগে মারা যান, কী হবে?' মুখার্জিদা মুচকি হেসে বললেন, 'এই নিয়ে একটা মজার গল্প াছে। ক্যালিফোর্নিয়ায় একবার সেনেট নির্বাচন। বোটের ঠিক কিছুদিন আগে এক প্রার্থী মারা গেলেন। সারা শহর জানল, এক প্রার্থী মৃত। তখন ব্যালটে ভোট হত। কাজেই নাম ও প্রতীক মোছার উপায় নেই। ভোট হল। বিপুল ভোটে জয়ী হলেন মৃত প্রার্থী। এখন অবশ্য সেদিন নেই। সেকালে গিয়েছে। প্রচুর আইনকানুন। যে কোনও ধরনের পরিস্থিতির মোকাবিলায় প্রস্তুত নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন ও পুলিশ।

(সৌজন্যে প্রতিনিদ)

বামপন্থীদের শক্তি ক্ষয় হলে শক্তিশালী হয় দক্ষিণপন্থা

গৌতম রায়

গণ আন্দোলনে এ রাজ্যে বা রাজ্যের বাইরে বামপন্থীদের যে ভূমিকা মোদি জামানার পাঁচ বছর ধরে আমরা দেখছি, তার কোনও ছাপ আমরা সেভাবে সংসদীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে এই সময়কাল দেখতে পাইনি। বস্তুত ২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ভারতের সংসদে বামপন্থীদের যে উপস্থিতি দেখা গিয়েছিল, সেই উপস্থিতির জেরে প্রথম দফা ইউপিএ সরকারকে দিয়ে সীমাবদ্ধ পরিস্থিতির ভিতরেও কল্যাণমুখী যেসব কাজ বামপন্থীরা করেছিলেন, তার ধারাবাহিকতা এবং সেই কাজের ফলশ্রুতিতে সামাজিক ক্ষেত্রে বামপন্থী আন্দোলনকে অগ্রসর করার মতো বিষয়গুলি কোনও অবস্থাতেই সাফল্যের মুখ দেখতে পায়নি। আর সেই কারণেই বামপন্থী আন্দোলনগুলি ক্রমশ সরকার কেন্দ্রিক বাস্তবতার মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে এমন একটা রাজনৈতিক আবর্তের জন্ম দিয়েছে যার জেরে দক্ষিণপন্থা শুধু জেগেই ওঠেনি, দক্ষিণপন্থাই আজ বারতের রাজনীতির কার্যত প্রধান নিয়ন্ত্রক হিসেবে নিজেদের মেলে ধরেছে। ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সময়কালে, দক্ষিণপন্থার দেশব্যাপী আস্ফালন সত্ত্বেও তারা কিন্তু সেভাবে রাজনৈতিক সাফল্যের সর্বোচ্চ চাবিকাঠি, দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের দিকে সেভাবে অগ্রসর হতে পারেনি। এ রাজ্যে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর সেভাবে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। দক্ষিণপন্থাকে সাময়িকভাবে রুখে দেওয়া গেছিল---এই ভাবনাকে আজও বামপন্থী রাজনীতির মানুষ লালন করেন। কিন্তু সেদিন এই অসাধ্য সাধন কেন সম্ভবপর হয়েছিল, তার সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটি আমাদের সবার প্রথমে আলোচনা করা দরকার।

সেদিন এ রাজ্যের প্রশাসনের শীর্ষে ছিলেন জ্যোতি বসুর মতো মানুষ, যাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা, মননশীলতা, সততা, বুদ্ধিমত্তা, বাস্তবোধ নেহরু ব্যতীত খুব কম বারতীয় রাজনীতিকদেরছিল। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে নিজের দল বাঁচানোর তাগিদে নেহরুকেও আপস করতে হয়েছিল। কিন্তু এই ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে জ্যোতিবাবু তাঁর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে একটি বারের জন্যও আপস করেননি। তাই ১৯৯২ -এর ডিসেম্বরে এ রাজ্যে দাঙ্গার ভিতর দিয়ে দক্ষিণপন্থী শক্তি তাদের ডালপালা বিস্তারের চেষ্টা করলেও জ্যোতিবাবুর প্রশাসনিক দক্ষতা, ক্ষিপ্র রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং গোটা বামপন্থী শিবিরের সার্বিক শেকড়ের সঙ্গে সম্পর্ক দক্ষিণপন্থীদের সেই চক্রান্ত সফল হতে দেয়নি। আমাদের মনে রাখা দরকার যে, সেই সময়ে বামপন্থী দলগুলির নেতৃত্বের শীর্ষভাগে যাঁরা ছিনে, তাঁদের বেশির ভাগেরই জাতীয় আন্দোলন তেকে রাজনীতির অঙ্গ এসেছিলেন। এইসব মানুষদের ভিতরে গীতা মুখোপাধ্যায়, ত্রিদিব চৌধুরী, বিনয় চৌধুরী প্রমখ মানুষরা তাঁদের নবীন প্রজন্মের দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঙ্গার বিরুদ্ধে পথে নেমেছিলেন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে কেবলমাত্র প্রাদেশিক রাজনীতির ক্ষেত্রেই নয়, জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রেও সাধারণ মানুষের উপর এইসব প্রভাদপ্রতিম নেতৃত্বের রাজনৈতিক উত্তরাধিকার কোথায় গেল? ব্যক্তি কীভাবে আমাদের রাজ্যে বাম ঘরানার সাড়ে বারোটা বাজিয়েছে, তার প্রেক্ষাপট বলতে গিয়ে প্রয়াত ড.অশোক মিত্র তাঁর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকারের দিন দুটি নামের উল্লেখ করেছিলেন। আর বলেছিলেন তাঁর আক্ষেপের সেই নামটির কথা, যিনি পারলে এই খান্ডবদন রুখতে পারতেন, কিন্তু কিছু করেননি। শোভনতার খাতিয়ে ব্যক্তিনাম নিয়ে আলোচনা করব না। কিন্তু প্রশ্নটা মানুষের সামনে এই প্রেক্ষিতেই তুলে ধরেত চাই, বানপন্থী রাজনঈতির ঘরানাতে ব্যক্তি কী করে নিয়ন্ত্রক হতে পারেন? এটি তো দক্ষিণপন্থী রাজনীতির দস্তুর, বুর্জোয়া রাজনীতির কলাকৌশল। কীভাবে নেতৃত্বের সমষ্টিকে অতিক্রম করে বামপন্থী এবং বামপন্থী রাজনীতি ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে যেতে পারল যার জেরে অশোক মিত্রের মতো স্থিতধী মানুষও বাম রাজনীতিরএই রাজ্যের সাম্প্রতিক চরম সংকটের অন্যতম প্রধান কুশীলব হিসেবে পরিস্থিতি, পরিবেশের থেকেও দায়ী করলেন ব্যক্তিকে?

শুনেথি, ১৯৬৪ সালে যখন কমিউন্সিট পার্টি ভাগ হয়, তখন নাকি নন্দীগ্রামে সিপিআই(এম)-এর পার্টি ইউনিট পর্যন্ত তৈরি করা সম্ভব হয়নি। মাত্র চারজন সেখানে সিপিআই (এম)-এর সদস্য চিলেন। বাকিদের সবাই থেকে গেছিলেন পুরনো দল সিপিআইতে। সেখানে সিপিআই(এম)-এর সাংগঠনিক বিকাশ ঘটে ১৯৭৮-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর। হ্যাঁ, এটা সেই ঐতিহাসিক অবিভক্ত মেদিনীপুরের কথা, যে জেলাতে দীর্ঘদিন সিপিআই (এম)-এর জেলা সম্পাদক ছিলেন দোর্দণ্ড অত্যাচারী ইংরেজ জেলাশাসক বার্জকে হত্যার দায়ে দীর্ঘদিন আন্দামানের সেলুলার জেলে কাটানো সুকুমার সেনগুপ্তের মতো কিংবদন্তী নেতা। কেন বানপন্থী আন্দোলন আজ ক্রমশ শক্তি হারাতে হারাতে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যার জেরে দক্ষিণপন্থার এই নগ্ন আস্ফালন, তার উত্তর খুঁজতে কি রাজ্যে , কি দেশে সুকুমার সেনগুপ্তদের মতো কিংবদন্তী নেতাদের উত্তরাধিকারীদের দিকে কি একবারের জন্যেও প্রশ্ন চিহ্ন ওঠে না? এক বামপন্থী কর্মী আমাকে গল্প করেছিলেন সুকুমার সেনগুপ্তেই স্নেহধন্য বলে দাবি করা ওঁদের এক জেলা নেতার কথা। যিনি নাকি বাম আমলে ওই জেলার বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলে স্বয়ং উপাচার্যকে থাঁর আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে হতো। এইসব উত্তরাধিকারীদের জন্যে নিশ্চয়ই কেন নাবালক বলে ফাঁসি হলো না, দ্বিপান্তর হলো—এই মনস্তাপ নিয়ে হাতে পায়ে লোহার শিকল পরে সেলুলার জেলে পড়ে থাকেননি সুকুমার সেনগুপ্ত।

অনেকের হয়তো ধারাণা, জ্যোতি বসু যদি প্রধানমন্ত্রী হতেন, হাতলে হয়তো বাংলা, কেরল, ত্রিপুরার বাইরে বাম আন্দোলন আরও বিকশিত হত। তাহলে হয়তো বাম আন্দোলন জাতীয়স্তরে আরও বেশি নিজেদের প্রাসঙ্গিক করে তুলতে পারত। এই অংশের মানুষদের ধারণার প্রেক্ষিতে সম্প্রতি এ রাজ্যের একটি জেলার আনাচে কানাচে কিছুটা ঘোরার অভিজ্ঞতার কথা বলি। সেই জেলায় বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্যের শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে টক্কর দিয়ে বিজেপি খানিকটা ভালো ফল করেছে সেখানকার বামপন্থী কর্মীরাই বললেন, আমরাই আমাদের লোকদের সেভাবে পাশে দাঁড়িতে পারিনি। তাই আমাদের লোকেরাই নিজেদের জানমান বাঁচাতে ভিড়েছে বিজেপির কাছে।

প্রশ্নটা হলো, কেন এমন হলো? দীর্ঘদিন এ রাজ্যে বামপন্থীরা ক্ষমতায় ছিলেন। সেই সময়কালে তাঁদের বজ্রকঠোর সংগঠন ঘিরে নানা কথাবার্তা শোনা যেত। কোথায় গেল সেই সংগঠন ? সেই সংগঠন ছিল কি কেবলমাত্র দল রাজ্যপাটে রয়েছে—এই সমীকরণের ভিত্তিতে? তা না হলে রাজ্যপাট চলে যাওয়ার পর এভাবে বালির সৌধের মতো সংগটন কেন, কীভাবে ধুলোয় মিশে গেল? কমরেডদের বাঁচাতে নেতৃত্বের সার্বিক অংশ ঝাঁপিয়ে পড়লেন না? এইসব মাটি কামড়ে লড়াই করা সাধারণত, খেটে খাওয়া দলীয় কর্মীরা, যাঁর তত্ত্বগতভাবে একটা কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রধান স্তম্ভ, তাঁরা কেন জানমান বাঁচাতে আজ আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছেন দক্ষিণপন্থী শিবিরে নাম লিখিয়ে? আর এইসব একদা সহযোদ্ধাদের উদ্দেশে এই খোয়ার দেখেই একাংশের নেতৃত্ব তুষ্ট থাকছেন যে, সময়মতা এঁরা ঠিক ঘরে ফিরে আসবেন? প্রথম প্রশ্ন হলো, এইসব কর্মী যাঁরা নিজেদের জানমান বাঁচাতে নিজেদের দক্ষিণপন্থী, প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী শিবিরে নাম লেখাচ্ছেন, বামপন্থী রাজনীতির আদর্শগত ভিত্তি যদি তাঁদের ভিতর সত্যিই আদৌ কোনওদিন সঞ্চারিত হয়ে থাকত, তাহলে এইসব মানুষগুলি একজনও কি শত যন্ত্রণা লাঞ্ছনা সহ্য করেও বিজেপি বা তৃণমূলের শিবিরে গিয়ে নাম লেখাতে পারত? '৯২-এর ঐতিহাসিক বাবরি সমজিদ ধ্বংসের পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা বা তার আশোপাশের কিছু অংশের দাঙ্গার প্রেক্ষিত আলোচনা করা হযেছে। আমাদের মনে করার এটা কোনও কারণ নেই যে, নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরি,ঠতার জেরেই সেদিন জ্যোতিবাবুর পক্ষে সেই দাঙ্গা রোখার কাজটি খুব সহজ হয়েছিল। গীতা মুখার্জি, বিনয় চৌধুরী, মাখন পাল, নিখিল দাসের মতো মানুষকেও যেমন সেদিন জ্যোতিবাবুর সহেগ পেয়েছিলেন, তেমনই তাঁর মন্ত্রিসবার সতীর্থ ছিলেন কলিমুদ্দিন শাম্সের মতো লোকও। মোটিয়াবুরুজের কাশ্যাপপাড়াতে মূলত হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষদের ঘরবাড়ি লুঠপাট, অগ্নিসংযোগ থেকে শুরু হাজারও ঘটনার সংশয়ী অনুভানের তীর আছে এই কলিমুদ্দিন শাম্স ও তাঁর সহযোগীদের উপর। সেই ক্ষত নিরাময়ের তাগিদে ফরওয়ার্ড ব্লক তাঁদের নেতা অশোক ঘোষের বিশেষ আস্থাভাজন এক নেত্রীকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে কাশ্যপপাড়াতে পাঠিয়েছিলেন। **চলবে**

(সৌজন্যে দৈ: স্টেটসম্যান)

অসমে বিদেশি ধর্মীয় সংগঠনগুলির ধর্মান্তর প্রক্রিয়া গভীর উদ্বেগ স্থানীয় আধ্যাত্মিক নেতৃবর্গের

গুয়াহাটি, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : অসমের বিভিন্ন জেলায় বিদেশি ধর্মীয় সংগঠনগুলি দ্রুত ও ব্যাপকভাবে স্থানীয় (খিলঞ্জিয়া) জনগোষ্ঠীয় মানুষজনকে ধর্মান্তিরত করায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে রাজ্যের আধ্যাত্মিক সংগঠনগুলি। গুয়াহাটির বিবেকানন্দ কেন্দ্রে রবিবার লোকজাগরণ মঞ্চের আহ্বানে অনুষ্ঠিত স্থানীয় আধ্যাত্মিক সংগঠনগুলির এক প্রতিনিধি সম্মেলনে বিদেশি ধর্মীয় সংগঠনগুলি কর্তৃক অসমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীয় লোকজনকে ধর্মান্তরণ প্রক্রিয়ার তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। সম্মেলনে কয়েকটি প্রস্তাবও গ্রহণ করা হয়েছে।লোকজাগরণ মঞ্চের প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলেন, বর্তমান সময়ে অসমের স্থানীয় ধর্মাশ্রিত সংস্কৃতির প্রতি বিদেশি ধর্মীয় সংগঠনগুলি প্রবল হুমকির সৃষ্টি করেছে। এই হুমকিকে প্রতিহত করার জন্য রাজ্যের সমস্ত স্থানীয় আধ্যাত্মিক সংগঠনগুলি সম্মিলিতভাবে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি তৈরি করে তা বাস্তবায়িত করার জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।আধ্যাত্মিক সংগঠনগুলির প্রতিনিধিরা আরেকটি প্রস্তাবে বিদেশি ধর্মীয় সংগঠনগুলির দ্বারা দ্রুতগতিতে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় শুরু করা ধর্মান্তরণ প্রক্রিয়াকে অসাংবিধনিক বলে আখ্যা দেন এবং এই প্রক্রিয়াকে রোধ করার জন্য ফলপ্রসূ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

সম্মেলনে স্থানীয় আধ্যাত্মিক সংগঠনগুলির প্রতিনিধিরা অসমের জনবিন্যাসের অস্বাভাবিক পরিবর্তন এবং তার ফলে সংঘটিত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্বার্থবিরোধী কাজকর্ম নিয়েও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বিশেষ করে অসমের বহু সত্র, মঠ-মন্দির, অভয়ারণ্য এবং সরকারি ভূমি পূর্ববঙ্গীয় মূলের মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা ব্যাপক হারে বেদখল করে রাজ্যের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করেছে বলেও প্রতিনিধিরা অভিমত ব্যক্ত করেন। তাঁরা সর্বস্তরের ভূমি থেকে বেদখলকারীদের উচ্ছেদ করে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য সরকারের প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। সম্মেলনে আরেকটি প্রস্তাবে রাজ্যের আধ্যাত্মিক সংগঠনগুলির প্রতিনিধিরা সুপ্রাচীন ভারতীয় আধ্যাত্মিক তথা সাংস্কৃতিক পরম্পরাকে যথাযোগ্য সুরক্ষা প্রদান করতে সক্ষম একটি সুস্থির এবং শক্তিশালী সরকার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ঐকমত্য প্রকাশ করেন। প্রতিনিধিরা ভারতীয় সামাজিক পরম্পরার পরিপন্থী দল অথবা ব্যক্তিদের আসন্ন নির্বাচনে প্রত্যাখ্যান করার জন্যও সমগ্র রাজ্যবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

লোকজাগরণ মঞ্চ, অসম-এর দ্বারা রবিবার আয়োজিত এই সম্মেলনে অসমের স্থানীয় যে-সব আধ্যাত্মিক সংগঠনের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বরদোয়া শ্রীনরোয়া সত্রের সত্রাধিকার দেবানন্দ দেবগোস্বামী, ব্রহ্মধর্ম সমাজের আচার্য চরণ নার্জারি, গুয়াহাটি পঞ্চকন্যা ধামের আচার্য বাবা ভৃগুগিরি মহারাজ, বরপেটা সত্রের বুড়া সত্রীয়া বশিষ্ঠ দেবশর্মা, বদতি চাঙিনী সত্রের সত্রাধিকার যোগেন্দ্র লাগাছু, দেবালয় সংঘ, অসম-এর সভাপতি সুরেশ ভট্ট, রামরায় কুঠি সত্র/অসম সত্রের সত্রাধিকার/সভাপতি জিতেন্দ্রনাথ প্রধানী, বীরবল সত্রের সত্রাধিকার রাজেশ্বর মহাপাত্র, উত্তর কমলাবাড়ি সত্রের সত্রাধিকার জনার্দন দেবগোস্বামী, দামোদর দেব সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি উমাকান্ত শর্মা, বাঘরগঞা সত্রের সত্রাধিকার হিরুপ্রসাদ মহন্ত, তিওয়া রাজা, আমচৈ-র শহরি রাজা সুরেন্দ্রনাথ কেঁ ওর, দীনজয় সত্রের ডেকা সত্রাধিকার মুকুন্দানন্দ গোস্বামী, কমলাবাড়ি সত্রের বুড়া ভকত সোনারাম শর্মা, শ্রীমন্ত শঙ্করদেব যুব সমাজের সভাপতি রিজু পাঠক, লক্ষ্মীরাম সংঘ, কারবি আংলং-এর মার্গদর্শক বলরাম ফাংচু, আধ্যাত্মিক যুব সম্মেলন, অসম-এর কার্যাধ্যক্ষ শ্রীমন রাজগুরু, শুয়ালকুচির শ্রীহাটী সত্রের ডেকা সত্রাধিকার রাজীবলোচন সন্ত, নেপালি সমাজের ধর্মগুরু পুরুষোত্তম উপাধ্যায়, একশরণ ভাগবতী সমাজের অধ্যক্ষ প্রতাপচন্দ্র মেধি এবং শ্রীনরোয়া বাসুদেব থানের ডেকা সত্রাধিকার দেবেন্দ্র দেবগোস্বামী প্রমুখ।

সোমবার লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিম আসনে প্রার্থী সুবল ভৌমিক ভোট প্রচারে বাজারে বাজারে। ছবি- নিজস্ব।

ভোটে দশভূজা : অর্পিতা ঘোষ

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গের নাট্যজগতে বর্তমান প্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য নাম অর্পিতা ঘোষ। স্কটিশ চার্চ কলেজের স্নাতক অর্পিতার ধ্যানজ্ঞান নাটকে অভিনয়। বাম জমানার শেষ দিকে পরিবর্তনের দাবিতে তথাকথিত যে বুদ্ধিজীবীরা প্রকাশ্যে সরব হয়েছিলেন, অর্পিতা ছিলেন তাঁদের অন্যতম। অনেকের জানা নেই, তিনি শুধু নাট্যকার নন, এক সময় ক্রিকেটটাও খেলতেন সিরিয়াসলি।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন অর্পিতাকে আনুগত্যের পুরস্কার দিয়েছিলেন। ২০১৪-তে বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হয়ে ভোটের ফলের নিরিখে এক লহমায় উড়িয়ে দিয়েছিলেন বিরোধী প্রতিরোধ। এবার তাই দলীয় তীব্র বাধা উপেক্ষা করে দলনেত্রী এই গড় রক্ষা করার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন অর্পিতাকেই।দক্ষিণ দিনাজপুরে সাংসদ কোটার বরাদ্দ পুরো টাকা খরচ করায় বালুরঘাটের সাংসদের কৃতিত্বকেই প্রচারে তুলে ধরছে তৃণমূল। গত চার বছরে সাংসদ কোটার মোট ২০ কোটি টাকা তো বটেই, বাম জমানায় সাংসদ কোটায় পড়ে থাকা ২ কোটি টাকা মোট ২২ কোটি টাকাও তিনি নানা কাজে খরচ করেছেন।

এক ঝলক তাকানো যাক অর্পিতার প্রথম ভালবাসার জগতের দিকে। ১৯৯৮-এর শেষদিকে ৩৮ বছর বয়সে পূনর্দোদ্যমে শুরু নাট্যচর্চা। 'ফোর্থ ওয়াল'-এর হয়ে দুটি নাটক করেন। ২০০০-এর জানুয়ারিতে যোগ দেন 'পঞ্চম বেদ চর্যাশ্রমে'। এক বছর সেখানে পাঠ নিয়ে তৈরি করেন 'পঞ্চম বৈদিক'। ২০০৩-এ 'অন্তর্গত আগুন' এবং সুকুমার রায়ের 'হয়বরল'-র নির্দেশনা দেন। জাঁ পল সার্তরে একটি নাটক অনুবাদ করেন অর্পিতা। ২০০৪-এ শাঁওলি মিত্র নির্দেশিত এই নাটকের মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেন। ২০০৫-এ নির্দেশনা দেন লীলা মজুমদারের 'লঙ্কাদহন পালা' ও রবীন্দ্রনাথের 'ঘাটের কথা-র।' এর পর নানা সময়ে অভিনয় করেছেন বহু নাটকে। ২০১৪-তে শেষোক্ত নাটকের পুনর্নির্দেশনা দেন। তাঁর দুটি একক অভিনয় সাড়া জাগিয়েছে। প্রথমটি ২০১৩-র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্ত্রীর পত্র' এবং এর পর ২০১৪-তে ব্রাত্য বসুর লেখা দেবেশ চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশিত 'আপাতত এই ভাবে দুজনের দেখা হয়ে থাকে'।

ফিরে আসি অর্পিতার সাংসদ জীবনের কথায়। দক্ষিণ দিনাজপুরে সাংসদ কোটার টাকা খরচের ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলের রাস্তা, আলো, নিকাশির মত ছোট অথচ প্রয়োজনীয় প্রকল্পকে গুরুত্ব দিয়েছেন অর্পিতা। গ্রামীণ এলাকায় রাস্তা, পানীয় জল, পথবাতি, ছোট সাংস্কৃতিক মঞ্চ তৈরিতে টাকা খরচ করা হয়েছে। অধিকাংশ প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ায় আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারে বাড়তি সুবিধা হবে, তা স্বীকার করছেন তৃণমূল নেতারাও।সংসদে হাজিরা ৬২ শতাংশ। প্রশ্ন ২৫ বার। বিতর্কে অংশ ২১ বার। কাজের ফিরিস্তির দীর্ঘ তালিকায় আছে ৬০টি রাস্তা, ৮০টি জলপ্রকল্প, ৬০টি জলের ট্যাঙ্ক প্রভৃতি। তাঁর নিজের কথায়, "বরাদ্দ টাকা দিয়ে মানুষের জন্য কাজ করার চেষ্টা করেছি। আবার সুযোগ পেলে আরও কাজ করব।" তবে, এর জন্য প্রশাসনের আধিকারিক, বিডিও এবং সংশ্লিষ্ট কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের কৃতিত্বকেই তুলে ধরেছেন অর্পিতা।

মঞ্চ ছেড়ে এখন তিনি ব্যস্ত প্রচারে। কলকাতার উপন্ট্রের বাড়ি ছেড়ে ঘাঁটি গাড়তে হয়েছে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার দূরে। আক্ষরিক অর্থেই দূর দেশ, তায় আবার "একা মেয়ে"। বালুরঘাট শহরের কলেজপাড়ায় তাঁর আস্তানায়। বিড়লাপুরে নিজের ভিটে ছেড়ে ২০১৪ সালে ভোটে দাঁড়িয়ে প্রথম গঙ্গারামপুরে বাড়িভাড়া নিয়েছিলেন। কিন্তু নির্বাচনে জেতার পর বেশি দিন সেই ঠিকানায় থাকেননি। এবার ভোটের আগে বালুরঘাটে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছেন। তাঁর নিজের কথায়, আমি নাটকের মানুষ, কাজের জন্য কাকতালীয় ভাবে নাটকের শহরে এসে পড়েছি। নাটকের শহর ফের অর্পিতাকে সংসদে পাঠান কিনা, এখন সেটাই দেখার।

সংরক্ষণকেই অধিক প্রাধান্য ইস্তাহার প্রকাশ আরজেডি-র

পটনা, ৮ এপ্রিল (হি.স.): আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে সোমবার নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করল রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)। আরজেডি-র ইস্তাহারে "প্রত্যেক থালায় খাবার এবং প্রতিটি হাতে কলম" দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে বেসরকারি ক্ষেত্রে সংরক্ষণের পাশাপাশি মন্ডল কমিশনের পক্ষ থেকে প্রবাসী বিহারীদের জন্য হেল্পলাইনের ব্যবস্থা রাখার কথা বলা হয়েছে। দলিত এবং পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষের জন্য সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে আরজেডির ইস্তাহারে।

এদিন আরজেডি-র দলীয় কার্য্যালয়ে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করেন তেজস্বী যাদব। এদিন ইস্তাহার প্রকাশ করে তেজস্বী যাদব বলেন, 'উচ্চবর্ণের সংরক্ষণে শুধুই ধনী মানুষেরা লাভবান হয়েছেন, দরিদ্রদের কোনও লাভ হয়নি। ক্ষমতায় এলে সমাজের পিছিয়ে পড়া সমস্ত মানুষকে সমাজের মূল স্রোতে নিয়ে আসব আমরা। বিহারে আরজেডি-কংগ্রেসের মহাজোটের প্রকশে তিনি কংগ্রেসের "ন্যায় যোজনা"-কেও সমর্থন করেন। তেজস্বী যাদব এদিন ২০০ পয়েন্ট রিজার্ভেশন রোস্টারের বাস্তবায়ন এবং সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে শূন্যপদ পূরণের দাবিও তুলেছেন।

তৃণমূলের আনা অনাস্থা ভোটে হার বারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের

বারাকপুর, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : তৃণমূলের আনা অনাস্থা ভোটে পরাজিত হলেন বারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। এর ফলে ভাটপাড়া পুরসভার প্রধানের পদ থেকে তাঁকে সরে যেতে হল। সোমবার দলীয় সমর্থকদের নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে দেখাতে এদিন পুরসভা থেকে বেরিয়ে যান তিনি। তৃণমূল ছেড়ে সদ্য বিজেপিতে যোগ দেওয়া এই নেতার বিরুদ্ধে এদিন অনাস্থা প্রস্তাবে ভোটাভুটি করে তৃণমূল। পুরসভার আশপাশের এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। ভাটপাড়া পুরসভায় কাউন্সিলর ছিলেন ৩৫ জন। তবে একজনের মৃত্যু হওয়ায় সংখ্যাটা বর্তমানে ৩৪। গোপন ব্যালটে অর্জুনের পক্ষে এদিন ভোট দেন ১১ জন কাউন্সিলর। পুরসভার উপপ্রধানের পক্ষে পড়ে ২২টি ভোট। আস্থা ভোটে হেরে যাওয়ার পর এলাকায় তুমুল উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন অর্জুন সিং স্বয়ং। স্লোগান দিতে দিতে পুলিশ নিরাপত্তায় পুরসভা থেকে বেরিয়ে যান তিনি। পরে তিনি বলেন, বেআইনিভাবে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে। তাঁর সঙ্গে বিক্ষোভে যোগ দেন তাঁর সমর্থক ও বিজেপির সমর্থকরা। পালটা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন

ছয়ের পাতায়

ভোটের মরশুম : কপালে চিন্তার ভাঁজ সুন্দরবনের লঞ্চ-মালিকদের

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি.স.): জলযানের উপযোগী কাঠ দুর্মূল্য হয়ে ওঠায় সঙ্কট দেখা দিয়েছে সুন্দরবন ও সংলগ্ন বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জলপরিবহণে।

ভোটের মরশুমে বাড়তি সরকারি মাসুল আশা করেছিলেন লঞ্চ মালিকরা। সেটি মান্যতা না পাওয়ায় তাঁদের কপালে রীতিমত চিন্তার ভাঁজ।

সুন্দরবন অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় যাতায়তের প্রধান মাধ্যম নানা রকম জলযান। ভোটকেন্দ্রে যাতায়তের জন্য প্রশাসন লঞ্চ ব্যবহার করে। দিন সাতের জন্য এই খাতে সরকার দেয় আনুমানিক ৩৬ হাজার টাকা। 'বেঙ্গল লঞ্চ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর এক মুখপাত্র এ খবর জানিয়ে 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "লঞ্চ রক্ষনাবেক্ষণ এবং মেরামতির খরচ ভীষণ বেড়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় আমরা বাড়তি অর্থ মঞ্জুর আশা করেছিলাম।ড্র' ভোটের কাজে দেওয়া জলযানের নির্দিষ্ট সরকারি হার থাকলেও রাজনৈতিক দলগুলিকে প্রচারের জন্য দেওয়া জলযানের কোনও হার থাকে না। লঞ্চ মালিকদের দাবি, সেক্ষেত্রে প্রাপ্তিটাও হয় খুব কম।

সুন্দরবনের বিভিন্ন নদীতে শতাধিক লঞ্চ এবং বেশ কয়েকশো নৌকো চলে। জলে টেঁকসই ভাল কাঠের আকাশছোঁয়া দামের ফলে অনেক ক্ষেত্রেই জোড়াতালি দিয়ে করতে হচ্ছে মেরামতি। ফলে, বাড়ছে দুর্ঘটনার শঙ্কা। 'সুন্দরবন পিউপিল ওয়াটার সোসাইটি'-র অন্যতম কর্মকর্তা শম্ভুনাথ মান্না এই প্রতিবেদককে বলেন, "লঞ্চের কাঠ আমরা বিমা করাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বিমা সংস্থা আগ্রহ দেখায়নি। নাব্যতা কম থাকায় এই অঞ্চলের নদীগুলোয় লঞ্চের নিম্নভাগ ইস্পাত-নির্মিত হলে চলবে না। আর, শাল-সেগুনের মত কাঠের দাম এত বেড়ে গিয়েছে, আমরা পেরে উঠছি না।

সুন্দরবন অঞ্চলে নৌকো ও বিভিন্ন জলযানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অজস্র পরিবারের রুজির প্রশ্ন। এই শিল্পটি সঙ্কটে পড়লে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমস্যায় পড়বেন কয়েক লক্ষ মানুষ। ২৫ বছরের ওপর মাতলা নদীতে স্টিমার চালান শম্ভুবাবু। এখন চারটি স্টিমারের মালিক। আপাতত একটি মেরামতি হচ্ছে ক্যানিংয়ের এক কারখানায়। তিনি বলেন, "নভেম্বর থেকে জানুয়ারি বছরে এই তিন মাস মূলত পর্যটনের জন্য আমাদের মরশুম। বাকি ৯ মাস সে রকম আয় নেই।

সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি লঞ্চে ৬ জন করে কর্মী থাকার কথা। অনেক সময় তা থাকে না বলে অভিযোগ। কিছু ক্ষেত্রে যাত্রী সুরক্ষার শর্তগুলি পুরো মানা হয় নায়বলে অভিযোগ ওঠে। শম্ভুবাবু অবশ্য এই অভিযোগ মানতে চাননি। তিনি বলেন, "আগে একটা মিস্ত্রির রোজ ছিল দিনে সওয়া একশ টাকা। এখন ৫৩০ টাকা ও তিন বেলা খাবার। আগে লঞ্চের কাঠের দাম ছিল ২০০ টাকা ঘনফুট। এখন সাড়ে তিন হাজার টাকার ওপর। সেই অনুপাতে আয় একেবারেই বাড়েনি।"

সুন্দরবনে এসে পর্যটকেরা যাতে প্রতারিত না হন, মূলত সেই কারণেই তৈরি করা হয়েছিল 'সুন্দরবন পিউপিল ওয়াটার সোসাইটি'। এ কথা জানিয়ে শম্ভুবাবু বলেন, "অন্তত ১৬-১৭ জন স্টিমার মালিক এর সদস্য। যাঁরা ভাড়া নিয়ে চালান, এ রকম ৮-১০ জনকেও আমরা সদস্য করেছি। এই শিল্প চাঙা হলে সুন্দরবন এলাকা উপকৃত হবে।

ঘোড়ামারায় ট্রাকের ধাক্কায় গুরুতর আহত এক যুবক

কামাখ্যাগুড়ি, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : আলিপুরদুয়ারের কামাখ্যাগুড়ির ঘোড়ামারায় ট্রাকের ধাক্কায় গুরুতর আহত এক যুবক।সোমবার সকাল ৯ টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে।সোমবার সকাল ৯ টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে কামাখ্যাগুড়ির ঘোড়ামারা রেলগেটের সামনে। জানা গিয়েছে, ট্রাকটি বালি-পাথরে ওভারলোড ছিল। এদিন ওই ট্রাকের ধাক্কায় গুরুতর আহত হন ওই যুবক। আহত যুবকের নাম শংকর রায়(৩০)। তাঁকে কামাখ্যাগুড়ি গ্রামীন হাসপাতালে ভরতি করা হয়। পরে সেখান থেকে শিলিগুড়িতে পাঠানো হয়েছে। এদিকে এই ঘটনার পর উত্তেজিত জনতা ডাম্পার ও ট্রাক আটকে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলছে।

রাজস্থান রয়্যালসকে হারিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে কেকেআর

জয়পুর, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : কলকাতা নাইট রাইডার্স সহজ জয় পেল রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে। সোয়াই মান সিং স্টেডিয়ামে প্রথমে ব্যাট করে রাজস্থান নির্ধারিত ২০ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ১৩৯ রান তোলে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে কলকাতা ১৩.৫ ওভারে ২ উইকেটের বিনিময়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ১৪০ রান তুলে নেয়। ৩৭ বল বাকি থাকতেই ৮ উইকেটের অনায়াস জয় তুলে নেয় কেকেআর। চলতি আইপিএলের পাঁচ ম্যাচে নাইটদের এটি চতুর্থ জয়। প্রথম পাঁচ ম্যাচ থেকে ৮ পয়েন্ট সংগ্রহ করে কেকেআর চেন্নাই সুপার কিংসকে টপকে লিগ টেবিলের শীর্ষে উঠে আসে। ১৪০ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে ৮ উইকেটে ম্যাচ জিতে নিল নাইটরা। এই জয়ের ফলে লিগ টেবলে শীর্ষে উঠে এল কেকেআর। ৫ ম্যাচ খেলে তাদের সংগ্রহ ৮ পয়েন্ট। স্টিভেন স্মিথ ৫৯ বলে অপরাজিত ৭৩ রানের ঝোড়ো ইনিংস উপহার দেন। ৩৪ বলে ৩৭ রান করেন বাটলার। পালটা রান তাড়া করতে নেমে শুরু থেকে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ছিল কলকাতার হাতে। ৩২ বলে অর্ধশতক হাঁকান ক্রিস লিন। অন্যদিকে ২৫ বলে ৪৭ রানের ঝোড়ো ইনিংস উপহার দেন ক্রিস লিন। ১৬ বলে ২৬ রান করেছেন উথাপ্পা। যার জেরে মাত্র ১৩.৫ ওভারে মাত্র ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় কেকেআর। ব্যাট করতে নেমে কলকাতার দুই ওপেনার ক্রিস লিন ও সুনীল নারিন শুরু থেকেই ক্রিজে ঝড় তোলেন।

অবশ্য দু'জনেই ভাগ্যের বড়সড় সহযোগিতা পান। চতুর্থ ওভারের ধবল কুলকার্নির প্রথম বলে নারিনের ক্যাচ ফেলেন রাহুল ত্রিপাঠী। ঠিক পরের বলেই বোল্ড হন লিন। তবে বেল না পড়ায় নিয়মের ফাঁক গলে সে যাত্রায় বেঁচে যান লিন।

শেষমেশ নারিন ৬টি চার ও ৩টি ছক্কার সাহায্যে ২৫ বলে ৪৭ রান করে শ্রেয়স গোপালের বলে আউট হন। গোপালের বলেই আউট হয়ে সাজঘরে ফেরার আগে ৩২ বলে ৫০ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেন লিন। তিনিও ৬টি চার ও ৩টি ছক্কা মারেন গোটা ইনিংসে।

শুভমন গিলকে সঙ্গে নিয়ে রবিন উথাপ্পা কেকেআরকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেন। উথাপ্পা ১টি চার ও ২টি ছক্কার সাহায্যে ১৬ বলে ২৬ রান করে অপরাজিত থাকেন।

১৩০ কোটি দেশবাসীর আশা-আকাঙ্খার দর্পণ নির্বাচনী ইস্তাহার : রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল (হি.স.): নির্বাচনী ইস্তাহার বাস্তব ভিত্তিক এবং নিখুঁত তথ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেউ সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করার পর এমনই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংউ সোমবার ধরলে লোকসভা নির্বাচন শুরু হতে আর মাত্র তিন দিন বাকি, তার আগে সোমবার নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করেছে ভারতীয় জনতা পার্টিউ বিজেপির ইস্তাহারের নাম দেওয়া হয়েছে 'সঙ্কল্প পত্র'উ এদিন নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশিত হওয়ার পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, 'নির্বাচনী ইস্তাহার বাস্তব ভিত্তিক এবং নিখুঁত তথ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেউ' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথায়, 'আমরা নিশ্চিত মোদী সরকারের প্রতি দেশের মানুষের বিশ্বাস রয়েছেউ এই ইস্তাহার ১৩০ কোটি দেশবাসীর আশা-আকাঙ্খার দর্পণউ বিভিন্নভাবে জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বোঝার চেষ্টা করেছি আমরা, তার ভিত্তিতেই এই ইস্তাহার।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদিন আরও বলেছেন, 'নির্বাচনের সময় প্রতিটি রাজনৈতিক দল প্রতিশ্রুতি দেয়, সেই প্রতিশ্রুতির অর্ধেক পূরণ হলেই দেশের চেহারা বদলে যেতউ' সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে রাজনাথ বলেছেন, 'সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে আমাদের কোনও সহানুভূতি নেই, যতদিন না পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা সম্ভব হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবেউ' রামমন্দির প্রসঙ্গে রাজনাথ বলেছেন, 'যতদূর পর্যন্ত রাম মন্দিরের বিষয়, বিগত নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি আমরা পুনরাবৃত্তি করছিউ সুসংগত পরিবেশে রাম মন্দির নির্মাণ হোক, সেটাই আমরা চাইছিউ এছাড়াও কৃষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পের অধীনে দেশের সমস্ত কৃষকদের বার্ষিক ৬০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের সমর্থণ দেওয়া হবেউ ৬০ বছর বয়সের উর্ধ্বে ছোট এবং প্রান্তিক কৃষকদের পেনশন সুবিধা প্রদান করা হবে, এমনই জানিয়েছেন রাজনাথ সিং।

আবারও জালনোট চক্রের পর্দাফাঁস, এসটিএফ-এর জালে দু'জন পাচারকারী

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি.স.): মহানগরীতে আবারও জালনোট চক্রের পর্দাফাঁসউ ৫ লক্ষ টাকার জালনোট-সহ দু'জন পাচারকারীকে হাতেনাতে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)উ বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে রবিবার সন্ধ্যায় কলকাতার ময়দান থানার অন্তর্গত গোষ্ঠ পাল সরণী এবং লেসলি ক্লডিয়াস সরণীর ক্রসিংয়ে জালনোট-সহ দু'জন পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশের এসটিএফউ ধৃতদের নাম হল, মালদহ জেলার বৈষ্ণবনগর থানা এলাকার বাসিন্দা সঞ্জু সাহা (২১) এবং বিহারের পূর্ণিয়া জেলার বাসিন্দা মহম্মদ উমর (৩১)উ উভয়ের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ৫ লক্ষ টাকার জালনোটউ উদ্ধার হওয়া ২৫০টি জালনোট ২০০০ টাকার।

এ বিষয়ে সোমবার সকালে এসটিএফ-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে রবিবার সন্ধ্যায় ময়দান থানার অন্তর্গত গোষ্ঠ পাল সরণী এবং লেসলি ক্লডিয়াস সরণীর ক্রসিংয়ে দু'জন সন্দেহভাজনকে আটক করে এসটিএফউ প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর তাদের বক্তব্যে অসঙ্গতি ধরা পড়তেই গ্রেফতার করা হয়। পরে উভয়ের হেফাজত থেকে উদ্ধার

ছয়ের পাতায়

দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে শুরু হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ

শিলিগুড়ি, ৮ এপ্রিল (হি . স .) : সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন আরও মাত্র কয়েকদিন বাকি।তার আগেই রবিবার রাতে দুই কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে পৌঁছেছে দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে। নিরাপত্তার স্বার্থে সোমবার থেকেই বিভিন্নএলাকায় শুরু হয়েছে রুট মার্চ।

সূত্রের খবর এক কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীকে পাঠানো হয়েছে দার্জিলিংয়ের পাতলেবাসে। এবং বাকি এক কোম্পানি শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অর্ন্তগত

ছয়ের পাতায়

সোমবার রাজবাড়িতে সাংবাদিক সম্মেলনে পিসিপি সভাপতি প্রদ্যোৎ কিশোর মানিক্য। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

তেলের বিভিন্ন উৎসগুলি

তেল, আমরা সবাই জানি, ফ্যাট বা চর্বিজাতীয় খাদ্য। এতে তাকে গ্লিসারল আর বিভিন্ন ফ্যাট আসিডের মিশ্রণ। দেহের পুষ্টির জন্য ফ্যাট কিছু পারিমাণে খেতেই হবে। ১ গ্রাম ফ্যাট থেকে শক্তি মেলে ৯ ক্যালোরির মতো, যা সমযপরিমাণ প্রোটিন বা কার্বোহাইড্রেট থেকে প্রাপ্ত শক্তি তথা ক্যালেরির ঠিক দ্রিগুণ। দু'দনের উৎস থেকে ফ্যাট পাওয়া যায়।

প্রাণিজ উৎস

ঘি, মাখন, তেল ইত্যাদি। এগুলোতে এসেনসিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড কম থাকে। আর প্রচুর পরিমাণে থাকে ভিটামিন, 'এ', 'ডি' এবং ক্যালসিয়াম।

উদ্ভিজ উৎস

সর্ষের তেল, বাদামজলপাই তেল, তিল তেল, সূর্যমুখী বীজের তেল, নারকেল তেল—এক কথায় সব ভোজ্য তেলই উদ্ভিজ উৎসের। এতে নানা ধরনের এসেনসিয়াল ফ্যাইট অ্যাসিড থাকে বলে গুণগত মানরে দিক থেকে প্রাণিজ ফ্যাট থেকে এরা উন্ন তমানের। তেল-চর্বি থেকে আমরা পাই ভিটামিন, 'এ', 'ডি', 'ই' এবং 'কে'।

কতটুকু খাব

ফ্যাট খাওয়া নিয়ে আমরা সবূাই কম বেশি আতঙ্কে ভুগি। ভাবি এই বুঝি তেল-ঘি খাওয়া হয়ে গেল, না জানি কী শরীর খারাপ হবে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী (বা নির্দেশিকা অনুযায়ী) আমাদের প্রতিদিন যে পরিমাণ শক্তি বা ক্যালোরি প্রয়োজন তারা পনোরা থেকে তেত্রিশ শতাংশ সংগ্রন্তহ করা উটিত ফ্যাটজাতীয় খাদ্য অর্থাৎ তেল-চর্বি থেকে, গড়ে যায ২৫ শতাংশে দাঁড়ায়।

তেল-চর্বি নিযে আমাদের জ্ঞান গম্যি ভীষণ কম। আমরা জানিই না যে কত উপকারে গালেকরা ক্রিতমগুলো ছেলদের ত্বকে কোন কার্যক্র প্রভাব ফেলতে পারনো। স্বভাতবই ছেলেচের ত্বকে সমস্যা কম হয়। কিন্তু সমস্যা কম বলে সমাধানে মেয়েদের প্রসাধনীর ওপর নির্ভরশীল না হয়ে নিত্যনতুন আবিষ্কৃত ছেলেদের প্রসাধনী ব্যবহার করুন। এরা। শক্তি বা ক্যালোরির কথা তো বলা কহল, এছাড়া ফ্যাটে দ্রবীভূত ভিটামিন 'এ', 'ডি', 'ই', 'কে', আমাদের দেহের নানা কাজে লাগে। দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে, বিপদে- আপদে শক্তির জোগান দিতে, খাবারকে সুস্বাদু করতে, শরীরের ভিতর নানান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে স্বস্থ্যানে দরে রাখতে এবং দেহের গঠন নিয়ন্ত্রণে ফ্যাটজাতীয় খাদ্য আমাদের অবশ্যই দরপকরা।

কেন বেশি খাব না

আবার অতিরিক্ত ফ্যাট শরীরের পক্ষে ভালো না। রক্তে কোলেসেচটরল নামে মোমের মতো একরমের পর্দার্থ থাকে যায়। রক্তনালিতে পলির মতো, স্তর পড়ে রক্ত চলাচল বাধার সুস্টি হয়, রক্তনালি শীর্ণ হয়ে যায়, অবরুদ্ধ হয়ে যায়য রক্তনাণির রারা অসুখ এবং হৃদরোগ দেখা দেয়। অতিরিক্ত ফ্যাট থেকে দেহের ওজন বাড়ে, হার্ট ও ব্লাডপ্রেশারজিনিকত নানা রোগ দেখা দিতে পারে। রেক টাল প্যান্সার, বন্ধ্যাত্ব, স্তন ও জরায়ুমুখের ক্যান্সারের সহেগওক প্রকক্ষেভাবে অতিরিক্ত ফ্যাট গ্রহণের যোগসূত্র খুঁঝে পেয়েছেন চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা।

কী থাকে তেলে

তেল বা চর্বিতেথাকে থ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল।ক ফ্যাটি অ্যাসিড আসলে সৃঙ্খলাবদ্ধ কতগুলি কার্বণের অণউ দিয়ে তৈরি। যে সব ফ্যাটি অ্যাসিডের কাবর্ণ চেন একটি বন্ড। দ্বারা যুক্ত তাদের বলে স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড বা যেমন পামিটিটক অ্যাসিড, স্টিয়ারিক অ্যাসিড ইত্যাদি। আর যে সব ফ্যাটি অ্যাসিডের কাবর্ণ টেন আরেকটি সঙ্গে দুটি বন্ড দ্বারা যুক্ত তাদের মনোআনস্যাচুরেটেড প্যাটি অ্যাসিড বা বলা হয়, যেমন ওলিক অ্যাসিড। বলা হয়, যেমন ওলিক অ্যাসিড। এই ডাব্‌ল বন্ড একাধিক হলে তাকে কবলে পলিআনস্যাচুরেটেযড ফ্যাটি অ্যাসিড বা রক্তে কোলেস্টেরল বাড়ায়, এবং তা কমায়। এবং এই কথাগপলি এখন অনেক ভোজ্যতেলের বিজ্ঞাপনে সারসরি দেখানো হয়। সিলোলিক এবং সিলোলিনিক ফ্যাটি অ্যাসিড- দুটিই অসংপৃক্ত বা অ্যানমস্যাচুটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, দেহের পক্ষে যা অপরিহার্য, অথচ এগুলি দেহে সংশ্লোষিত হয় না, এদের বলে এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড। শিশুদের প্রতিদিন ৩ গ্রাম, বয়স্কদের ৫-৬ গ্রাম, বাভী মায়েদের ৫-৭ গ্রাম, স্তন্যদায়ী মহিলাদের ৯ গ্রাম এটি প্রয়োজন। রক্তে কোলেস্টেরল কমাতে এসেনশিয়াল ফ্যাীটি অ্যাসিডের সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। অসংপৃপ্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের মধ্যে আলফা লিনোলিক অ্যাসিড আমাদের দেহের হৃদধমনীর প্রসারণ ঘটায়, রক্ত জমাট বাঁধা রোধ করে, যে কারণে হ্যার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধ ভোজ্য তেলে এই ফ্যাটি অ্যাসিডটি থাকা প্রয়োজন। অপরদিকে লিনোলিক এবং অ্যারাকিনয়ডিক অ্যাসিড অসংপৃপক ফ্যাটি অ্যাসিড হওয়া সত্ত্বেও গবেষণায় দেখা গিয়েছে, অতরিক্ত পরিমাণে তাকলে এরা রক্ত কোলেস্টেরল বাড়ায়, হৃদ্‌ধমনীর হৃদ্‌ধমনীর সঙ্কোচন বাড়ায়, রক্ত জমাট বাঁধাতে পারে। আমাদের ভোজ্য তেলে এই লিনোলিক এবং অন্যান্য অ্যাসিডগুলির মধ্যে সমতা থাকলে এই ধরনের বিপত্তি ঘটার সম্ভাবনা থাকে না।

তেল খাওয়ার ভালো-মন্দ

অন্যান্য কাদ্য উপাদানের মতো তেলেরও ভালো-মন্দ দুটি দিক আছে। ভালোর পাল্লা ভারি হলে আমরা তাকে গ্রহণ করি। মিলিয়ে মিশিয়ে খেলে সব তেলই ভালো। তাছাড়া আগে যেমন হিসেবে করে দেখা হল, তেল আমরা খুব কম পরিমাণেই খাই আর তা নিয়ে বেশি দুষিইচন্তা না করাই ভালো। তবে তেলে ভেজাল থাকলে সমূহ বিপদ। যাঁরা হার্টের রোগীা, হাই কোলেস্টেরলের রোগী, তাঁরা যুক্ত ঘি, মাখন, নারকেল তেল, বনস্পতি খুব কম পরিমাণে খাবেন। বেশি যাবেন আনস্যাচুরেটেড ফ্যটৈ অ্যাসিড যুক্ত তেল, যাদের মধ্যে সর্ষের তেলের স্থান এখন এক নম্বরে, ক অবিশ্যবাস্য মনে হলেও কথাটা সত্যি। সর্রে তেলের দাম অন্যান্য বোঝ্য তেলের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম, সহজলভ্য এবং সবচাইতে বেশি পুষ্টিকরপ। এতে প্রায় ৯০ শাতংশ আছেয যার আবার ৯ শাংশতই হল লিনোলিনিক ওৈসিড যা হৃদরোগ প্রতিরোধ করে। অথচ যে সূর্যমুখীর তেল নিয়ে আমাদের এক বাড়াবাড়ি তাতে এটা থাকে সর্ষের তেলের চারগুণ অর্থাৎ ৫২ শতাংশ, কুসুমবীজের তেলে বেছে নিন,ক বিজ্ঞাপনী প্রচারে প্রলুদ্ধ হয়ে- গাঁটের কড়ি বেশি খরচা করে, আজ এই তেল কতাল ওই তেল কিনে হৃদরোগ ডেকে আনবেন, নাকি আদি ও অকৃত্মি টাখের ঘানিতে প্রস্তুত খাঁটি সর্ষের তেলের ওপরেই ভরসা করবেন। এছাড়া হৃদরোগে প্রতিরোধকীর লিনোলেনিক অ্যাসিড সূর্যমুখী এবং কুসুমবীজের তেলে প্রায় নেই-ই। আর আলফা লিনোলিক অ্যাসিড তো এক্কেবারেই নেই। কাজেই সুস্থ বা অসুস্থ যে কেউ নিশ্চিন্তে সর্ষের তেল খান, দিনে ৫ থেকে ১০ চা-চামত রান্নায় বেং পাতে মিলিয়ে।

সন্তান বেড়ে উঠুক সুন্দর মানসিকতায়

শিশুর ইতিবাচক মানসিকতা তৈরিতে তার সঙ্গে ইতিবাচক আচরণ করা প্রয়োজন।

অর্থনীতি কলেজের শিশু বিকাশ ও সামাজিক সম্পর্ক বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রুমানা বাসার বলেন, "মানুষের ভেতরে স্বাভাবিকভাবেই নেতিবাচক গুণাগুণ রয়েছে। একইভাবে যে গুণ যত বেশি চর্চা করা হবে সেটাই বেশি প্রকাশ পাবে। তাই যতটা সম্ভব শিশুকে ইতিবাচক আচরণ ও আদর্শের মাধ্যমে বড় করার চেষ্টা করতে হবে।"

ছোট থেকে শিশুদের সঙ্গে যেমন আচরণ করা হয় ওরা ঠিক একই আচরণগুলো শেখে এবং ভবিষ্যত জীবনে তার প্রভাব প্রকাশ পায়। তাই শিশুদের সঙ্গে সুন্দর ভাবে কথা বলতে হবে, ওদের সঙ্গে ভালো আচরণ করতে হবে। শিশুদের সঙ্গে সবসময় রাগারাগি কারলে বা বকা দিয়ে কথা বললে ওদেরও মনও বিষিয়ে যায়, মেজাজ খিটমিটে হয় এবং অতিরিক্ত শাসনের ফলে সন্তান অবাধ্য হয়ে যায়, জানান তিনি। শিশুর ইতিবাচক মনোভাব তৈরি করতে তার সঙ্গে নেতিবাচক আচরণ বন্ধ করতে হবে। যতটা সম্ভব শিশুর সঙ্গে না শব্দটি কম ব্যবহার করার পরামর্শ দেন রুমানা বাসার। একটি উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন -

"ধরা যাক, আপনার বসার ঘরে মূল্যবান ও পছন্দের কোনো সামগ্রী রয়েছে, হতে পারে তা কোনো ফুলদানি বা ঘর সাজানোর যেকোনো কিছু। আপনার সন্তান যদি বসার ঘরে এসে বল খেলতে চায় বা ছুটাছুটি করে তাহলে তা পড়ে গিয়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে শিশুকে থামানোর জন্য নিষেধা না করে বরং তাকে বারান্দা, ছাদ বা মাঠে খেলতে যাওয়ার প্রস্তাব দিতে পারেন। তেতে সে বেশি আকর্ষণ অনুভব করবে।"

অনেক সময় বাসায় কোনো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলার সময় শিশুরা বিরক্ত করতে থাকে সেক্ষেত্রে তাকে আপনি খেলাধূলা করার বা টেলিভিশনে তার পছন্দের কার্টুন বা যে কোনো গেইম খেলার পরামর্শ দিতে পারেন। অর্থাৎ শিশু কোনো একটা কাজ থেকে বিরত রাখতে চাইলে তাকে অপেক্ষাকৃত আরও ভালো কোনো উপায় দেখাতে হবে। তবে কিছু কাজ যার কোনো বিকল্প উপায় হয় না যেমন -শিশু যদি বৈদ্যুতিক সকেটে হাত দিতে চায় এবং তাকে অন্য কোনো পথ দেখানোর পরও যদি তার ওইদিকে আগ্রহ না কমে তাহলে তাকে এর অসুবিধা সম্পর্কে' জানাতে হবে। কৌশলের মাধ্যমে তার উপর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার ছেড়ে দিতে হবে। ক্ষেত্রে তাকে বোঝানো যেতে পারে, যদি সে সকেটে হাত দেয় তাহলে তার হাতের কতটা ক্ষতি হবে, তার হাত দেখে অন্য বন্ধুরা হাসাহাসি করবে, অথবা কেউ তাকে কোনো উপহার দিলে সে তা ভালোভাবে হাতে নিতে পারবে না - ইত্যাদি। শিশুদের অপমানবোধ অনেক বেশি। তাদের এই আত্মসম্মানবোধকে বড়দেরও সম্মান করতে হবে। ছোট থেকেই শিশুর মানসিক যত্ন নেওয়া হলে সে মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠবে। শিশুর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে অযথা রাগারাগি করলে অথবা তার সব কাজেই না শব্দটি ব্যবহার করলে শিশু ছোট থেকেই নেতিবাচক মানসিকতা নিয়ে বড় হয়ে উঠে। যার তার পরবর্তী জীবনে বিরূপ প্রভাব ফেলে। রুমানা বাসার বলেন, "শিশুর সঙ্গে যতটা সম্ভব ইতিবাচক আচরণ করন। তার গায়ে হাত তুলবেন না, শাসনের নামে শিশুকে আঘাত করবেন না বা ভয় দেখাবেন না। এতে করে শিশুর বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়।"

গরম দিনে শরীরের জন্য কোন ফলের কী গুণ হতে পারে

গরমে কালে বিভিন্ন ধরনের ফলের পুষ্টি শরীরের পক্ষে খুব ভাল। ফলের রস শরীরের আদ্রতা বজায় রাখে।

ফুটি

গরমের আদর্শ ফল ফুটি বা মাস্ক মেলন। ভিটামিন-'এ', ভিটামিন-সি পটাশিয়াম ক্যালশিয়াম, ফাইবার, ময়েশ্চার ও লং রেঞ্জের অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট সমৃদ্ধ এই ফলটি একদিকে যেমন প্রখর গ্রীষ্মের আদর্শ ফল, অন্যদিকে তেমন বিভিড়ন অসুখ-বিসুখ প্রতিরোধ ও প্রতিকারও সিদ্ধহস্ত।

রাতকানা রোগ ঃ—

উচ্চ মাত্রায় ভিটামিন-এ এবং জিজ্যানথিন জাতীয় অ্যান্টি অক্সিড্যান্টচ সমৃদ্ধ ফুটি রাতকানা রোগ প্রতিহত করে এবং দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখে। চোকেড নানা সংক্রমণ দূর করতেও ফুটি বেশ ভালো।

সংক্রামক অসুখ —

বিভিন্ন ধরনের ভারিাল ব্যাকটেরিয়াল সংক্রমণ জনিক জ্বর-জারি, পেট খারাপ, সর্দিকাশি, গলা ব্যাথা ইত্যাদি সমস্যার মোকাবিলায় ভিটামিন-সি ও অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট সমৃদ্ধ এই ফল বেশ কার্যকারী।

কার্ডিওভাস্কু লার ডিজিজ ঃ—

লো সোডিয়াম, হাই পটাশিয়াম, ফাইবার ও ফাইটোনিউট্রিয়েন্টস সমৃদ্ধ ফুটি হৃদরোগীদের জন্য আদর্শ ।

কিডনি স্টোন -

উচচ পাটাশিয়ামযুক্ত হওয়ায় কিডনি স্টোনের আশঙ্কা কমায়। কনস্টিপেশান — হাই ফাইবারযুক্ত ফুটি মরসুমে নিয়মিত খাওয়া গেলে কোশ্ঠাবদ্ধাতার সমস্যা অনেক কম থাকে।

অ্যানিমিয়া —

ভিটামিন সি ও ফোলিক অ্যাসিড বেশ উল্লেখখগেয্য পরিমাণে থাকায় অ্যানিমিক রোগীর নিয়মিত ফুটি খেতে পারলে উপকৃত হবেন।

অস্টিওপোরেসিস—

বয়সজনিক হাড়ের ক্ষয় রোঝ করতে সাহায্য করে ফুটি।

ক্যানসার —

বিটা ক্যারোটিন, লিউ টিন, জিজ্যানথিন, ক্রিস্পেজ্যনথির ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ এই ফল দেহ থেকে সিংগলেট অক্সি-ফ্রি র‍্যাডিয়ালসেক নিস্ত্রান্ত করায় ব্রেস্ট, লাং, প্যাংক্রিয়াস, সার্বিকাল ইত্যাদি স্থানের ক্যানসর দমনে সাহায্য করে।

ওবেসিটি —

লো-ক্যালোরি ও হাইফাইবারযুক্ত এই ফল ডায়েটারদের জন্যে আদর্শ।

ধূমপায়ীদের জন্যে আদর্শ ঃ—

নিকোটিনের প্রভাবে ধূমপায়ীদের শরীরে ভিটামিন-সি এ মাত্রা কমে যায়। মরশুমে নিয়মিত তাজা ফুটি খেতে পারলে ফতিগ্রস্ত ভিটামিন-সি এরমাত্রা অনেকটাই পূরণ করা সম্ভব হয়।

আতা

সীতাফল, শরিফা বা কাস্টার্ড অ্যাপেল— অত্যন্ত সুস্বাদু, পুষ্টিকর, এই ফল ফাইবার, ফোলিক অ্যাসিড, ভিটামিন-সি ক্যালশিয়াম, ও পটাশিয়াম সমৃদ্ধ হওয়ায় বিবিন্ন অসুখবিসুখ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে সাহায্য করে।

দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা ইত্যাদি। যদিও আতা ঠিক গরমের ফল নয়, তবু ওর অনেক গুণাগুণ আছে।

শসা

এই তীব্র গরমে পিপাসা ও ক্লান্তি দূর করে শরীর ও মনকে শান্ত, শীতল রাখতে শসার কোমনও বিকল্প নেই। জল, ফাইবার, বিভিটামিনস, ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, জিংক এ বিভিন্ন পলিফেনলস সমৃদ্ধ শসায় ক্যালোরি ও শর্করামাত্রা কম হওয়ায় ডায়াবেটিক ও ওবেসরাও স্বচ্ছন্দে খেতে পারেন। বৈজ্ঞানিক নাম ডায়াবেটিক ও ওয়েসরাও স্বচ্ছন্দে খেতে পারেন।

দেহে জল ও ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স --- ময়েশ্চার ও ইলেকট্রোলাইস সমদদ্ধ এই ফল দ্রুত দেহকে রিপহাইড্রেট করে এবং ইলেকট্রোইট ইমব্যালেন্স দূর করে।

ওবেসিটি ঃ—

লো ক্যালোরি, হাই ফাইবার এবং ভিটামিন সমৃদ্ধ এই ফল ছাড়া ঢায়েটারদের ডায়েট চার্ট সম্পূর্ণ হয় না। ডায়াবেটিস —কোলেস্টেরল বিহীন এবং ফাইবারযুক্ত এই ফলে এক বিশেষ ধরনের প্ল্যান্ট হরমোন থাকে যা প্যাংক্রিয়াস থেকে ইনসুলিন রক্ষণে সহায়তা করায় টাইপ টু ডায়াবেটিসে উপকারী।

.উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগ ঃ—

উচচ রক্তচাপ এবং কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজে আক্রান্ত মানুষজন নিয়মিত ডায়েট অন্তত ১০০ গ্রাম ওজনের একটা শসা রাখুন। আর্থ্রাইটিস- শসা সিলিকন সমৃদ্ধ হওয়ায় অস্থির সংযোগস্থলে কার্টিলেজ মেরপামতিতে সাহায্য করে। রক্তের উচ্চ ইউরিক অ্যাসিড মাত্রা কমাতে শসারসাকসিনিক ও ম্যালিক অ্যাসিড বেশ হিতকর।

হ্যাংওভার —

সকালে উঠে হ্যাংওভার, বমিভাব, ক্লান্তি ও মাথথাব্যাখার মতো সমস্যা এড়াতে চাইলে রাতে শোওয়ার আগে কয়েক স্লাইস কচি শসা খেয়ে দেখতে পারেন।

ভাইইউরেটিক --- শসা মূত্র নিস্কাশনের মাত্রা বাড়ায়।

হজম সংক্রান্ত সমস্যা --- অ্যাসিডিটি,গলা বুক জ্বালা বমিভাব, কনস্টিপেশান ইত্যাদি যাবতীয় সমস্যা কমাতে শসার রস দারুণ উপকারী। শসা খুব ভালো ডিটক্রিফায়ার হিসেবে কাজ করে।

.মাড়ি থেকে রক্ত পড়া ঃ—

দাঁত ও মাড়ির অসুখে শসা বেশ ভালো কাজ দেয়। নিয়মিত শসা সেবনে নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ দূর হয়।

ক্যানসার —

শসার তিন ধরেনর লিগনান, বিভিন্ন স্থানের ক্যানসারের আশঙ্কা কমায়।

ফল খাওয়ার ক্ষেত্রে সাবধানতা

একসঙ্গে অনেক বেশি তরমুজ খাওয়া হলে এর অতি উচ্চ মাত্রার লাইকোপিন ও পটাশিয়ামের প্রভাবে বমিভাব, দবহজম, ইরেগুলার হার্টবিট, লো ব্লাডপ্রেশার, হাইপ্রোগ্লাইসেমিয়া ইত্যাদি সমস্যা দেখা দিতে পারে। অতিরিক্ত পরিমাণ আম, কাঁঠাল, পাকা পেঁপে বা লিচু খাওয়া হলে পেট ব্যাখা, বমি হজমের গোলমাল, ডায়েরিয়া অম্বল ইত্যাদি সমস্যা ছাড়াও বাড়তে পারে ব্লাড সুগারের মাত্রা।

শসার ওপরের খোসাতেই থাকে যাবতীয় ভিটামিন-সি ও বায়োফ্ল্যাভোনয়েডস। তাই চকি শসা খোসা সহ খান। গরমের পিপসা মেটাতে জলের বদলে ফলের রস খেতে থাকলে ওজন তো বাড়বেই। পাশাপাশি হামলা হতে পারে হাজারো সমস্যার।

কুসকুস উইথ মিট কারি

উত্তর আফ্রিকার এই খাবারের রেসিপি দিয়েছেন।

মিট কারি রান্না

উপকরণ ঃ অলিভ অয়েল বা তেল ৩ টেবিল চামচ মাঝারি মাপে কেটে নেওয়া মুরগি ২ কাপ বা ৫০০ গ্রত্রাম। পেঁয়াজকুচি ১ কাপ। গোলামরিচের গুঁড়া আধা চা চামচ। মরিচগুঁড়া ১ চা চামচ। হলুদগুঁড়া আধা চা চামচ। টমেটো পেস্ট ৩ টেবিল চামচ। চিলি পেস্ট অথবা হারিসা আধা টেবিল চামচ। জল ৫ কাপ (মুরগি হলে ৩ কাপ)। চিক্সে কিউব ২টি (বাজারে পাবেন)। ২টি গাজর চৌকো করে কাটা। ২টি আলু ছিলে চৌকে করে কেটে নেওয়া। ভিজিয়ে রাখা (৪-৫ ঘন্টা) পাটনাই ছোলা ১ কাপ। আস্ত কাঁচামরিচ ৩-৪টি। লবণ স্বাদ মতো।

পদ্ধতি ঃ প্রথমে মাংস ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিন। এবার লবণ, গোলমরিচ গুঁড়া, মরিচগুঁড়া, হলুদগাঁড়া ও হারিসা দিয়ে মাখিয়ে রাখুন (চাইলে এক ঘন্টা রেকে দিতে পারেন। কেটি বড় হাঁড়িতে তলে গরম করে পেঁয়াজকুঁচি ছেড়ে দিন। এক মিনিট হালকা ভেজে এতে মাখানো মাংস দিয়ে মাঝারি আঁচে কষিয়ে নিন ১০-১৫ মিনিট (প্রয়োজনে সামান্য জল দিন)। মাংসে টমেটো পেস্ট দিয়ে আরও দুই মিনিট কষিয়ে নিন। এবার মাংসে ৫ কাপ জল ও চিকে কিউব দুইটি দিয়ে ফুটিয়ে, মাংসের হাঁড়ি মাঝারি আঁচে এক ঘন্টা (মুরগি হলে ২০ মিনিট) ঢেকে রান্না করুন, (মাংস সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত)। তারপর এতে কেটে রাখা আলু, গাজর ও ভিজিয়ে রাখা ছোলা দিয়ে আরও ১০ থেকে ১৫ মিনিট ঢেকে রান্না করুন। কাঁচামরিচ দিন, লবণ চেখে দেখুন, লাগলে দিন। অল্প আঁচে চুলায় লাগলে দিন।

কুসকুস রান্না

উপকরণ ঃ কুসকুস ২ কাপ (রাজধানীর ডিসিসি মার্কেটে প্যাকেটজাত অবস্থায় পাওয়া যায়। এছাড়া অন্যান্য সুপার শপগুলোতে পেতে পারেন।) অলিভ অয়েল ১ টেবিল চামচ। জল ২ কাপ এবং ১ টেবিল চামচ মাংসের ঝোল। লবণ ১ চা চামচ।

পদ্ধতি ঃ একটি ছোট সস প্যানে অলিভ অয়েল, দুই কাপ জল ও মাংসের ঝোল একত্রে বেশি াঁচে ফোটান। ভালোভাবে ফুটে উঠলে চুলা থেকে নামিয়ে এতে লবণ ও খুসখুস ঢেলে চামচ দিয়ে মিশিয়ে নিন। সসপ্যান ঢেকে ভারি কিছু দিয়ে চাপা দিন। ১০ মিনিট অপেক্ষা করে ঢাকনা তুলে দেখুন কুসকুসের দানা এখনও শক্ত রয়ে গেছে কিনা। থাকলে আরও কিছুক্ষণ ঢেকে রাখুন। কুসকুস সিদ্ধ হয়ে গেলে কাঁটাচামচ দিয়ে ধীরে ধীরে দানাগুলো ছাড়িয়ে দিন। গরম কুসকুসের ওপর আঁচে থাকা মিট কারি ঢেলে দিন। দুই মিনিট ঢেকে রেখে পরিবেশন করুন দারুণ স্বাদের এই খাবার।

বিজেপির ইস্তাহারকে গণতন্ত্রের উচ্ছ্বাস বলে অভিহিত করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : বিজেপির ইস্তাহারের মধ্যে দিয়ে গণতন্ত্রের প্রকৃত উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেয়েছে। সোমবার রাজধানী দিল্লিতে ইস্তাহার প্রকাশ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে এমনই জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিজেপির সঙ্কল্প পত্রের (ইস্তাহার) মূল ভিত্তিই হচ্ছেই একই দিকে এক লক্ষ্যে এগিয়ে চলা। এই ইস্তাহারে ৭৫টি অঙ্গীকার করা হয়েছে। যা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে। ভারতের উন্নয়নমুখী নীতিগুলিকে সমাজের বহুস্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য কঠোর ভাবে চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে বর্তমান সরকার। আমাদের নীতিগুলির মধ্যে বহুমাত্রিকতা নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি। যাতে পরিস্থিতি অনুযায়ী সেই নীতিগুলি বাস্তবায়িত হতে পারে। জাতীয়বাদ এবং ঐক্য বর্তমান সরকারের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিহিত করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে জাতীয়তাবাদ, একতা এবং সুরক্ষাই ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে দল বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।

দেশের বিভিন্ন জায়গায় জলাভাব সমস্যার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, পানীয় জলের অভাব বর্তমান সময়ে ভারতের সব চেয়ে বড় সমস্যা। জলের উৎসগুলিকে যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার করা যায়, তার জন্য নতুন সংস্থা গড়ে তোলা হবে। সমাজের সকল স্তরের মানুষেরা যাতে স্বক্ষম হয়ে ওঠে এবং পানীয় জলের স্থায়ী জলের উৎসের সুবিধা পায় তার জন্য সচেষ্ট হবে সরকার। তামিলনাড়ুতে জলাভাব তীব্র আকার ধারণ করেছে।

এদিন প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দেন, ক্ষমতায় এলে উত্তরপ্রদেশের জন্য নতুন লক্ষ্য স্থির করা হবে। সে রাজ্যে উন্নয়নকে গণআন্দোলনে পরিণত করা হবে। স্বচ্ছ ভারত অভিযান সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জনগণের যোগদানের ফলেই এই অভিযান সফল হয়েছে। স্বচ্ছতা এখন গণআন্দোলনে পরিণত হয়েছে। সরকার একা এটা করতে পারত না। স্বচ্ছ ভারত অভিযানের সাফল্যের জন্য সংবাদমাধ্যম এবং দেশের যুব সম্প্রদায়কে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী।

দলীয় ইস্তাহার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিগত পাঁচ বছরে সরকার চালানোর সাফল্যতা এবং অভিজ্ঞতা থেকেই ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের ইস্তাহারের মূল অনুপ্রেরণা। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভাল, সহজ, দায়বদ্ধ, কর্তব্যপরায়ণ প্রশাসন দেওয়াটাই লক্ষ্য। প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে সমাজের নিচুতলাতেও যাতে উন্নয়ন পৌঁছয়ে দেওয়া যায় সেদিকে অনেক কাজ করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ২০৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার ১০০ বছর পূরণ হবে। সেই সময় ভারত যাতে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হয়, সেটাই আমার লক্ষ্য। আসন্ন পাঁচ বছর অর্থাৎ ২০১৯ থেকে ২০২৪ সালই হচ্ছে সেই স্বপ্ন পূরণ করার মূল ভিত্তি।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে জনগণের অবদানের কথা উল্লেখ করে নরেন্দ্র মোদী বলেন, জনগণের ভোটের জন্য ২০১৪ সালে শক্তিশালী এবং নির্ণায়ক সরকার কেন্দ্রে গঠিত হয়েছিল। পাঁচ দশকের পরিবারতান্ত্রিক শাসনে যে খামতি তৈরি হয়েছিল। তার বেশির ভাগই বিগত পাঁচ বছরে পূরণ করা হয়েছে। আসন্ন সময় আরও বেশি গতিতে কাজ করে যাবে কেন্দ্রীয় সরকার। আগামী পাঁচ বছর খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময় বলে চিহ্নিত করে নরেন্দ্র মোদী বলেন, আগামী পাঁচ বছর খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়। কারণ ২০২২ সালে ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূরণ করা হবে। আমরা যাতে স্বাধীন পরিবেশে নিশ্বাস নিতে পারে তাঁর জন্য বহু নারী ও পুরুষ নিজেদের জীবনের বলিদান দিয়েছিলেন। তাঁদের স্বপ্নগুলিকে পূরণ করাটা আমাদের পবিত্র কর্তব্য।

পাথারকান্দি কংগ্রেসে ধস অব্যাহত, বিজেপিতে যোগ দিলেন আরও দু শতাধিক

পাথারকান্দি (অসম), ৮ এপ্রিল (হি.স.) : আসন্ন সংসদীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক দল বদলের হিড়িক পড়েছে। এ থেকে পিছিয়ে নেই করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দিও। চতুর্থ দফায় কংগ্রেস ছেড়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন কংগ্রেসের প্রায় দু শতাধিক কর্মী ও সমর্থক। এ ঘটনায় পাথারকান্দি কংগ্রেসের ভিত অনেকটা নড়বড়ে হয়ে গেছে বলে রাজনৈতিক মহল মনে করেছে। গত কয়েকদিনে তিন দফায় কংগ্রেস ও এআইইউডিএফ দল ত্যাগ করে প্রায় ছয় শতাধিক কর্মী ও সমর্থক-সহ বিভিন্ন এলাকার নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি) প্রতিনিধিরা বিজেপিতে নাম লেখানোর পর রবিবার রাতে পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের উপস্থিতিতে বাজারিছড়ার মাকুন্দারবন্দ গ্রামের এক বাড়িতে অনুষ্ঠিত এক ঘরোয়া নির্বাচনী সভায় দলবল নিয়ে বিজেপিতে ভিড়েছেন বাজারিছড়া জিপি-র প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি কবির উদ্দিন। সভায় পৌরোহিত্য করেন মাইনোরিটি মোর্চার সভাপতি একলাস উদ্দিন। সভায় বাজারিছড়া এলাকার এআইইউডিএফ নেতা নজরুল ইসলামের ভাই আবু বক্করও কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেছেন। নবগতদের একে একে পদ্মফুলের ছবি সংবলিত দলীয় উত্তরীয়, ফুলাম গামোছা পরিয়ে দলে বরণ করেন বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল, লোয়াইরপোয়া জেলা পরিষদ সদস্যা সহেলি দে-র প্রতিনিধি অমিতাভ দে, বাজারিছড়া জিপি সভানেত্রী যোগামায়া পালের প্রতিনিধি সুরচিত পাল, বিজেপির ব্লক মণ্ডল সভাপতি হৃষিকেশ নন্দি, গোলাপচাঁদ কানু, শ্যাম আঁকুড়া, দেবেন্দ্র সিনহা, কিশোর চৌধুরী, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, বিক্রমজিৎ কৈরি, প্রমুখ। সভায় কংগ্রেস-ত্যাগী কবির উদ্দিন বক্তব্যে পেশ করতে গিয়ে কংগ্রেসকে একহাত নিয়ে বলেন, বর্তমান সময় ওই দলের নেতারা নিজেদের আখের গোছাতে সব নীতি-আদর্শ খুইয়েছেন। দলের শীর্ষ নেতারা পরম্পরাগত ভাবে পরিবারতান্ত্রিক রাজত্ব কায়েম করতে গিয়ে দলের আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়েছেন। তাঁদের কাছে বর্তমান সময়ে দেশের উন্নয়ন বড় নয়। তাঁদের কাছ থেকে সাধারণ মানুষের সার্বিক উন্নয়ন আশা করা যায় না। দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেস দলের হয়ে কাজ করে এলাকায় উন্নয়ন করতে না পেরে তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা মর্মাহত হয়ে কংগ্রেসকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে মোদীজির আদর্শে দেশের সার্বিক বিকাশে 'সব-কা সাথ সব-কা বিকাশ' মন্ত্রে মোহিত হয়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। সভায় বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু বলেন, মোদী হাওয়া ফিঁকে হবার নয়। বিজেপি উন্নয়নের নিরিখে রাজনীতি করে। এই দলে ভ্রষ্টাচারের কোনও সুযোগ নেই বলে অন্য দল থেকে অনেকে, বিশেষ করে সংখ্যালঘুরা দলে দলে স্বেচ্ছায় বিজেপিতে ভিড়ছেন। এতে বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি আরও মজবুত হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আসন্ন লোকসভা ভোটে বিজেপি প্রার্থী কৃপানাথ মালাহের বিজয় শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র। সবাই একজোট হয়ে যাওয়ায় সমাগত সংসদীয় ভোটে বিজেপির সাথে টক্কর দিতে পারে এমন সাংগঠনিক শক্তি নেই কংগ্রেস ও এআইইউডিএফ-এর।

জমজমাট ভোটার আসর, সোমবার কোচবিহারে মুখ্যমন্ত্রীর জনসভা

কোচবিহার, ৮ এপ্রিল (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পর আবারও তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আপাতত কোচবিহার লোকসভা নির্বাচনী কেন্দ্রে জমজমাট ভোটের আসর। আগামী ১১ এপ্রিল সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটের দিনই এই কেন্দ্রে ভোট। প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর বাকযুদ্ধে ক্রমশই উত্তপ্ত ভোটের পরিবেশ।

ইতিমধ্যে এই কেন্দ্রে দু'টি সভা করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিনহাটা ও মাথাভাঙার পর সোমবার সভা করবেন কোচবিহার শহরের রাসমেলা মাঠে।

যেখানে রবিবার সভা করেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবারের জনসভা থেকে তীব্র ভাষায় মোদী আক্রমণ করেন মমতাকে। প্রধানমন্ত্রীর আক্রমণের প্রেক্ষিতে সোমবার কি উত্তর দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এখন তাই দেখার অপেক্ষায় কোচবিহারবাসী। এদিন দুপুরে কোচবিহার শহরের রাসমেলা মাঠে মমতার সভা।

ফের মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, এবার কম্পাঙ্ক ৫.০

পোর্ট ব্লেয়ার, ৮ এপ্রিল (হি.স.): আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এমনিতেই ভূকম্পপ্রবণ। ছোটখাটো কম্পন লেগেই থাকে। আবারও ভূমিকম্পের আতঙ্ক আন্দামান দ্বীপপুঞ্জেউ সোমবার সকাল ৭.২৪ মিনিট নাগাদ ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে কেঁপে ওঠে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জউ রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৫.০উ ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায়, সোমবার সকালের ভূকম্পনে এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নিউ ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)-র মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটার মারফত জানিয়েছে, সোমবার সকাল ০৭.২৪.৫৩ মিনিট নাগাদ ৫.০ তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জউ ভূমিকম্পের উতস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে, ১৩.২ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৫.৪ পূর্ব দ্রাঘিমাংশউ মৃদু ভূকম্পনে এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নিউ ভূমিকম্পের জেরে গোটা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ জুড়েই এখন আতঙ্ক তৈরি হয়েছেউ যদিও, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীরপুঞ্জ এমনিতেই ভূমিকম্প প্রবণ এলাকাউ উল্লেখ্য, কিছু দিন আগেই এক দিনে ২০ বার কম্পন অনুভূত নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। রিখটার স্কেলে ৪.৭ থেকে ৫.২ মাত্রার (মাঝারি) কম্পনে আতঙ্ক ছড়িয়েছিল দ্বীপপুঞ্জে।

সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে সর্বভারতীয় পিপলস্ কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী প্রদীপ চক্রবর্তী। ছবি- নিজস্ব।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সংসদের ভূমিকা অসামান্য ঃ স্পিকার ড় শিরীন শারমিন

মনির হোসেন,এপ্রিল ০৮ ।। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের স্পিকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেছেন, জনগণের জীবনযাত্রায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনা তথা শান্তি, নিরাপত্তা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সংসদের ভূমিকা অসামান্য।

তিনি আজ সোমবার (এপ্রিল ০৮) কাতারের রাজধানী দোহায় শেরাটন কনভেনশন সেন্টারে ১৪০তম আইপিইউতে 'পার্লামেন্ট এজ প্ল্যাটফর্ম টু এনহ্যান্স এডুকেশন ফর পিস সিকিউরিটি এন্ড রুল অব ল' শীর্ষক জেনারেল ডিবেটে বক্তৃতাকালে এ কথা বলেন।বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর জানানো হয়।এ সময় স্পিকার বলেন, সংসদ-সদস্যরা জনগণের অধিকার সমুন্নত রাখতে সংসদে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

অনুষ্ঠানে ১৪০তম আইপিইউ এ্যাসেম্বলি প্রেসিডেন্ট, আইপিইউ প্রেসিডেন্ট, বিভিন্ন দেশের স্পিকার, প্রতিনিধি দলের প্রধান এবং সংসদ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।তিনি বলেন, শান্তি, নিরাপত্তা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় শিক্ষার বিস্তার জরুরী। শিক্ষা অন্যতম প্রধান মানবিক অধিকার, যা জনগণকে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করে, শান্তিপুর্ন ও অর্থবহ জীবনধারণ করতে শিখায় এবং রাষ্ট্র ও বিশ্ব সম্পর্কে আলোকিত করে তোলে।জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের আর্টিকেল ২৬ উল্লেখ করে তিনি বলেন, শিক্ষার অধিকার সকলের। অন্তত প্রাথমিক ও মৌলিক পর্যায়ে অবাধ শিক্ষা অর্জনের সুযোগ বাধ্যতামূলকভাবে থাকতে হবে। প্রযুক্তি ও পেশাগত শিক্ষা সাধারণভাবে আয়ত্বাধীন থাকবে এবং উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে মেধার ভিত্তিতে সমানভাবে সুযোগ থাকতে হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

স্পিকার বলেন, আইপিইউ'র মত বৃহৎ ফোরামে সারা বিশ্বের সংসদ সদস্যরা সমবেত হয়েছে, এর প্রতিফলন ঘটাতে সংসদকে শিক্ষা বিস্তারের প্ল্যাটফর্ম হতে হবে। শান্তিপূর্ণ পরিবেশ, স্থায়ী নিরাপত্তা এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করতে শিক্ষার অধিকার সম্প্রসারণের বিকল্প নেই।তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে ১৯৭২ সালে প্রথম শিক্ষা কমিশন গঠন করেছিলেন। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদ উল্লেখ করে তিনি বলেন, সার্বজনীন, গণমুখী, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা সংবিধানে বলা হয়েছে। বাংলাদেশে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১০ সালে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এনে অপর একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। তৃণমূল পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষা পৌঁছে দেয়া হয়েছে। নারী শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে আইসিটি শিক্ষা, ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম প্রতিষ্ঠা করেছে সরকার।

ইস্তাহারে অভ্যন্তরীণ আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করতে অঙ্গীকারবদ্ধ বিজেপি

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর বিজেপি। পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করতে অঙ্গীকারবদ্ধ গেরুয়া শিবির। সেই লক্ষ্যেই সোমবার লোকসভা নির্বাচনের ইস্তাহার প্রকাশ করল বিজেপি। রাজধানী দিল্লিতে দলের প্রধান কার্যালয়ে নির্বাচনী ইস্তাহার 'সঙ্কল্প পত্র ২০১৯' প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ, অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং, বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ। অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের জন্য সমস্ত পথ খতিয়ে দেখা হবে বলে ইস্তাহারে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

বিজেপির ইস্তাহারে দেশের স্বার্থকে সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিজেপির ইস্তাহার কমিটির চেয়ারম্যান রাজনাথ সিং বলেন, ব্যবসায়ীদের স্বার্থে জাতীয় বাণিজ্য কমিশন গড়ে তোলা হবে। ছোট ব্যবসায়ীদের জন্য পেনশন প্রকল্পও চালু করা হবে। নাগরিক সংশোধনী বিল বা এনআরসি কার্যকর করা হবে। এই প্রসঙ্গে রাজনাথ সিং বলেন, স্থানীয় বাসিন্দাদের ঐতিহ্যগত পরম্পরা বজায় রেখেই এনআরসি কার্যকর করা হবে। দেশের অভ্যন্তরে আঞ্চলিক বৈষম্যকে দূর করার ক্ষেত্রে আগামী দিনে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বিজেপি। এই বিষয়ে অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি বলেন, ব্যর্থ মতবাদের পরীক্ষাগার ভারত নয়। যে ধারণা গোটা বিশ্বে ভারতের স্থানকে শক্তিশালী করতে অঙ্গীকারবদ্ধ সেই ধারণাকে কার্যকর করা হবে। শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেই এই ইস্তাহার তৈরি করা হয়েছে। বিগত পাঁচ বছরে গোটা বিশ্বে ভারত আর্থিক বৃদ্ধিতে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। নতুন সামরিক নীতি ভারতকে গোটা বিশ্বে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করবে। স্থায়ী সরকার হিসেবে বিজেপি নির্বাচনে লড়বে। নতুন ভারতের নথি হচ্ছে এই ইস্তাহার বলে দাবি করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক মঞ্চে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসেবে ভারত আগামী দিনে আত্মপ্রকাশ করবে। বিশ্বের তিনটি আর্থিক শক্তি হিসেবে আগামীদিনে আত্মপ্রকাশ করবে বিজেপি।

এদিন ইস্তাহার প্রকাশ উপলক্ষ্যে মঞ্চে যখন নরেন্দ্র মোদী ওঠেন সেই সমর্থকেরা 'এবার ৪০০ পার' বলে স্লোগান দিতে থাকেন। এদিনের ইস্তাহার প্রকাশ অনুষ্ঠানে বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী নির্মালা সীতারমণ, বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) রাম লাল এবং থাওরচন্দ গেহলট।

বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ বলেন, এনডিএ সরকারের আমলে বিগত পাঁচ বছরে দেশের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। আন্তর্জাতিক স্তরে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র হিসেবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে এই সরকার। দেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করাটাই এনডিএ সরকারের সবচেয়ে বড় সাফল্য। সার্জিক্যাল স্ট্রাইকই তার বড় উদাহরণ। এনডিএ সরকার স্বচ্ছ প্রশাসনিক পরিষেবা দিতে সক্ষম হয়েছে। দেশের আশা এখন আকাঙ্খায় পরিণত হয়েছে। বিজেপি সভাপতি স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন যে ছয় কোটি মানুষের মতামত নিয়ে ৪৫ পাতার এই ইস্তাহার তৈরি করা হয়েছে।

অগ্নিদগ্ধ মাদ্রাসাছাত্রীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে পাঠানোর নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী হাসিনার

ছাকা, এপ্রিল ০৮ ।। অগ্নিদগ্ধ মাদ্রাসাছাত্রী নুসরাত জাহান রাফিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আজ সোমবার(এপ্রিল ০৮) বিকেলে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ও আওয়ামী লীগের উপ-দপ্তর সম্পাদক বিপ্লব বড়ুয়া দগ্ধ শিক্ষার্থী নুসরাত জাহানকে দেখতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে গিয়ে সাংবাদিকদের একথা জানান।বিপ্লব বড়ুয়া বলেন, প্রধানমন্ত্রী আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তার স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিতে। তাই, আমি এখানে তাকে দেখতে এসেছি। প্রধানমন্ত্রী তাকে সিঙ্গাপুর পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।তার চিকিৎসার সব খরচ সরকার বহন করবে। তিনি বলেন, যারা এই অপরাধ করেছে তাদের বিচার তো হবেই। আমরা এখন তার চিকিৎসার বিষয়টি গুরুত্ব দিচ্ছি। তাকে যেকোনও মূল্যে সুস্থ করার চেষ্টা আমরা করছি। এ সময় সামান্ত লাল সেন বলেন, ওই শিক্ষার্থীকে যাতে সিঙ্গাপুরে পাঠানো হয় সে বিষয়ে কথা বলতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাকে ফোন দিয়েছিলেন। তিনি তার স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেন।

ছয়ের পাতায়

নন্দকুমারে যুবকের রহস্য মৃত্যু, তদন্তে পুলিশ

নন্দকুমার, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : তমলুক শ্রীরামপুর রাজ্য সড়কের পাশে থাকা গাছ থেকে উদ্ধার হল এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ। স্থানীয়দের প্রাথমিক অনুমান, যুবককে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। সোমবার সকালে দেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দকুমার থানার বাবলপুর এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম শুভংকর ধাড়া (৩৫)। তাঁর বাড়ি হলদিয়ার ব্রজলালচক এলাকায়।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার তিনি বাড়ি থেকে ময়নার শ্রীরামপুরে শ্বশুর বাড়িতে এসেছিলেন।স্থানীয় সূত্রে এও জানা গিয়েছে, এদিন সকালে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে ছিলেন এলাকার বাসিন্দারা। সে সময় রাস্তার পাশ থেকে অনবরত ফোনের রিং হওয়ার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। সেই আওয়াজ অনুসরণ করে এগিয়ে গিয়ে প্রাতঃভ্রমণ কারীরা যুবককে একটি আম গাছে নিজের জামায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় ঝুলতে দেখেন। ঝুলন্ত অবস্থায় মৃতের পা মাটিতে ঠেকে থাকায় স্থানীয়রা অনুমান করেন তাকে কেউ বা কারা খুন করে গাছে ঝুলিয়ে দিয়ে থাকতে পারে।স্থানীয়দের তরফে খবর পেয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় পুলিশ। সেই সঙ্গে মোবাইল ফোন একটি সাইকেল ও বেশকিছু কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করেন তাঁরা। নন্দকুমার থানা সার্কেল ইনস্পেক্টর রনজিত ঘোষ জানিয়েছেন, দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য তমলুক জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে। ময়না তদন্ত রিপোর্টের পর এই যুবকের মৃত্যুর কারণ পরিষ্কার হবে।

ইসলামাবাদে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের ছ'তলায় আগুন-আতঙ্ক

ইসলামাবাদ, ৮ এপ্রিল (হি.স.): আগুন-আতঙ্ক পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সচিবালয়েউ সোমবার প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের ছ'তলায় একটি ঘরে আগুন লাগেউ সেই সময় সচিবালয়ের পঞ্চম তলায় উপস্থিত ছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানউ সচিবালয় বিল্ডিংয়ের ভিতরে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করছিলেন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানউ সেই সময় হঠাত আগুন লাগেউ তড়িঘড়ি খালি করে দেওয়া হয় পিএমও সচিবালয়উ এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর নেইউ দমকল কর্মীদের

ছয়ের পাতায়

মানসিক অবসাদের জের, কলকাতায় আত্মহত্যার চেষ্টা ৯০ বছর বয়সি বৃদ্ধার

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি.স.): মানসিক অবসাদের জেরে চরম পদক্ষেপউ কলকাতার ফুলবাগান থানা এলাকায় গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন ৯০ বছর বয়সি একজন বৃদ্ধাউ অশীতিপর ওই বৃদ্ধার নাম হল, লক্ষ্মী মণ্ডলউ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ফুলবাগান থানার অন্তর্গত ১৭৪ সি এম এম রোডে অবস্থিত ঝুপড়িতে বসবাস করতেন ওই বৃদ্ধাউ সোমবার ভোররাত ৩.৩০ মিনিট নাগাদ শরীরে কেরোসিন তেল ঢেলে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেন ওই বৃদ্ধা।

ঘটনাটি নজরে আসতেই পরিবারের সদস্যরা কম্বল দিয়ে আগুন নিভিয়ে ফেলেনউ এরপর তড়িঘড়ি ওই বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে নীলরতন সরকার হাসপাতালে ভর্তি করা

ছয়ের পাতায়

সোমবার আমরাও চৌকিদার সভায় বক্তব্য রাখছেন সুনীল কে ধুই। ছবি- নিজস্ব।

ইরানজুড়ে একের পর এক বন্যায় মৃতের সংখ্যা বাড়ছে

তেহরান, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : ইরানজুড়ে একের পর এক বন্যায় ক্রমশ বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। এখনও পর্যন্ত ভয়াবহ এই বন্যায় ৭০ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী আরও বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। আর এই সতর্কতা পাওয়ার পর আরও কয়েকটি শহর ও গ্রাম থেকে বাসিন্দাদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর।

দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোতে ফের ভারি বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে দেশের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে। ওই এলাকার প্রধান নদীর বাঁধগুলো বিপজ্জনকভাবে পূর্ণ হয়ে ওঠায় সেখান থেকে জল ছেড়ে দিতে হবে বলে জানিয়েছে সে দেশের প্রশাসন। ফলে বিপদের আশঙ্কায় মহিলা ও শিশুদের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এলাকায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ৫০ হাজার বাসিন্দার শহর সুসানগড় ঝুঁকিতে থাকায় এর বাসিন্দাদের দ্রুত সরিয়ে নিতে হবে বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা। এর পাশাপাশি খুজেস্তান প্রদেশের আরও পাঁচটি এলাকার বাসিন্দাদেরও সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। জ্বালানি কোম্পানিগুলো পাম্প দিয়ে জল সরিয়ে তেল খনি সমৃদ্ধ এই এলাকাটির বন্যা মোকাবিলায় সহায়তা করছে। গত ১৯ মার্চ থেকে শুরু হওয়া অতি ভারি বৃষ্টিপাতে এক হাজার ৯০০টি শহর, উপশহর ও গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হাজার হাজার সড়ক, সেতু ও ভবন ধ্বংস হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৮৬ হাজার লোক জরুরি ত্রাণ কেন্দ্রগুলোতে আশ্রয় নিয়েছে। এদের মধ্যে প্রায় এক হাজার জনকে হেলিকপ্টারে করে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে আনা হয়েছিল। ব্যাপক দুর্যোগের মোকাবিলায় ত্রাণ সংস্থাগুলোকেও বেশ কঠিন পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। প্রসঙ্গত, গত ৭০ বছরের মধ্যে এটিই সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা বলে মন্তব্য করেছেন খুজেস্তান প্রদেশের গভর্নর গোলামরেজা শরিয়াতি। যদিও আগামী কয়েকদিনের মধ্যে বৃষ্টি থামতে পারে বলে সে দেশের সরকারি টেলিভিশনের খবরে বলা হয়েছে।

সব সম্পত্তি ট্রাস্টে, বাদ পড়লেন স্ত্রী ও ভাই

ঢাকা, ৮ এপ্রিল (হি.স.) : ছোট ভাই গোলাম মোহাম্মদ কাদের (জি এম কাদের)কে দলের উত্তরসূরি ঘোষণার একদিন পরই আরেক নাটকীয়তার জন্ম দিয়ে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও প্রাক্তন সেনাশাসক এইচ এম এরশাদ নিজের সব সম্পত্তি একটি ট্রাস্টে দান করে দিয়েছেন। এরশাদ ওই ট্রাস্টের নামে নিজের স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তি লিখে দেন। জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য এস এম ফয়সাল চিশতি সোমবার সকালে জানান, ঁ্র'আমাদের চেয়ারম্যান নিজের সব সম্পত্তি একটি ট্রাস্টে দান করেছেন। রবিবার বিকেলেই এ উপলক্ষে পাঁচ সদস্যের একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়েছে।

প্রয়াস

● প্রথম পাতার পর

দুর্নীতি, নীতি প্রণয়নের ব্যর্থতা ছিল। বিগত পাঁচ বছরে বিজেপি এবং নরেন্দ্র মোদী আশার আলো দেখিয়েছেন। ফলে বর্তমান পরিস্থিতিতে সহায়ক পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

জঙ্গি দমন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অরুণ জেটলি বলেন, উৎস থেকে সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করার আমাদের নতুন উদ্যোগ আন্তর্জাতিক স্তরে প্রশংসিত হয়েছে। যে সকল ধারণা ভারতের জন্য নেতিবাচক তা বর্জন করে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার ফের ক্ষমতায় এলে ভারতকে শক্তিশালী এবং সুরক্ষিত রাষ্ট্রে বিশ্বে ভারতকে পরিণত করা হবে। আগের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারকে কটাক্ষ করে অরুণ জেটলি বলেন, আগের সরকার শুধুমাত্র স্লোগান দিত। কিন্তু বর্তমানের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সরকার গরিবদের হাতে সম্পদ তুলে দিয়েছে। বিগত পাঁচ বছরে মুদ্রাস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। কর শুধুমাত্র কমে গিয়েছে। আর কখনও বাড়েনি। যাতে করে সাধারণ মানুষের পকেটে আরও বেশি টাকা আসে তার জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এনডিএ-ই কাজ করে দেখিয়েছে।

হিগুয়াইন

সাতের পাতার পর।। ৩২ ম্যাচে ১৯ জয় ও ছয় ড্রয়ে চেলসির পয়েন্ট আর্সেনালের সমান ৬৩। তবে গোল ব্যবধানে পিছিয়ে পঞ্চম স্থানে আছে সাররির দল। সোমবার বাংলাদেশ সময় রাত একটায় ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডের মুখোমুখি হবে তারা। এই ম্যাচ জিতলে উঠে আসবে পয়েন্ট তালিকার তিনে। বৃহস্পতিবার ইউরোপা লিগের শেষ আটে তারা মুখোমুখি হবে স্লাভিয়া প্রাগের।

চাঞ্চল্য

আটের পাতার পর

খুন না কি আত্মহত্যা তা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরেই জানা যাবে। তবে মহিলার নাম পরিচয় জানার জন্য পাশাপাশি থানা এলাকায় খবর পাঠানোর ব্যাবস্থা করছে পুলিশ।

মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল

আটের পাতার পর

আসনের বৈঠালাংসোতে মুখ্যমন্ত্রী বিজেপি প্রার্থী হরেনসিং বে-র হয়ে নির্বাচনি জনসভায় অংশ নিয়ে এদিনই দুপুর ২-টা নাগাদ হাফলং টাউন কমিটির মাঠে দ্বিতীয় নির্বাচনি জনসভায় অংশ গ্রহন করবেন, জানিয়েছেন ডিমা হাসাও জেলা বিজেপি সভাপতি নিপোলাল হোজাই। এদিকে, হাফলঙে মুখ্যমন্ত্রীর জনসভা সফল করতে গেরুয়া শিবিরের নেতা কর্মীরা রয়েছেন ব্যস্ত। আগামী ১০ এপ্রিল গুয়াহাটি থেকে হেলিকপ্টার যোগে প্রথমে মুখ্যমন্ত্রী বৈঠালাংসোর নির্বাচনি জনসভায় অংশ নেবেন। তার পর হেলিকপ্টারেউ হাফলং এসে নির্বাচনি জনসভায় ভাষণ দেবেন তিনি। এদিন বিকেলেই মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সানোয়াল গুয়াহাটি ফিরে যাবেন বলে জেলা বিজেপি সভাপতি নিপোলাল জানিয়েছেন।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কোচের

সাতের পাতার পর।। ইউরো বাছাইপর্বের ম্যাচে ডান পায়ে চোট পান রোনালদো। আন্তর্জাতিক বিরতির আগের দুই ম্যাচে বিশ্রামে ছিলেন সাবেক রিয়াল মাদ্রিদ তারকা। তাই সব মিলিয়ে ক্লাবের হয়ে মোট পাঁচ ম্যাচে খেলেননি তিনি।

আগামী বুধবার বাংলাদেশ সময় রাত একটায় আয়াক্সের মাঠে খেলতে নামবে ইতালিয়ান চ্যাম্পিয়নরা। এই ম্যাচে দলের সেরা তারকাকে পাওয়ার আশার কথা স্কাই ইতালিকে জানান আল্লেগ্রি।

"সে সবসময় প্রস্তুত। তবে আমি তাকে বলেছি আজ বিশ্রাম নিতে। বুধবার আয়াক্সের বিপক্ষে তাকে পাওয়ার ব্যাপারে আমরা আত্মবিশ্বাসী।"

শনিবার লিগে এসি মিলানের বিপক্ষে ২-১ গোলে জয়ের পর সংবাদ সম্মেলনে আল্লেগ্রি বলেন, "রোনালদো সুস্থ হয়ে উঠছে। আয়াক্সের বিপক্ষে তাকে খেলতে দেখার ভালো সম্ভাবনা আছে। তবে এই দিনগুলো অপেক্ষা করা যাক।"

"আমাদের হাতে রোববার, সোমবার, মঙ্গলবার ও বুধবার আছে। চার দিন বাকি আছে আর এই চার দিনে সম্ভাবনা বাড়তে পারে।"

গত বছর জুলাইয়ে রিয়াল থেকে ইউভেন্তুসে যোগ দেওয়া রোনালদো চলতি মৌসুমে সেরি আয় ১৯ গোলসহ সব প্রতিযোগিতা মিলে মোট ২৪ গোল করেছেন।

অবরোধ সিউড়িতে

আটের পাতার পর

পঞ্চায়েতের হুকমাপুর গ্রামের ঘটনা। যদিও ভোটের আগে পথ অবরোধে লেগেছে রাজনীতির রঙ।

তৃণমূলের একাংশের দাবি শতাব্দী রায়ের প্রচারে বাধা দিতে একাংশ উস্কানি দিয়েছে। অবরোধকারীদের দাবি, প্রায় এক বছর আগে ওই সিউড়ি আমজোড়া রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয়। ওই সময়ই ভেঙে দেওয়া হয় হুকমাপুর গ্রামের পাকা নিকাশি নালাটিকে ভেঙে দেওয়া হয়। রাস্তার কাজ চলছে অত্যন্ত ধীর গতিতে।

এদিকে নিকাশি নালা না থাকায় নোংরা জল রাস্তার ওপর দিয়ে যাচ্ছে তারই জেড়ে পারাপার করতে অসুবিধা হচ্ছে বলেই দাবি করেছেন অসীম দাস নামে এক অবরোধকারী। পঞ্চায়েত সদস্য অজিত বাগদী বলেন, রাস্তার কাজ চলছে বলে নালাটি ভাঙা পরেছে। রাস্তা সংস্কার কাজ চলছে সেজন্য নিকাশি নালা তৈরি হয়নি'। তৃণমূলের একাংশের দাবি, সোমবার ওই অঞ্চলে শতাব্দী রায়ের প্রচারের কথা ছিলো। তাতে বাধা দিতেই পথ অবরোধে প্ররোচনা দেওয়া হয়। যদিও অবরোধকারীরা তা মানতে চায়নি। অবশ্য এদিন সিউড়িতে প্রচারেও যাননি শতাব্দী। তিনি রামপুরহাটের বিভিন্ন এলাকায় প্রচার করেন।

বাহিনীর রুট মার্চ

তিনের পাতার পর

ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগরের মুরলিগছে। প্রসঙ্গত, দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় বাহিনী না পৌঁছনোয় বারংবার প্রশ্ন উঠেছে বিরোধী শিবিরে। যদিও নির্বাচন কমিশনের কাছে তিন কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর আবেদন করেন রিটার্নিং অফিসার। এরপর রবিবার রাতে দুই কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে পৌঁছেছে দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে।

দু'জন পাচারকারী

তিনের পাতার পর

করা হয়েছে ২৫০টি ২০০০ টাকার জালনোটউ ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০বি, ৪৮৯বি ও ৪৮৯সি ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

অর্জুন সিংয়ের

তিনের পাতার পর

তৃণমূল সমর্থকরাও। আপাতত উপপ্রধান পুরসভার দায়িত্ব সামলাবেন। জেলাশাসকের কাছে আবেদন জানিয়ে কাউন্সিলররা পরবর্তী প্রধান বেছে নেবেন বলে জানানো হয়েছে।

মৌলানা চিহ্নিত

দুয়ের পাতার পর

দর্শক এবং শেয়ারকারীদের অধিকাংশই সরলমনা ধর্মপ্রাণ তরুণ মুসলমান। সেজন্য ওয়াজকারীদের উগ্রবাদী কথাবার্তা ও মনোভাব দেশের তরুণ মুসলিম সমাজে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করছে। ফলে দেশী সংস্কৃতি পালনে বিভ্রান্তি বাড়ছে। কিছু সংখ্যক লোক প্রতিশোধপরায়ণ ও জঙ্গিবাদের দিকে ধাবিত হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অনেকেই আছেন যারা হেলিকপ্টারযোগে ওয়াজ মাহফিলে যোগ দেন এবং ঘন্টাচুক্তিতে বক্তব্য দিয়ে বিশাল অঙ্কের অর্থ গ্রহণ করেন। তাঁরা নিয়মিত ও সঠিকভাবে আয়কর প্রদান করেন কিনা তা নজরদারির জন্য আয়কর বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সব বিভাগে কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে। ওয়াজি হুজুরদের বক্তব্য স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক সংরক্ষণ ও পর্যালোচনার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া এবং উস্কানিমূলক ও বিদ্বেষ ছড়ানোর বক্তব্য দিলে তাদের সতর্ক করা প্রয়োজন। প্রয়োজনে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করে ও রাষ্ট্রবিরোধী বক্তব্য প্রদানকারীদের আইনের আওতায় আনা। সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পেলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন ঐতিহাসিক শোলাকিয়া ঈদগার গ্র্যান্ড ইমাম ফরিদ উদ্দিন মাসউদ। তিনি বলেন, ঁ্র'বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। তবে আমার বক্তব্য হচ্ছে যদি সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে কেবল তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হোক। ঢালাও যেন কোনও কাজ করা না হয়।ঁ্র' বাংলাদেশ সম্মিলিত ইসলামি জোটের প্রধান হাফেজ মৌলানা জিয়াউল হাসান বলেছেন, ঁ্র'কষ্ট লাগে মাঠেঘাটে ওয়াজের নামে চিহ্নিত কিছু ব্যক্তি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, জঙ্গিবাদে উস্কানি, নারীবিদ্বেষ, গণতন্ত্র ও দেশী সংস্কৃতিবিরোধী কর্মকান্ড চালাচ্ছেন। অবশ্য সবাই এসব করছে না। কিন্তু উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে কিছু বক্তা যখন এসব কথা বলছে তখন সেখানে থাকছেন স্থানীয় পর্যায়ের আওয়ামি লিগ নেতারাই। এরা আসলে হাইব্রিড আওয়ামি লিগ। নিজেদের স্বার্থ হাসিল করে আওয়ামি লিগকে বেকায়দায় ফেলতে এরা আওয়ামি লিগে অনুপ্রবেশ করেছে। মাঠ পর্যায়ে ওয়াজ মাহফিলের সামনে এরাই থাকছে। এটা সরকারের জরুরি ভিত্তিতে দেখা দরকার। ওয়াজে যারা এসব করছেন তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে কঠোরভাবে এসব দেখতে হবে।

মালয়েশিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় ৫ বাংলাদেশিসহ নিহত ১৪

ঢাকা,এপ্রিল ০৮ ।। মালয়েশিয়ায় কারখানার শ্রমিকবাহী একটি বাস খাদে পড়ে ৫ বাংলাদেশিসহ ১৪ জন নিহত হয়েছেন। এই দুর্ঘটনায় ৭ বাংলাদেশিসহ আহত হয়েছেন কমপক্ষে আরো ৩২ জন। গত রবিবার ভোর রাতে কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে জালান এস-৮ পিকিলিং এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসটি সড়কের পাশে মুনসুন ড্রেইনে পড়ে গেলে এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে। দুর্ঘটনায় নিহত বাংলাদেশিরা হলেন- মো. রাজিব মুন্সি (২৬), মো. সোহেল (২৪), মহিন (৩৭), আল আমিন (২৫) ও গোলাম মোস্তফা (২২)। এছাড়া দুর্ঘটনায় আহত বাংলদেশিরা হলেন- মো. নাজমুল হক (২১), মো, রজবুল ইসলাম (৪৩), ইমরান হোসেন (২১), জাহিদ হাসান (২১), শামীম আলী (৩২), মোহাম্মদ ইউনুস (২৭) ও মো. রকিব (২৬)। আহতদের পুত্রজায়া ও সারদাং হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। সেপাং পুলিশ প্রধান সহকারী কমিশনার জুলকিফলি আদামশাহ বলেন, এমএএস কারগো কারাখানার কর্মীসহ বাসটিতে ৪৩জন যাত্রী ছিল। চালক বাসটির নিয়ন্ত্রণ হারালে সেটি ঘটনাস্থলে সড়কের পাশের খাদে একটি ড্রেনে পড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলে নিহত হন ৯ জন। আহত আরও দুজন পরে হাসপাতালে মারা যান। দুর্ঘটনায় আহতদের কাজাখ, সারদাং এবং পুত্রজায়া হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

দলীয় প্রার্থী প্রতিমা ভৌমিক। অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান শান্তিরবাজারের মহকুমাশাসক লালনি থুমা ডারলং, এসডিপিও নির্দেশ দেব, বাইখোড়া থানার এসআই সুমন সিংহ ও অন্যান্য আধিকারিকগণ।

দীর্ঘ ৪৫ মিনিট পর এসআই সুমন সিংহের প্রতিশ্রুতিতে জাতীয় সড়ক অবরোধমুক্ত হয়। অবরোধ শেষে এসডিপিও নির্দেশ দেব জানান, এলাকাবাসীর অভিযোগের ভিত্তিতে একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে অপর অভিযুক্তকেও গ্রেফতার করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন এসডিপিও নির্দেশ দেব।

দিয়েছেন

● প্রথম পাতার পর

সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক জানান, সচিত্র ভোটার স্লিপ বন্টনের কাজ প্রায় শেষ। সাংবাদিক সম্মেলনে বিশেষ মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক প্রমথ র'ন ভ-াচার্য ও অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক উষাজেন মগও উপস্থিত ছিলেন।

বিপ্লব দেব

● প্রথম পাতার পর

তিনি তাঁর রিপোর্টকার্ড হাতে নিয়ে এসেছিলেন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কী কী কাজ তিনি করেছেন এবং কী কী কাজ এগিয়ে চলছে তার বিষয়ে সভায় নিজেই বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। তাই ত্রিপুরাবাসী এবার সবচেয়ে বেশি ভোটের ব্যবধানে দুটি আসন থেকে বিজেপির দুই সাংসদ প্রার্থীকে জয়ী করে প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দেবেন। মোদীর উদ্যোগের ফলেই এক বছরে ত্রিপুরার সাড়ে চার লক্ষ মানুষকে উজ্জ্বলা যোজনার মাধ্যমে রান্নার গ্যাস সংযোগ দেওয়া হয়েছে, বাড়ি বাড়ি বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হচ্ছে।বিপ্লবকুমার দেব আরও বলেন, ত্রিপুরায় এবং কেন্দ্রে বিজেপি সরকার থাকলে ট্রেনের ডাবল ইঞ্জিনের গতিতে দেশ ও রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব। আজকের সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও ভাষণ দিয়েছেন প্রদেশ যুবমোর্চার সভাপতি টিঙ্কু রায়-সহ অন্যান্য স্থানীয় বিজেপি নেতারা।

অফিসে

● প্রথম পাতার পর

করেছে তারা সকলেই সিপিএম ক্যাডার। শ্রীভট্টাচার্য্যের সাফ কথা কংগ্রেসের মিছিলেই ছিল সিপিএম ক্যাডাররা। তারা আচমকা মিছিল থেকে বেরিয়ে আক্রমণ সংগঠিত করেছে। তিনি দাবি করেন, এটি পরকল্পিত ভাবে করা হয়েছে। তিনি বলেন, এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে আইনী ভাবে।

অমিত শাহের

● প্রথম পাতার পর

জনসভায় প্রধান বক্তা পলিটব্যুরোর সদস্য তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার উনার বক্তব্যে বলেন,সপ্তম বেতন কমিশন নিয়ে তিনি কেন্দ্র ও রাজ্যের বিজেপি সরকারকে তুলোধুনো করেন। বলেন অমিত শাহের জুমলা রাজনীতি মানুষ বুঝে গেছে। তারপর তিনি বিজেপিকে ধর্মের রাজনীতি করে বলে, তিনি মুসলমান প্রেম দেখান। কদমতলা এলাকার সংখ্যালঘু ভোট টানতে আজ মুসলমান প্রীতি দেখান। বিরোধী দলনেতা যেমন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে আক্রমণ করেন, তেমনি প্রধানমন্ত্রীকেও ভ্রমণকারী বলে আক্ষা দেন। বলেন, দিল্লিতে যখন সংসদ অধিবেশন বসে তখন মোদি নাকি বিদেশ ভ্রমণে ব্যস্ত থাকেন। এদিকে, রাজ্যের সামাজিক ভাতার প্রসঙ্গ টেনে বলেন, অধিকাংশ ভাতা কেটে দিয়ে সামান্য কিছু বাড়িয়ে বাকিসব নেতারা লুটপাট করে খাবে। উল্লেখযোগ্য যে পূর্ব ত্রিপুরা ২ নং আসনের সিপিএম দলের প্রার্থী জিতেন্দ্র চৌধুরীর আজকের নির্বাচনী জনসভায় কুর্তি কদমতলার সিপিএম কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি থেকে অন্যান্য এলাকার কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া সরকার পরিবর্তনের পর যে সকল সিপিআইএম কর্মীরা আইপিএফটি দলে যোগদান করেছিলেন উনাদের প্রথম সারিতে বসে থাকা অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়।তার মানে আইপিএফটি ও সিপিএম প্রেম যেন নতুন করে ঘাঠছাড়া বাঁধতে শুরু করেছে।

আগুন-আতঙ্ক

পাচের পাতার পর

বেশ কিছুক্ষণের প্রচেষ্টায় আয়ত্তে এসেছে আগুনউ এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই।

প্রশাসন সূত্রের খবর, সোমবার পিএমও সচিবালয়ের পঞ্চম তলায় গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করছিলেন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানউ সেই সময় হঠাত সচিবালয়ের ছ'তলায় একটি ঘরে আগুন লাগেউ আগুন-আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়া মাত্রই সচিবালয় থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন কর্মীরাউ খবর দেওয়া হয় দমকলে, দমকল কর্মীদের দীর্ঘক্ষণের প্রচেষ্টায় আয়ত্তে এসেছে আগুনউ এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেইউ কিভাবে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী হাসিনার

পাচের পাতার পর

প্রধানমন্ত্রী আমাকে বলেছেন, তাকে যদি সিঙ্গাপুরে পাঠানোর মতো হয় তাহলে যেন দ্রুত পাঠানো হয়।তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ পাওয়ার পর আমি সিঙ্গাপুরে তার চিকিৎসার কাগজপত্র পাঠিয়েছি। তারা রেসপন্স করলে আমরা দ্রুত পাঠিয়ে দেব। গত ৬ এপ্রিল সকাল সাড়ে ৯টার দিকে সোনাগাজী ইসলামিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদরাসা কেন্দ্রে আলিম পরীক্ষা দিতে গেলে ওই ছাত্রীর গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। দগ্ধ ছাত্রীর বাড়ি সোনাগাজী পৌরসভার চরচান্দিয়া গ্রামে। এতে তার শরীরের ৮৫ শতাংশ পুড়ে যায়।

বয়সি বৃদ্ধার

পাচের পাতার পর

হয়। হাসপাতালের বিছানায় মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন অশীতিপর ওই বৃদ্ধাউ হাসপাতাল সূত্রের খবর, ওই বৃদ্ধার শরীরের ৭০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছেউ তাঁর শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনকউ কি কারণে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করলেন তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশউ প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, মানসিক অবসাদের জেরে এই চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওই বৃদ্ধা।

প্রদ্যোতের

● প্রথম পাতার পর

তিপ্রাল্যান্ড রাজ্যের দাবিতে বনধ ডাক দিলে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বনধের তীব্র বিরোধিতা করেন। বনধ প্রত্যাখ্যান করতে তাঁরা বাধ্য হন। তাছাড়া দলের সহ-সভাপতি হওয়ার পরও তাঁর সঙ্গে কথা না বলেই অনেক সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন দলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। তবে তিনি বলেন, সভাপতি তথা মন্ত্রী এনসি দেববর্মা বয়সের ভারে ন্যুব্জ। তাই সাধারণ সম্পাদক তথা মন্ত্রী মেবারকুমার জমাতিয়া নিজের মর্জিমতো সিদ্ধান্ত নেন।

তাঁর আরও অভিযোগ, মন্ত্রী হওয়ার পর সাধারণ সম্পাদকের জীবনযাত্রার ধরন পাল্টে গিয়েছে। নতুন নতুন গাড়ি কিনছেন সাধারণ সম্পাদক। দলের কর্মীদের কথা চিন্তা না করে তিনি নিজের কথা চিন্তা করতে ব্যস্ত বলেও অভিযোগ করেন অনন্ত। বলেন, দলের নিচুতলার কর্মী-সমর্থক এবং নেতাদের জন্য তাঁরা চিন্তা করছেন না। অথচ দলকে মজবুত করতে তিনি বড় ভূমিকা পালন করছে। এমন-কি সহসভাপতি হিসেবে তিনি সারা ত্রিপুরা ঘুরে বেড়িয়েছেন। এর জন্য দল থেকে একটি টাকাও কোনও দিন নেননি বলেও দাবি করেছেন অনন্ত দেববর্মা।

তিনি দল ত্যাগ করছেন শুনে বিজেপি-র ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি তথা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব, উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মণ, বিজেপি-র পশ্চিম আসনের প্রার্থী তথা দলের প্রদেশ সাধারণ সম্পাদিকা প্রতিমা ভৌমিক তাঁকে দল না ছাড়ার অনুরোধ জানিয়েছেন বলেও জানান অনন্ত।

অপর দিকে কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি মহারাজা প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মা বলেন, অনন্ত দেববর্মা এতদিন একটি আলাদা রাজনৈতিক দলে ছিলেন। তাই তাঁদের আলাদা মতাদর্শ রয়েছে। তাঁদের মতাদর্শ ছেড়ে কংগ্রেসে আসতে বলছেন না। মূলত চারটি কারণে তাঁরা কংগ্রেস দলকে সমর্থন করছেন। এই চারটি বিষয় হল, কংগ্রেস দল ক্ষমতায় এলে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল ২০১৬ প্রত্যাহার করে নেবে, কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি ত্রিপুরা রাজ্যের স্বশাসিত জেলা পরিষদে টাকা দেবে, সুপ্রিম কোর্ট দেশের বনাধিকারের উপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে তা তুলে নেওয়ার জন্য কংগ্রেস সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করবে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের জনজাতিদের যে সকল জমি অবৈধভাবে দখল হয়েছে তা পূর্ণরুদ্ধারের জন্য কাজ করবে কংগ্রেস সরকার।

প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মা এদিন প্রশ্ন করেন, আইপিএফটি-র একজন নেতা পদত্যাগ করেছেন। এখানে আইপিএফটি নেতাদের কোনও চিন্তা নেই। অথচ বিজেপি নেতাদের এত মাথাব্যাথা? এ-থেকে বোঝা যায়, আইপিএফটি-র একাংশ নেতা ও বিজেপির মধ্যে গোপন আঁতাত রয়েছে। বিজেপি-র এই রাজনীতি সাধারণ মানুষ বুঝতে পেরেছেন। আগামীদিনে কংগ্রেসে আরও লোক আসছেন বলে দাবি করেছেন কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি মহারাজা প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মা।

এদিন, পিসিসি সভাপতির কাছে জানতে চাওয়া হয়, পৃথক রাজ্যের দাবীদারদের সমর্থন কংগ্রেস গ্রহণ করেছে। তাতে পৃথক রাজ্য ইস্যুতে কংগ্রেসের অবস্থান কি তা জানতে চাওয়া হয়েছে। এই প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যান পিসিসি সভাপতি। বরং তিনি দাবী করেন, লোকে আমাকে সাম্প্রদায়িক নেতা হিসেবে মনে করলেও আমি সেই চিন্তাধারাকে সমর্থন করি না। সকলকে নিয়েই রাজনীতি করতে চাই। তাই হয়তো সাম্প্রদায়িকতার কালী ছিটানো হচ্ছে। তবে, পৃথক রাজ্য ইস্যুতে তিনি কেন কংগ্রেসের অবস্থান স্পষ্ট করেননি সেই প্রশ্ন উঠেছে। রাজনৈতিক মহলের মতে লোকসভা নির্বাচনকে ঘিরে উপজাতি ভাবাবেগে কংগ্রেসকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য পৃথক রাজ্য ইস্যুটিকেও পিসিসি সভাপতি গুরুত্ব দিতে চাইছেন।

এদিকে, আইপিএফটির যুব সংগঠনের সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ দিয়ে কংগ্রেসকে সমর্থন করবেন বলে জানিয়েছেন শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। এদিন রাতে তিনি পিসিসি সভাপতি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মনের সাথে দেখা করে তার অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। তিনি পিসিসি সভাপতিকে জানিয়েছেন লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসকেই সমর্থন দেবেন তার সমর্থকরাও। পিসিসি সভাপতি তাঁর এই সমর্থনকে সাদরে গ্রহণ করেছেন।

স্পর্শকাতর

● প্রথম পাতার পর

শুধু পশ্চিম জেলাতেই অতি স্পর্শকাতর ৩৩টি এবং স্পর্শকাতর ১১১টি ভোটকেন্দ্র রয়েছে।

পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের জন্য আগামী ১১ এপ্রিল ভোটগ্রহণ করা হবে। এই আসনে সরব প্রচার শেষ হবে আগামীকাল বিকাল পাঁচটায়। ভোটগ্রহণ করা হবে সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। এই লোকসভা আসনে ভোটগ্রহণের জন্য প্রস্তুতি চূড়ান্ত করা হয়েছে। আজ সন্ধ্যায় পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার তথা জেলাশাসক সন্দীপ এন মাহাত্মে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান। তিনি এই আসনে ভোটগ্রহণের বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার এস পি রাজীব প্রতাপ সিংও সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

জেলাশাসকের কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে রিটার্নিং অফিসার তথা জেলাশাসক জানান, পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্র এলাকায় ৩০টি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে। ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে ১৬৭৯টি। এর মধ্যে ১৮০টি ভোটকেন্দ্র অতি স্পর্শকাতর। সব মিলিয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ভোটার রয়েছেন ১৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ৩৭৭ জন। এর মধ্যে মহিলা ভোটার ৬ লক্ষ ৬৫ হাজার ২৪৮ জন। পুরুষ ভোটার ৬ লক্ষ ৮২ হাজার ১২২ জন। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার আছেন ৭ জন।

রিটার্নিং অফিসার জানান, এই কেন্দ্রে ভোটগ্রহণের জন্য রিজার্ভ সহ ৯ হাজার ২৩৫ জন ভোটকর্মী নিযুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া ২১৯ জন সেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট এবং রিজার্ভ সহ ১২৭০ জন মাইক্রো অবজারভার নিযুক্ত করা হয়েছে। রিটার্নিং অফিসার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ভোটগ্রহণের তথ্যও তুলে ধরেন। তিনি জানান, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে ৭৮৭টি। এই জেলায় ভোটার রয়েছেন ৬ লক্ষ ৪৭ হাজার ৮৪০ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৩ লক্ষ ২৪ হাজার ২০২ জন এবং মহিলা ভোটার রয়েছেন ৩ লক্ষ ২৩ হাজার ৬৩৫ জন। তাছাড়া তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ৩ জন। তিনি জানান, নির্বাচনের কাজে রিজার্ভ সহ ১১৫ জন সেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট এবং রিজার্ভ সহ ৫২৪ জন মাইক্রো অবজারভার এবং রিজার্ভ সহ ৪ হাজার ৩২৯ জন ভোটকর্মী নিযুক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের জন্য চার জন সাধারণ অবজারভার, দুই জন এক্সপেণ্ডিচার অবজারভার এবং একজন করে স্পেশাল অবজারভার ও পুলিশ অবজারভার রয়েছেন।

তথ্য দিয়ে রিটার্নিং অফিসার জানান, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ১৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে ১৪টি মহিলা পরিচালিত ভোটকেন্দ্র করা হয়েছে। এগুলিতে মহিলা নিরাপত্তাকর্মী, মাইক্রো অবজারভার সবই মহিলা হবেন। ইতিমধ্যে সব জায়গায় ই ভি এম কমিশনিং হয়ে গেছে। এগুলি আগরতলা, মোহনপুর এবং জিরানীয়ায় স্ট্রং রুমে রাখা হয়েছে। আগামীকালই এই জেলার সব মদের দোকান সিল করে দেওয়া হবে। এগুলো ১১ এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র বন্টনের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। তিনি জানান, এই নির্বাচনী কেন্দ্রের প্রার্থীদের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করা হয়েছে। আগামী ৭২ ঘন্টায় নিরাপত্তা আরও বাড়ানো হবে।

এদিকে, সরব প্রচার মঙ্গলবার বিকাল সমাপ্ত হলেও প্রার্থীরা তারপরও বাড়ি-বাড়ি প্রচার করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন ড. সন্দীপ এন মাহাত্মে। তাঁর কথায়, ভোটের ৪৮ ঘন্টা আগে সরব প্রচার বন্ধ হয়ে যাবে। তবে, প্রার্থীরা ভোটের আগের দিন পর্যন্ত বাড়ি-বাড়ি প্রচার করতে পারবেন। এক্ষেত্রে রাত ৯টার পর প্রচার করা যাবে না।

পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, প্রার্থীদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। নির্বাচনের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন বুথ এবং বুথ এলাকায় ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, বিভিন্ন জায়গায় পুলিশী টহল রয়েছে। বিভিন্ন বুথের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথেও পরামর্শ করা হয়েছে। তিনি জানান, পশ্চিম জেলায় অতি স্পর্শকাতর ৩৩টি এবং স্পর্শকাতর ১১১টি ভোট কেন্দ্র রয়েছে।

খেলা

সড়ক দুর্ঘটনায় সন্তানসহ প্রোটিয়া নারী ক্রিকেটার নিহত

লন্ডন, ৮ এপ্রিল।। সড়ক দুর্ঘটনায় সন্তানসহ নিহত হয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকা জাতীয় দলের সাবেক এক নারী ক্রিকেটার। ২৫ বছর বয়সী এই ক্রিকেটারের নাম এলরিসা থিউনিসেন। তার সঙ্গে এই দুর্ঘটনায় পতিত হন তার প্রথম সন্তান।

শুক্রবার (৫ এপ্রিল) এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত থিউনিসেন ২০১৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা জাতীয় দলের হয়ে তিনটি ওয়ানডে ও একটি টি-টুয়েন্টি খেলেন। ছিলেন প্রোটিয়া নারী দলের বিশ্বকাপ একাদশেও।

বাংলাদেশ নারী দলের বিপক্ষে দেশের হয়ে ইমার্জিং একাদশের হয়ে খেলেন থিউনিসেন। পান তিন উইকেট। প্রোটিয়াদের হয়ে সেটিই ছিল থিউনিসেনের শেষ ম্যাচ।

ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকার (সিএসএ) পক্ষ থেকে সংবাদ মাধ্যমকে জানানো হয়, নর্থ ওয়েস্টের স্টিলফন্টেইনে এক মোটর গাড়ি দুর্ঘটনায় নিহত থিউনিসেন। ঐ দুর্ঘটনায় তার প্রথম সন্তানেরও মৃত্যু হয়।

থিউনিসেনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে সিএসএ'র প্রধান নির্বাহী থাবাং মোরে এক শোক বার্তায় বলেন, 'আমাদের সবার জন্য এটি শোকের একটি সংবাদ। সে ক্রিকেট কমিউনিটির জন্য অনেককিছু করেছে। জাতীয় দল ও তৃণমূল ক্রিকেটেও তিনি অনেক অবদান রেখেছেন। সিএসএ পরিবারের পক্ষ থেকে আমি গভীর শোক ও সমবেদনা জানাচ্ছি তার স্বামী, রুডি, তার পরিবার, বন্ধু ও তার ক্রিকেট পরিবারের সবাইকে।'

আইসিসির পক্ষ থেকেও প্রোটিয়া অলরাউন্ডারের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়েছে।

লিন-নারাইনের ঝড়ো ব্যাটে কলকাতার বড় জয়

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল।। ক্রিস লিন ও সুনীল নারাইনের ঝড়ো ব্যাটিংয়ে রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে ৮ উইকেটের বড় জয় তুলে নিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। আর এ জয়ে চেন্নাই সুপার কিংস ও সানরাজার্স হায়দ্রাবাদকে পেছনে ফেলে আইপিএল পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠে এলো দীনেশ কার্তিকের দল।

প্রথমে ব্যাট করা রাজস্থান নির্ধারিত ২০ ওভার শেষে ৩ উইকেট হারিয়ে ১৩৯ রান করে। জবাবে ২ উইকেট হারিয়ে ও ৩৭ বল বাকি থাকতে ১৪০ করে জয় পায় কলকাতা।

জয়পুরে ১৪০ রানের টার্গেটে ব্যাটিং করতে নেমে তাণ্ডব চালান কলকাতার দুই ওপেনার লিন ও নারাইন। মাত্র ৮.৩ ওভারে ৯১ রানের জুটি গড়েন তারা। তবে ৩ রানের জন্য হাফ সেঞ্চুরি বঞ্চিত থাকেন নারাইন। ২৫ বলে ছয়টি চার ও তিনটি ছক্কায় ৪৭ করে তিনি শ্রেয়াস গোপালের বলে স্টিভেন স্মিথকে ক্যাচ দিয়ে বিদায় নেন।

কিন্তু আইপিএল ক্যারিয়ারের সপ্তম হাফ সেঞ্চুরির দেখা পান অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যান লিন। তিনি ৩২ বলে ৬ চার ও ৩ ছক্কায় ৫০ করে সেই গোপালের বলেই আউট হন লিন। শেষ দিকে রবিন উথাপ্পা (২৬) ও শুবমান গিলের (৬) অপরাজিত ব্যাটিংয়ে বড় জয় নিয়ে মাঠ সফরকারীরা।

টসে হেরে এর আগে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই অধিনায়ক আজিনকা রাহানের উইকেট হারায় রাজস্থান। তবে দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে ৭২ রান তোলেন জস বাটলার ও স্টিভেন স্মিথ।

বাটলার ৩৪ বলে ৩৭ করে বিদায় নিলেও হাফ সেঞ্চুরি তুলে নেন স্মিথ। তিনি শেষ পর্যন্ত ৫৯ বলে ৭৩ রানে অপরাজিত থাকেন। তার ইনিংসটিতে ছিল সাতটি চার ও একটি ছক্কার মার। তবে মন্থর ব্যাটিং করায় দলীয় ইনিংস বড় হয়নি স্বাগতিক দলটির।

কলকাতা বোলারদের মধ্যে হ্যারি গার্নি সর্বোচ্চ দু'টি উইকেট পান। এছাড়া প্রসিধ কৃষ্ণা একটি উইকেট পান।

৫ ম্যাচে ৪ জয় ও এক হারে ৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে উঠে এলো কলকাতা।

আগামী মৌসুমে চেলসিতেই থাকতে চান হিগুয়াইন

লন্ডন, ৮ এপ্রিল।। মৌসুমের মাঝামাঝি ধারে চেলসিতে যোগ দেওয়ার পর থেকে ক্লাবে সময়টা বেশ ভালো কাটছে বলে জানিয়েছেন গনসালো হিগুয়াইনের। আগামী মৌসুমেও তাই স্ট্যামফোর্ড ব্রিজেই থাকতে চান আর্জেন্টিনার এই ফরোয়ার্ড।

চলতি মৌসুমের বাকি সময়ের জন্য জানুয়ারিতে লন্ডনে পা রাখা ৩১ বছর বয়সী হিগুয়াইন মৌসুমের প্রথম ভাগটা কাটান এসি মিলানে। গত বছরের জুলাইয়ে রিয়াল মাদ্রিদ থেকে পাঁচবারের বর্ষসেরা ফুটবলার ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোকে দলে টানার পর তাকে এক মৌসুমের জন্য ধারে মিলানে পাঠায় ইউভেন্তুস।

এখন পর্যন্ত ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আট ম্যাচে তিন গোল করা এই স্ট্রাইকারের চেলসিতে নিজের সেরাটা তুলে ধরতে সময় প্রয়োজন বলে মনে করেন দলটির কোচ মাওরিসিও সাররি। কোচের সঙ্গে একমত হিগুয়াইন নিজেও।

"আমি যতটা পারি ভালো করতে চাই। তাই আগামী মৌসুমের জন্য আমি এখানে থাকতে পারি।"

"আমি এখানে এসেছি এবং থাকতে চাই। এটা দারুণ একটা শহর, আপনি এখানে ভালোভাবে বাস করতে পারেন এবং নির্ভার থাকতে পারবেন। জীবনটা উপভোগও করবেন। তাই আমার লক্ষ্য আগামী মৌসুমেও এখানে থাকা।"

৩ কোটি ৬০ লাখ ইউরো খরচ করে হিগুয়াইনকে কিনে নেওয়ার সুযোগ আছে চেলসির। ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত তার ধারের মেয়াদ বাড়াতে চাইলে তাদের গুনতে হবে ১ কোটি ৮০ লাখ ইউরো।

চেলসির হয়ে ঘরের মাঠে প্রথম ম্যাচে হাডার্সফিল্ড টাউনের বিপক্ষে জোড়া গোল করা এই ফুটবলার শেষ জালের দেখা পেয়েছেন মার্চের শুরুতে, ফুলহ্যামের বিপক্ষে। তবে নিজের গোল খরা নিয়ে চিন্তিত নন হিগুয়াইন।

"আমি এখানে সুখে আছি। নতুন একটা লিগে খেলা সবসময় আনন্দের। আর প্রিমিয়ার লিগে আমি এই প্রথম খেলছি।"

লিগে -**ছয়ের পাতায় দেখুন**

স্টাম্পের বাতি জ্বললো, কিন্তু আউট হলো না!

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল।। মাহেন্দ্র সিং ধোনির উইকেটরক্ষণের দক্ষতা এক কথায় অসাধারণ। বিশেষ করে স্টাম্পের দিকে না তাকিয়ে তার আউট করার দৃশ্য যেনো চোখে লেগে থাকার মতো। তবে শনিবার (০৬ এপ্রিল) রাতে চেন্নাই সুপার কিংস ও কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের মধ্যকার ম্যাচে ধোনি সেভাবেই বল স্টাম্পে লাগান, আলোও জ্বলেও ওঠে, কিন্তু অদ্ভুতভাবে নট আউট থেকে যান ব্যাটসম্যান।

ম্যাচের ১৩তম ওভারে ঘটে এই ঘটনা। চতুর্থ বলে রবীন্দ্র জাদেজাকে সুইপ করে এক রান নেওয়ার চেষ্টা করেন লোকেশ রাহুল। কিন্তু বল বেশি দূর না যাওয়ায় ধোনি দ্রুত বল কুড়িয়ে পেছন থেকেই স্টাম্প লক্ষ্য করে থ্রো করেন।

বল স্টাম্পেও লাগে। তখনও ক্রিজ থেকে বেশ কিছুটা দূরে ছিলেন রাহুল। কিন্তু তার ভাগ্য এতই ভালো স্টাম্পে বল লেগে আলো জ্বলে উঠলেও বেল না নড়ায় আউট হওয়া থেকে রক্ষা পান রাহুল। এই জীবন পেয়ে হাফসেঞ্চুরিও পূর্ণ করেন। তবে ম্যাচে ২২ রানে জয় পায় চেন্নাই।

ক্রিকেটের আধুনিক প্রযুক্তিগুলোর অন্যতম এলইডি স্টাম্প ও জিং বেলস। যাতে বল, হাত বা যেকোনো কিছু লাগলেই আলো জ্বলে ওঠে। সেই স্টাম্পের দ্বারা আউট নির্ণয় করা সহজ হয়। কিন্তু এবারের আইপিএল এই স্টাম্প দিয়েও খুব একটা সুবিধা করতে পারছে না।

ধোনির এই ঘটনার আগেই চলতি আসরে আরও দুবার একই ঘটনা ঘটেছে। স্টাম্পে বল লাগলেও পরেনি বা নড়েনি বেল। আর তাই ব্যাটসম্যানও বেঁচে গেছেন। আইপিএল গভর্নিংবডির পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কিছু না জানানো হলেও বিশেষজ্ঞদের ধারণা বেলগুলো ভারি বিধায় নড়তে সময় লাগছে।

স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগ অস্বীকার সৌরভের

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল (হি.স.)।। আগামী ১২ এপ্রিল আইপিএলের মেগা ম্যাচে ইডেনে মুখোমুখি কেকেআর-দিল্লি। সেই ম্যাচেই দিল্লি ক্যাপিটালসের ডাগ-আউটে থাকবেন দিল্লির মেন্টর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। একই সঙ্গে তিনিই আবার ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের প্রেসিডেন্ট। এই স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগ অস্বীকার করলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

ম্যাচে দিল্লির হয়ে প্রভাব খাটাতে পারেন মহারাজ। সৌরভের বিরুদ্ধে বোর্ডের কাছে এমনই অভিযোগ জানিয়েছিল তিন কেকেআর সমর্থক। 'স্বার্থের-সংঘাত' ইস্যুতে এরপরই সৌরভকে নোটিশ ধরায় বোর্ডের এথিক্স কমিটি। তাঁকে ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্ক ইস্যুতে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের অবস্থান স্পষ্ট করে জানতে চায় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের অম্বুডসম্যান ডিকে জৈন।বোর্ডের অম্বুডসম্যান সৌরভের থেকে ৭ এপ্রিলের মধ্যে চিঠির উত্তর চেয়ে পাঠায়।

উত্তরে স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগ অস্বীকার করে চিঠিতে সৌরভ বলেন, এই মুহূর্তে আইপিএলের কোনও কমিটির পদে তিনি নেই। 'আইপিএল গর্ভনিং কাউন্সিল, আইপিএল টেকনিক্যাল কমিটের পদ থেকে আগেই ইস্তফা দিয়েছি। এই মুহূর্তে বোর্ডের কোনও পদেও নেই। এমন কী বোর্ডের অ্যাপেক্স কাউন্সিল বা অফিস বেয়ারার পদেও নেই।' অম্বুডসম্যানকে এমনটাই লিখেছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। মহারাজ আরও উল্লেখ করেছেন, বোর্ডের কিউরেটাররা এখন আইপিএল ম্যাচের পিচ তৈরি করেন। সেক্ষেত্রে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

আয়াক্সের বিপক্ষে ফিরবেন রোনালদো, আশা কোচের

লন্ডন, ৮ এপ্রিল।। চোটের কারণে ইউভেন্তুসের হয়ে সেরি আয় শেষ তিন ম্যাচে খেলতে পারেননি ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো। তবে আয়াক্সের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে পর্তুগিজ ফরোয়ার্ডকে ফিরে পেতে আশাবাদী কোচ মাসিমিলিয়ানো আল্লেগ্রি।

গত মাসের আন্তর্জাতিক বিরতিতে সার্বিয়ার বিপক্ষে পর্তুগালের -**ছয়ের পাতায় দেখুন**

১৫ এপ্রিল ভারতের বিশ্বকাপ দল ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ৮ এপ্রিল।। আগামী ১৫ এপ্রিল মুম্বাইয়ে ভারতের বিশ্বকাপ দল ঘোষণা করা হবে। যেখানে থাকার কথা রয়েছে অধিনায়ক বিরাট কোহলির। তবে সেদিন সন্ধ্যায় তার আইপিএলের দল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরু মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সে বিপক্ষে মাঠে নামবে।

আসছে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করা সবদলকে আইসিসি ২৩ এপ্রিলের মধ্যে চূড়ান্ত দল ঘোষণার সময় বেঁধে দিয়েছে। তাই ভারতীয় নির্বাচকরা চাচ্ছেন আরও বেশি সময় নিয়ে খেলোয়াড়রা নিজেদের প্রস্তুত করুক।

ভারতীয় নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান এমএসকে প্রসাদ তার প্যানেল নিয়ে গত ফেব্রুয়ারিতেই অবশ্য ২০ জন ক্রিকেটারের প্রাথমিক একটি তালিকা করে রেখেছেন। যেখানে থেকেই চূড়ান্ত ১৫জনকে বিশ্বকাপে সুযোগ দেওয়া হবে।

এদিকে ভারত সর্বশেষ ওয়ানডে সিরিজ ঘরের মাঠেই হেরেছে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। ৩-২ ব্যবধানে হারার সিরিজে অবশ্য প্রথম দুই ম্যাচে তারাই জিতেছিল। এছাড়া সম্প্রতি প্রশ্ন উঠেছে কোহলির নেতৃত্ব নিয়ে। সেই তিন ম্যাচ হারার পর তার দল ব্যাঙ্গালুরু আইপিএলে টানা ছয় ম্যাচ হেরে বিদায়ের সুর শুনতে পাচ্ছে। কোহলি অবশ্য বলে দিয়েছেন, আইপিএলের প্রভাব বিশ্বকাপে পড়বে না।

আগামী ৩০ মে এবারের বিশ্বকাপে পর্দা উঠবে। যেখানে ৬ জুন সাউদাম্পটনে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে ভারত।

স্ত্রাসবুরের বিপক্ষে ফের হোঁচট পিএসজির

লন্ডন, ৮ এপ্রিল।। স্ত্রাসবুরের বিপক্ষে ম্যাচের শুরুতে এগিয়ে যাওয়া পিএসজি প্রথমার্ধেই দুই গোল খেয়ে বসে। তাতে হারের শঙ্কায় পড়ে যাওয়া টমাস টুখেলের দল শেষ দিকের গোলে কোনোমতে হার এড়ায়।

পিএসজির মাঠে লিগ ওয়ানে রোববার রাতের ম্যাচটি ২-২ গোলে ড্র হয়। ডিসেম্বরে লিগের প্রথম পর্বে স্ত্রাসবুরের মাঠে ১-১ গোলে ড্র করেছিল পিএসজি।

ম্যাচের ত্রয়োদশ মিনিটে এরিক মাক্সিম চুপো-মোটিংয়ের গোলে এগিয়ে যায় পিএসজি। সতীর্থের রক্ষণচেরা পাস পেয়ে ছোট ডি-বক্সের মুখে বল বাড়ান ফরাসি ডিফেন্ডার কলিন ডাগবা। আর প্লেসিং শটে জাল খুঁজে নেন ক্যামেরুনের ফরোয়ার্ড।

এগিয়ে যাওয়ার আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি স্বাগতিকদের। ২৬তম মিনিটে পেনাল্টি স্পটের কাছ থেকে নিচু শটে অতিথিদের সমতায় ফেরান কেপ ভার্দের ফরোয়ার্ড নুনো দা কস্তা। আর ৩৮তম মিনিটে ফরাসি মিডফিল্ডার অঁতনির দূরপাল্লার শটে এগিয়ে যায় স্ত্রাসবুর।

ম্যাচে ফিরতে মরিয়া হয়ে ওঠা পিএসজি ৭০তম মিনিটে ভাগ্যের ফেরে গোলবঞ্চিত হয়। দানি আলভেসের বাইসাইকেল কিক ক্রসবারে বাধা পায়।

অবশেষে ৮২তম মিনিটে সমতায় ফেরে শিরোপাধারীরা। স্বদেশি মিডফিল্ডার ইউলিয়ান ড্রাক্সলারের কর্নারে হেডে জাল খুঁজে নেন জার্মান ডিফেন্ডার টিলো কেরার।

যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার দানি আলভেস কাছ থেকে গোলের সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করলে আসরে তৃতীয় ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়ে পিএসজি।

৩০ ম্যাচে ২৬ জয় ও তিন ড্রয়ে ৮১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে পিএসজি। এক ম্যাচ বেশি খেলা লিল ২০ পয়েন্ট কম নিয়ে আছে দ্বিতীয় স্থানে।

ইতিহাসের সবচেয়ে বাজে গোল 'মিস' কি এটাই?

লন্ডন, ৮ এপ্রিল।। বলটা গোল লাইন পেরিয়েই যাচ্ছিল। কিন্তু সতীর্থের কাছ থেকে গোল করার কৃতিত্ব কেড়ে নিতে গিয়ে হাস্যকর কাণ্ড করে বসলেন পিএসজি ফরোয়ার্ড এরিক ম্যাক্সিম চৌপো-মোটিং। গোলের মালিকানা নিজের করে নিতে গিয়ে অতি দৃষ্টিকটুভাবে মিস করলেন তিনি, যে মিসকে বলা হচ্ছে ইতিহাসের সবচেয়ে বাজে।

ওই গোল মিস ম্যাচের ফলাফলে বড় প্রভাব ফেলে। ম্যাচটা ড্র হয়ে যাওয়ায় পিএসজির শিরোপা জয়ের উৎসব পিছিয়ে গেছে। অথচ এমন অদ্ভুত কীর্তি ঘটানোর আগে চৌপো-মোটিং'র গোলেই এগিয়ে গিয়েছিল পিএসজি, তাও ম্যাচের ১৩তম মিনিটেই। অবশ্য মিনিট ১৩ পরেই সমতায় ফেরে প্রতিপক্ষ স্ত্রসবুর্গ।

ম্যাচের ২৮তম মিনিটে পিএসজির ক্রিস্টোফার এনকুনকু স্ত্রসবুর্গের গোলরক্ষককে ফাঁকি দিয়ে গোলমুখে শট নিয়েছিলন। বলও গোল লাইনের একদম কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু কী মনে করে ঠিক ওই মুহূর্তেই বাঁ পা দিয়ে বলে টোকা মারেন চৌপো-মোটিং। হয়তো গোলটা নিজের নামে হোক এমনটাই চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু উল্টো বল তার পায়ে লেগে থেমে যায়।

কপাল ভালো শেষ দিকে পিএসজিকে সমতায় ফেরানো গোলটি করেন প্রেসনেল কিমপেমবে। ফলে অন্তত ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারে টমাস টুখেলের শিষ্যরা। কিন্তু ম্যাচটা জিতলেই শিরোপা জয় নিশ্চিত হয়ে যেত তাদের। তবে এখনও লিগের পয়েন্ট টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে থাকা লিঁলের চেয়ে ২০ পয়েন্টের ব্যবধানে এগিয়ে আছে পিএসজি। ফলে শিরোপা হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা নেই।

গোল মিসের ওই মুহূর্ত যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না গ্যালারিভর্তি পিএসজি সমর্থকরা। তারা উৎসব করার প্রস্তুতি নিয়েই এসেছিলেন। কিন্তু সব ভণ্ডুল করে দিলেন ক্যামেরুনিয়ান-জার্মান স্ট্রাইকার। ম্যাচের ধারাভাষ্যকাররা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'সর্বকালের সবচেয়ে বাজে মিস!'

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

লোকসভা আসনের পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে সিপিএম প্রার্থী শংকর প্রসাদ ভোট প্রচার র‍্যালী আয়োজিত হয় সোমবার। ছবি- নিজস্ব।

বিজেপি প্রার্থীদের জয়ী করতে আহ্বান চৌকিদার সংঘের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল ।। ত্রিপুরা প্রদেশ চৌকিদার সংঘের উদ্যোগে সোমবার রাজধানী আগরতলা শহরের রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবাদ সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় মজদুর সংঘের সর্বভারতীয় সম্পাদক সুনীল কেদুয়াই। প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বি এম এস এর সর্বভারতীয় সম্পাদক আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের দুটি আসন থেকেই বিজেপির প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। ত্রিপুরা প্রদেশ চৌকিদার সংঘের প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সর্বভারতীয় বি এম এস সম্পাদক বলেন, সব জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল অংশের মানুষের কল্যাণে কাজ করবে বিজেপি সরকার। মা বোনদের সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হবে। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সব অংশের মানুষকে সম্মান করেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তার অন্যতম নজির হল ঝাড়ু হাতে নিয়ে ঝাড়ুদারদের মত রাস্তায় নেমে স্বচ্ছ ভারত অভিযান চালাচ্ছেন নরেন্দ্র মোদি। এ ধরনের নেতার নেতৃত্বে কেন্দ্র সরকার চান দেশবাসী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে দেশবাসী দেশের প্রহরী ও চৌকিদার হিসেবেই মনে। তিনি বলেন নরেন্দ্র মোদী দেশের কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ। পূর্ববর্তী ইউপিএ সরকার ১০ বছরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যা করতে পারেনি মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার বিগত পাঁচ বছরে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি কাজ করেছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। এ প্রসঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সার্জিক্যাল স্ট্রাইক এর উল্লেখ করেন তিনি। রাফাল রাফাল চিৎকার করে বিজেপিকে ঘায়েল করার চেষ্টা করে ব্যর্থ মনোরথে ঘরে ঢুকে যেতে বাধ্য হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। রাম মন্দির ইস্যুতে ইঙ্গিত দিতে গিয়ে বি এম এস এর সর্বভারতীয় সম্পাদক সুনীল কিদোয়াই বলেন, দেশে রামনবমী উপলক্ষে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয় অথচ সুপ্রিম কোর্ট রাম মন্দির নির্মাণ করার জন্য অনুমতি দিচ্ছে না এটাই দুর্ভাগ্যের বলেও তিনি ইঙ্গিত দেন। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চৌকিদার হিসেবে সঠিক দায়িত্বই পালন করে চলেছেন বলেও তিনি দাবি করেন। তিনি বলেন ভারতীয় মজদুর সংঘ ন্যূনতম মজুরি মাসে ১৮ হাজার টাকা করার দাবি জানিয়েছে। তিনি বলেন এই দাবি পূরণ এখন সময়ের অপেক্ষা মাত্র। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের বিষয়ে বলেও তিনি তার বক্তব্য তুলে ধরেন।

রোহিঙ্গা সংকটের প্রভাবে খাদ্য নিরাপত্তাহীন দেশের তালিকায় বাংলাদেশ

ঢাকা, এপ্রিল ০৮ ।। রোহিঙ্গা সংকটের প্রভাবে খাদ্য নিরাপত্তাহীন দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত গ্লোবাল নেটওয়ার্ক অ্যাগেইনস্ট ফুড ক্রাইসিসের ২০১৯ গ্লোবাল রিপোর্ট অন ফুড ক্রাইসিস: জয়েন্ট অ্যানালাইসিস ফর বেটার ডিসিশন শীর্ষক প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে এসেছে। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সংঘটিত ভয়াবহ জাতিগত নিধনযজ্ঞের প্রেক্ষিতে সাড়ে প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে আসায় দেশে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, কক্সবাজারে শরণার্থীদের স্রোত বাংলাদেশে দরিদ্রতম ও সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জেলাগুলোর স্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক কাঠামো আরো ভঙ্গুর হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় পতিত হচ্ছেন কক্সবাজারের স্থানীয়রা। রোহিঙ্গা শরনার্থীদের পাশাপাশি স্থানীয় জনগণও উচ্চ মাত্রায় খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার ঝুঁকিতে রয়েছেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, কক্সবাজারের ১৫ লাখ মানুষের তথ্য বিশ্লেষণ করে লক্ষ্য করা যায় যে,কক্সবাজারে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার ঝুঁকিতে থাকা মানুষের সংখ্যা ১৩ লক্ষ। এদের মধ্যে স্থানীয় ও রোহিঙ্গা উভয় সম্প্রদায়ের সদস্যরাই রয়েছেন। তবে শরণার্থীদের ক্ষেত্রে এ সংকটের তীব্রতা বেশি। ফলে উভয় সম্প্রদায়ের জন্যই খাদ্য সহযোগিতা প্রয়োজন। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, কক্সবাজারে অনেকেই আবাদী জমি ও মৎস্য ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছেন। তাদের অনেকেই দিনমজুর হিসেবে কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু সস্তায় শরণার্থী শ্রমিকদের সহজলভ্যতার ফলে কাজের সুযোগ কমেছে। শ্রমিকদের দৈনিক মজুরিও কমে গেছে। এছাড়াও ২০১৭ সালে পুওর বা বর্ডারলাইন ফুড কনজাম্পশন সীমায় অবস্থানরত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পরিমাণ ৩১ শতাংশ হলেও ২০১৮ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর নাগাদ তা বেড়ে ৮০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে বলে গ্লোবাল নেটওয়ার্ক অ্যাগেইনস্ট ফুড ক্রাইসিসের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার এই তালিকায় দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে আরো রয়েছে মিয়ানমার, আফগানিস্তান ও পাকিস্তান। উল্লেখ্য, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো এই গ্লোবাল নেটওয়ার্ক অ্যাগেইনস্ট ফুড ক্রাইসিস-এর সদস্য।

নির্বাচন কমিশনের কাজকর্মে অসন্তুষ্ট সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল ।। সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাস আজ নির্বাচন কমিশনকে সঠিকভাবে পরিচালনা না করার জন্য সমালোচনা করেন। সেই সাথে শাসক দ্বারা নির্বাচন আচরণবিধি লঙ্ঘণের ব্যাপারে কোনও ইতিবাচক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না বলে অভিযোগ করেছেন।

সোমবার সন্ধ্যায় আগরতলায় সিপিআইএম রাজ্যের সদর দফতরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় সিপিএম রাজ্য সম্পাদক বিজন ধর বলেন, নির্বাচন কমিশনের কাছে বেশ কয়েকটি অভিযোগ দাখিল করা সত্ত্বেও, রাজ্যের বিভিন্ন অংশে হামলা ও আক্রমণের ঘটনা সংগঠিত করা হলেও কোনও ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক চাপের ফলে প্রশাসনিক ভাবেও তেমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন শ্রীদাশ। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বিভিন্ন স্থানে সংগঠিত হামলা ও আক্রমণের ঘটনা বিস্তারিত তুলে ধরে বলেন সবকিছু নির্বাচন কমিশনকে জানানো সত্বেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। তিনি নির্বাচন কমিশনের কাছে কেন্দ্রীয় বাহিনী ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে মোতায়েন করার দাবী জানিয়েছেন।

আবহাওয়া আদ্র, বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রাজধানী দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ (হি.স.) : রাজধানীতে সোমবার সকাল থেকেই আদ্র আবহাওয়া। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বছরের এই সময়ের জন্য এই আবহাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আদ্রতা রেকর্ড গড়েছে। আজকের বাতাসের আদ্রতার পরিমাণ ৭৪ শতাংশ।

আবহাওয়াবিদরা সোমবার বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে। প্রতি ঘন্টায় বেগে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বৃষ্টি হতে পারে বলেও জানিয়েছেন হাওয়া অফিস। আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। রবিবার রাজধানী দিল্লিতে বৃষ্টিপাত হয়েছে ৬.২ মিলিমিটার। যার ফলে দিল্লির গরম থেকে কিছুটা হলেও স্বস্তি পেয়েছেন ওখানকার মানুষ। তবে একটু স্বস্তি পেলেও তাপমাত্রার পারদ আগামীকাল থেকে বাড়তে পারে বলেও জানিয়েছে আবহাওয়াবিদরা। রবিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস যেখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। রবিবার সন্ধ্যের দিকে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাত হওয়ায় তাপমাত্রা ৬ থেকে ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে গিয়েছে।

দ্বিগুন হল কলকাতার পার্কিং ফিজ, কিন্তু ধন্দ রূপায়ণ নিয়ে

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : এক লপ্তে দ্বিগুন করে দেওয়া হল কলকাতায় গাড়ি রাখার পুরমাসুল অর্থাৎ পার্কিং ফিজ। বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশিত হয়েছে। এই সঙ্গে, এখনই এই মাসুল রূপায়িত হবে না বলে বেসরকারিভাবে জানিয়েছে পুরসভা। ফলে দেখা দিয়েছে ধন্দ। ১ এপ্রিল থেকে নয়া পার্কিং ফিজ রূপায়িত হওয়ার কথা ছিল। প্রথম এক ঘন্টার মাসুল ১০ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ২০ টাকা। টু হুইলার ৫ টাকা থেকে বেড়ে ১০ টাকা। পাইওনিয়ার ফি পার্কিং কোঅপারেটিভের জগদীশ চৌধুরী অবশ্য জানান, "আমরা এখনও বাড়তি মাসুল নিতে শুরু করিনি।"

এলগিন রোড, লি রোড, অ্যালেনবি রোড সহ শহরের বিভিন্ন অঞ্চলের পার্কিং লটে নয়া হারে মাসুল নেওয়া হচ্ছে। আবার পার্ক স্ট্রিট, ক্যামাক স্ট্রিটে, গীতাঞ্জলী ফি পার্কিং সোসাইটির জয় চন্দ্র জানিয়েছেন, "প্রায় এক দশক বাদে পার্কিং ফিজের হার বদল হল। আমাদের নয়া হারে মাসুল নিতে আপত্তি নেই। তবে, পুরসভা থেকে এখনই এই নতুন মাসুল না নিতে অনুরোধ করা হয়েছে।" শহরের কোথায় পার্কিং হবে সে বিষয়ে পুলিশের অনুমতি নিয়ে টেন্ডার ডাকে পুরসভা। তার ভিত্তিতে লাইসেন্স দেওয়া হয়। ২০১০-'১১ অর্থবর্ষে এই খাতে পুরসভার আয় হয়েছিল ৬.৫৭ কোটি টাকা। ২০১৪-'১৫ অর্থবর্ষে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১১.৪২ কোটি টাকা। এখন তা প্রায় ১৬ কোটি টাকা। বহু দিন ধরে অভিযোগ উঠছিল পার্কিংয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি সময় গাড়ি রাখা হয়েছে, এই অভিযোগে আদায়কারীরা গাড়িমালিকদের কাছ থেকে বেশি টাকা নিচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে অভিযোগ উঠেছিল, রসিদ না কেটে আদায়কারীদের একাংশ টাকা আত্মসাৎ করছেন। এসব অনিয়ম রুখতে ২০১৫-র সেপ্টেম্বর থেকে পুরসভা চালু করে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র। শহরে মোট ৭৮টি এজেন্সিকে পার্কিংয়ের মাসুল আদায়ের লাইসেন্স দিয়েছিল পুরসভা। এর মধ্যে ৪২টি সমবায় সমিতি। আগেভাগেই প্রতিটি সংস্থা বা সমিতিকে পুরসভার কাছ থেকে যন্ত্র কেনার কথা জানিয়ে দেওয়া হয়। এক একটি যন্ত্রের দাম ৮ হাজার টাকা। বাধ্যতামূলক হলেও এই যন্ত্র কেনার ব্যাপারে গোড়ায় যথেষ্ট আগ্রহ ছিল না। তবে, পুরসভার দাবি এখন পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। প্রায় সব পার্কিংয়ে যন্ত্র প্রয়োগ হচ্ছে। দেবাশিস কুমার বলেন, পার্কিং মাসুল বৃদ্ধির বিষয়টি ২০১৯-২০র বাজেটে পাশ হয়েছে। তবে, মাসুল আদায়কারীদের যন্ত্রের আপডেট করার কাজ এখনও হয়নি। তাই নতুন মাসুল রূপায়ণের ব্যাপারে কিছুদিন অপেক্ষা করতে হচ্ছে।

ফের শুরু মূর্তি ভাঙ্চুরের খেলা তামিলনাড়ুতে ভাঙ্চুর পেরিয়ারের মূর্তি

পুদুকোট্টাই (তামিলনাড়ু), ৮ এপ্রিল (হি.স.): দেশজুড়ে মূর্তি ভাঙচুরের খেলায় এখনও মেতে রয়েছে একদল মানুষঊ লেনিন, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও মহাত্মা গান্ধীর পর আবারও ভাঙচুর করা হল দ্রাবিড় আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ই ভি রামাস্বামী (পেরিয়ার নামেই সর্বাধিক পরিচিত)-র মূর্তিঊ এবার ঘটনাস্থল তামিলনাড়ুর পুদুকোট্টাই জেলার আরানথাঙ্গিঊ রবিবার গভীর রাতে অথবা সোমবার ভোররাতে আরানথাঙ্গি এলাকায় সরকারি হাসপাতালের কাছে অবস্থিত পেরিয়ারের মূর্তি ভাঙচুর করে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরাঊ দুষ্কৃতীদের হামলায় পেরিয়ারের মূর্তিটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেঊ সোমবার সকালে এই ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারাঊ পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করলেও, এখনও পর্যন্ত দুষ্কৃতীদের কাউকেই গ্রেফতার করতে পারেনি।

সোমবার সকালে দ্রাভিদার কাজহাগাম-এর স্থানীয় নেতারা লক্ষ্য করেন, পেরিয়ারের মূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেঊ ততণাতখবর দেওয়া হয় নিকরটবর্তী থানায়ঊ দোষীদের অভিলম্বে গ্রেফতার করার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারাঊ পরে প্রশাসনের উদ্যোগে মূর্তিটি মেরামত করা হয়েছেঊ এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন ডিএমকে প্রেসিডেন্ট এম কে স্ট্যালিনঊ প্রসঙ্গত, এই প্রথম নয়, এর আগেও তামিলনাড়ুতে ভাঙচুর করা হয়েছিল পেরিয়ারের মূর্তিঊ কিন্তু, লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এই ঘটনা নতুন করে উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি করল তামিলনাড়ুতেঊ ২০১৮ সালে মূর্তি ভাঙচুরের ছোঁয়াচে রোগের সূত্রপাত হয় ত্রিপুরা থেকেঊ এরপর প্রায় গোটা দেশ থেকেই মূর্তি ভাঙচুরের খবর আসতে শুরু করে।

লোকসভা নির্বাচন ২০১৯ : মনোনয়ন জমা দিলেন প্রিয়া দত্ত এবং উর্মিলা মাতোণ্ডকর

মুম্বই, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে প্রথম দফার ভোটের তিনদিন আগে সোমবার মনোনয়ন জমা দিলেন মুম্বই উত্তর-মধ্য লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী প্রিয়া দত্ত। এদিন মুম্বই উত্তর লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেসের অপর তারকা প্রার্থী উর্মিলা মাতোণ্ডকর মনোনয়ন জমা দেন। এদিন বান্দ্রা কালেক্টরের অফিসে প্রার্থীপদের মনোনয়ন জমা দিয়েছেন কংগ্রেস প্রার্থী প্রিয়া দত্ত। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর ভাই বলিউড অভিনেতা সঞ্জয় দত্ত। মুম্বই উত্তর-মধ্য লোকসভা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে নিজের মনোনয়ন জমা দেন প্রিয়া দত্ত। এই কেন্দ্রে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বিজেপি প্রার্থী পুনম মহাজন।

অন্যদিকে, বলিউড অভিনেত্রী ও রাজনীতিক মুম্বই উত্তর লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী উর্মিলা মাতোণ্ডকরও নিজের প্রার্থীপদের মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর এদিন একটি রোড-শো করেন তিনি। বলিউড অভিনেত্রী তথা কংগ্রেস প্রার্থী এদিন জানান, ঙ্র’আজকেই মনোনয়ন জমা দিয়েছি। আমি খুব উচ্ছ্বসিত। এই যাত্রা দীর্ঘতর হবে এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভালোই হবে। আমি মানুষের সমর্থন অনুভব করতে পারছি।ঙ্র’ এর আগে, অভিনেত্রী উর্মিলা মাতোণ্ডকরের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্ম নিয়ে মিথ্যা ও প্রতারণামূলক মন্তব্য করার অভিযোগ এনেছিলেন এক বিজেপি কর্মী সুরেশ নাখুয়া। এদিন সেই অভিযোগ সম্পর্কে অভিনেত্রী বলেন, ঙ্র’আমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আমি হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী এবং হিন্দুধর্মকে শ্রদ্ধা করি।ঙ্র’ আগামী ১১, ১৮, ২৩ এবং ২৯ এপ্রিল মহারাষ্ট্রে চার দফায় লোকসভা নির্বাচন হবে।

অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ায় চাঞ্চল্য

ঝাড়গ্রাম, ৮ এপ্রিল (হি. স.) : ডুলুং নদী থেকে এক অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বাঁশিয়াবেড়া এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকালে ঝাড়গ্রাম জেলার বেলিয়াবেড়া থানার বাঁশিয়াবেড়া এলাকায়। পুলিশ বছর পঁয়ত্রিশের ওই মহিলার নাম পরিচয় জানার চেষ্টা করছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন সকালে বাঁশিয়াবেড়া এলাকায় ডুলুং নদীর জলে এক মহিলার মৃতদেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয় মানুষজনেরা।এরপর বেলিয়াবেড়া থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝাড়গ্রাম জেলা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান গত দু তিন দিন আগে নদীর জলে পড়েছিল যার ফলে শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন রয়েছে কি না তা বোঝা যায়নি।

ছয়ের পাতায় দেখুন

নুসরত-মিমিকে পার্থী করার কারন জানিয়ে ভিডিও প্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীব

কলকাতা, ৮ এপ্রিল(হি.স.) : সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন যেন তারকাদের মিলন মঞ্চ উ তৃণমূলের পার্থী তালিকা প্রকাশের পর থেকেই অনেকের প্রশ্ন নুসরত-মিমিকে কেন তৃণমূলের প্রার্থী হিসাবে বেছে নিলেন মুখ্যমন্ত্রী উ সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে নুসরত-মিমিকে পার্থী করার কারন জানিয়ে সোমবার সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দপাধ্যায়।

অনেকেরই প্রশ্ন ভোট মিটে গেলে কি ডুমুরের ফুলের মতোই অদৃশ্য হয়ে যাবেন তারকা প্রার্থীরা ।নাকি নুসরত-মিমির গ্ল্যামারকে কাজে লাগিয়ে ভোট বৈতরণী পার করার কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে তৃণমূলেরউসেই সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও বার্তায় বলেন,'প্রার্থী হওয়ার আগেও দলের প্রয়োজনে বহু কাজ করেছে নুসরত-মিমি । শুধু প্রার্থী হয়েছে বলেই যে কাজ করছে তা নয়। আগেও মিটিং-মিছিল করেছে তাঁরা । দলের সিদ্ধান্তেই টলিউডের জনপ্রিয় মুখকে প্রার্থী করা হয়েছে'। সিপিএমের বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিজেপির অনুপম হাজরার মতো অভিজ্ঞ রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে তৃণমূলের হয়ে যাদবপুর থেকে লড়ছেন মিমি চক্রবর্তী। তেমনই আবার বিজেপির দক্ষ সাংগঠনিক সায়ন্তন বসুর বিপরীতে বসিরহাট থেকে লড়ছেন নুসরত জাহান ।

প্রতিবাদে সামিল হয়ে এসি বন্ধ করে গাড়ি চালানোর সিদ্ধান্ত নিলেন উবার ক্যাব চালকরা

কলকাতা, ৮ এপ্রিল (হি.স.):সরকার নির্ধারিত দরে ইনসেনসিটিভ না মেলার অভিযোগে প্রতিবাদে সামিল হলেন উবর ক্যাব চালক থেকে মালিকরা উ কোম্পানি ভাড়ার টাকা পেলেও উবার ক্যাব চালকদের দেওয়া হচ্ছে অনেক কম টাকা। আর সেই কারনেই আজ সোমবার ধর্মতলায় বিক্ষোভ শুরু করলেন উবার ক্যাব মালিক থেকে চালকরা। প্রতিবাদ স্বরূপ এসি বন্ধ করে গাড়ি চালানোর সিদ্ধান্ত নিলেন তাঁরা ।

উবার গাড়ির চালক এবং মালিকপক্ষ একজোট হয়ে এসিপরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।পশ্চিমবঙ্গ অনলাইন ক্যাব অপারেটরস গিল্ডের তরফে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।সোমবার সকাল থেকেই উবার ক্যাব মালিকরা ধর্মতলার বিভিন্ন জায়গায় উবার গাড়ি আটক করে এসি বন্ধ করে গাড়ি চালানোর আবেদন করেন। কারণ এসি গাড়ির জন্য যে ভাড়া উবারের দেওয়ার কথা সেই ভাড়া তাদের দেওয়া হচ্ছে না। বিক্ষোভকারীরা গাড়ি চালকদের একটি দাবি সম্বলিত লিফলেট ধরিয়ে দেন।ক্যাব মালিকদের অভিযোগ, একটি এসি গাড়ির বিপুল ভাড়া নিচ্ছে উবার। সেখানে ক্যাব মালিকদের দেওয়া হচ্ছে মাত্র ৮-৯ টাকা প্রতি কিলোমিটার। এই ভাড়ায় গাড়ি চালানো কোনো মতেই সম্ভব নয় ঊতাদের দাবি, রাজ্য সরকার নির্ধারিত এসি গাড়ির ভাড়া ১৮.৫০ টাকা দিতে হবে। তা না করলে বড়সড় আন্দোলনে সামিল হবেন তারা ঊযেখানে হলুদ ট্যক্সি ১৫ টাকা প্রতি কিলোমিটারে গাড়ি চালাচ্ছে। এসি গাড়ির ভাড়া ১৮ টাকা ৫০ পয়সা। সেখানে তাঁদের ৮-৯ প্রতি কিলোমিটার ভাড়ায় গাড়ি চালাতে হচ্ছে ।যাত্রীরা ভাড়ার টাকা দিচ্ছে। সেই টাকা চলে যাচ্ছে উবরের ঘরে কিন্তু গাড়ি মালিকরা কিছুই পাচ্ছে না।

গিল্ডের সম্পাদক ইন্দ্রনীল বন্দোপাধ্যায় জানান, 'আমরা দীর্ঘদিন ধরে উবার কর্তৃপক্ষকে আমাদের দাবিগুলো জানিয়ে আসছি। আমাদের দাবিগুলো দীর্ঘদিন অমীমাংসিত হয়ে রয়েছে বলে আমরা এবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি গাড়িগুলিতে এসি পরিষেবা বন্ধ রাখা হবে ।আমরা আমাদের সিদ্ধান্তের কথা উবার কর্তৃপক্ষকেও জানিয়েছিঊযখন কোনও গ্রাহক উবার বুক করবেন তখন চালক আগাম জানিয়ে দেবেন যে গাড়িতে এসি চালানো হবে না'।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ সিউড়িতে

সিউড়ি- ৮ এপ্রিল (হি. স.) : রাস্তার তৈরি করতে গিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছে নিকাশি নালা। তারই জেড়ে রাস্তার ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে দূষিত জল। সমস্যায় পরছেন এলাকাবাসী। অবিলম্বে কাজ শেষ করা দাবি জানিয়ে রাস্তায় পাইপ ফেলে অবরোধ করলেন এলাকাবাসীরা। বীরভূমের সিউড়ি-১ ব্লকের খটঙ্গা

ছয়ের পাতায় দেখুন

নির্বাচনি প্রচারে ১০ এপ্রিল কারবি আংলং ও ডিমা হাসাও আসবেন মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল

হাফলং (অসম), ৮ এপ্রিল (হি.স.) : নির্বাচনি জনসভায় অংশ নিতে আগামী ১০ এপ্রিল কারবি আংলং এবং ডিমা হাসাও জেলায় আসছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সানোয়াল। ১৮ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় শিলচর, করিমগঞ্জ, নগাঁও, এবং মঙ্গলদৈ সংসদীয় আসনের সঙ্গে কারবি আংলং, পশ্চিম কারবি আংলং ও ডিমা হাসাও জেলাকে নিয়ে গঠিত ৩ নম্বর ডিফু তফশিলি জনজাতি সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

কংগ্রেসের দুর্গ হিসেবে পরিচিত ডিফু লোকসভা আসন। এবার কংগ্রেসের কাছ থেকে এই আসন ছিনিয়ে নিতে বিজেপি তিনটি পাহাড়ি জেলায় প্রচার অভিযান তীব্রতর করে তুলছে। ডিফু লোকসভা আসনে বিজেপির অনুকূলে ভোট টানতে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সানোয়াল-সহ দলের একাধিক তারকা ভোটের প্রচারে আসা-যাওয়া করছেন। কিন্তু কংগ্রেস প্রার্থী তথা সাংসদ বীরেনসিং ইংতির হয়ে কোনও স্টার ক্যাম্পেনারের ডিফু লোকসভা আসনে প্রচারে আসার কোনও সম্ভাবনা এখন পর্যন্ত নেই। আগামী ১০ এপ্রিল প্রথমে ডিফু লোকসভা

ছয়ের পাতায় দেখুন

হাসপাতালে শিশু মৃত্যুর জেরে উত্তেজনা নন্দীগ্রামে

নন্দীগ্রাম, ৮ মার্চ (হি. স.) : পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম জেলা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে এক শিশু মৃত্যুকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, হাসপাতালে চিকিৎসার পরিকাঠামো একেবারেই নেই। নামে জেলা হাসপাতাল হলেও এখানে না আছে পর্যাপ্ত চিকিৎসক, না আছে পরিষেবা। তাই শিশুটি প্রায় বিনা চিকিৎসাতেই মারা গিয়েছে বলে পরিবারের দাবী। সূত্রের খবর, এদিন রাতের দিকে নন্দীগ্রাম হাসপাতাল থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে জহুরীর মোড় এলাকার বাসিন্দা সেখ হায়দার আলীর ৭ মাসের কন্যা সন্তানকে অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। শিশুটির এর আগে হার্টের অপারেশান হয়েছিল কলকাতার একটি হাসপাতালে। তবে এদিন নন্দীগ্রাম হাসপাতালে কোনও শিশু চিকিৎসক না থাকায় তাঁর সঠিক চিকিৎসা হয়নি বলে পরিবারের অভিযোগ। রাত ৯টা নাগাদ শিশুটিকে মৃত বলে জানান চিকিৎসকরা। এরপরেই শিশুটির মৃতদেহ হাসপাতাল চত্বরে ফেলে রেখে তাঁর দাদু সেখ সুলতান অবস্থান বিক্ষোভ করেন। নামে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল হলেও এখানে কেন চিকিৎসক নেই তা নিয়েই ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। ঘটনার খবর পেয়ে নন্দীগ্রাম থানা থেকে পুলিশ আসে। হাসপাতাল থেকে জানানো হয়েছে শীঘ্রই এখানে শিশু চিকিৎসক আনা হবে। এরপর পুলিশের হস্তক্ষেপে রাত্রি ১২টা নাগাদ অবরোধ তুলে নেন তাঁরা।

সোমবার দিনভর বৃষ্টিতে নাকাল রাজ্যবাসী। ছবি- নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।